চাকরির
নানা খবর
দুয়ের পাতায়

৫৯ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী
৭ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৫৯ বর্ষ, ২৭ সংখ্যা, ১৯ বৈশাখ – ২৫ বৈশাখ, ১৪৩২ ঃ ৩ মে – ৯ মে, ২০২৫

Kolkata : 59 year : Vol No.: 59, Issue No. 27, 3 May - 9 May, 2025 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : ওয়াকফ বিলের প্রতিবাদকে কেন্দ্র করে মুর্শিদাবাদের

হিংসার পর জেলার দুই পুলিশ সুপারকেই বদলি করে দিল নবান্ন। জঙ্গিপুর ও মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার দুই নতুন সুপার হলেন যথাক্রমে অমিত কুমার সাউ ও কুমার সানি রাজ।

রবিবার : পহেলগাঁও জঙ্গী হামলায় নিহত বাঙালি পর্যটক

সমীর গুহর বেহালার বাড়িতে এল এনআইএর অফিসাররা। সমীর বাবুর স্ত্রী ও মেয়ের কাছ থেকে তাঁরা শোনেন সেদিনকার ঘটনার বিবরণ যা তুলে দেওয়া হবে কাশ্মীরে উপস্থিত তদন্তকারীদের হাতে।

সোমবার : ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রোর শিয়ালদহ–এসপ্ল্যানেড অংশে যাত্রী

পরিষেবার সমস্ত প্রস্তুতি সরেজমিনে দেখলেন রেলওয়ে সেফটি কমিশনার। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলে পরিদর্শন। উপস্থিত ছিলেন ডিভিশনাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার, মানেজিং ডিরেক্টর সহ বিভাগীয় প্রধানরা।

মঙ্গলবার : পহেলগাঁও হামলার পর পাকিস্তানকে উচিত শিক্ষা দিতে

প্রস্তুতি চলছে ভারতে। তার মধ্যে ৬৩ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে নৌসেনার জন্য ২৬ টি রাফাল যুদ্ধবিমান ফ্রান্সের সঙ্গে চুক্তি করল ভারত।

বুধবার : জোড়াসাঁকো থানা এলাকার ১টি ৬ তলা হোটেলে রাত

৮টা নাগাদ ভয়াবহ আগুন লাগে। ধোঁয়ায় ভরে যায় আবাসিক ভর্তি পুরো হোটেল। বেরোতে পারেননি বেশিরভাগ লোক। কার্নিশ বিয়ে নামতে গিয়ে মৃত্যু হয় ১ জনের। আরও মৃত্যুর আশঙ্কা করা হচ্ছে।

বৃহস্পতিবার : গত লোকসভা ভোটে কংগ্রেস সহ বিরোধীদের অন্যতম প্রতিশ্রুতি ছিল জাত গণনা।

সারা ভারত তারা কাঁপিয়েছে এই দাবিতে। বিহার নির্বাচনের আগে হঠাৎ আগামী জনগণনায় জাত গণনা হবে বলে বিরোধীদের প্রধান ইস্যু কেড়ে নিল বিজেপি।

শুক্রবার : বিভিন্ন গ্রামীণ ব্যাংক নয় এবার থেকে একটি রাজ্যে থাকবে একটি গ্রামীণ ব্যাংক। এই লক্ষ্যে

৪৩টি গ্রামীণ ব্যাংককে মিশিয়ে দিয়ে আনা হয়েছে ২৮টিতে। কেন্দ্রীয় আর্থিক পরিষেবা বিভাগ জানিয়েছে পশ্চিমবঙ্গে এই ব্যাংক পরিচালনার দায়িত্বে থাকবে পিএনবি।

সবজান্তা খবরওয়ালা

যুদ্ধের আশঙ্কায় স্থল বন্দরে উদ্বেগ

কল্যাণ রায়চৌধুরি

সাম্প্রতিক জম্মু–কাশ্মীরের পহেলগাঁও–এর হামলায় যুদ্ধের আবহ সৃষ্টি হয়েছে গোটা দেশ জুড়ে। ভারত ও পাকিস্থান দুই পারমানবিক শক্তিধর দেশের মধ্যে যুদ্ধের আশঙ্কা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে বলেই মনে করছে বিশ্লেষক মহল। এই আবহে উত্তর ২৪ পরগণার ভারত–বাংলাদেশ সীমান্তেও কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের তরফ থেকে কড়া প্রহরার নির্দেশিকা জারি হয়েছে। জল, ভূমি ও আকাশে ইজরায়েলি রাডারের মাধ্যমে নজরদারি চালাচ্ছে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী। ভারত–বাংলাদেশ সীমান্তের প্রায় ১ হাজার কিমি সীমান্ত এলাকা রয়েছে উত্তর ২৪ পরগণায়। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক চা বিক্রেতা বলেন, এখানে সমস্ত সীমান্তে বিএসএফ হাই অ্যালার্ট জারি করেছে। সিসি ক্যামেরাও লাগানো হয়েছে প্রচুর। বাংলাদেশে মহম্মদ ইউনুস সরকার আসার পর বিএসএফের প্রহরা কঠোর করা হয়েছে। কিন্তু পহেলগাঁওয়ের ঘটনার পর বিএসএফের তরফ

থেকে হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়। এর ফলে 'ধূর' পাচারকারীরা অনেকেই ভীত, সন্ত্রস্ত। অনুপ্রবেশ এখন কোথায়? ভিতর থেকে তো এখন বাইরে তাড়ানো হচ্ছে।'

পেট্রাপোল স্থল বন্দরের ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েসনের সম্পাদক অশোক দেবনাথ বলেন, 'আমাদের স্থল বন্দরের অবস্থা মোটাই ভাল নয়। আগামী ৪–৫ দিনের মধ্যে সীমান্ত বাণিজ্য একবারে বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

এরপর পাঁচের পাতায়

প্রত্যাঘাত কবে, জল্পনা

কুনাল মালিক

কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি আনার ঘটনার পর থেকে চলে গেছে ১২টি দিন। ঝরে গেছে জলজ্যান্ত ২৬ টি প্রাণ। ঘটনার পরই ভারতের প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীরা একাধিকবার জরুরি বৈঠকও করেছেন। ৩ সেনাবাহিনীর প্রধানের সঙ্গে বৈঠক করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী থেকে শুরু করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সবাই বলেছেন জঙ্গি হানা যারা ঘটিয়েছে এবং তাদের মদনদাতা পাকিস্তানকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়া হবে। জঙ্গিদের মাটিরতলা থেকে খুঁজে এনে সবক শেখানো হবে। গোটা দেশ ক্ষোভে ফুঁসছে। ৭২ ঘণ্টা হয়ে গেল প্রধানমন্ত্রী সেনাবাহিনীর ৩ প্রধানকে সবুজ সিগন্যাল দিয়েছেন অর্থাৎ স্বাধীনতা দিয়েছেন। সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকেও তাদের ওয়েবসাইটে ফলাও করে জানানো হয়েছে তারা সম্পূর্ণ তৈরি। স্থলে, জলে অন্তরীক্ষে সেনাবাহিনী মহড়াও শুরু করে দিয়েছে। ভারতের বিভিন্ন জায়গায় জঙ্গিদের ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। সূত্রের খবর

পাক অধিকৃত কাশ্মীরে এলওসি বরাবর যে এক হাজার মাদ্রাসা ছিল সেগুলোকে বন্ধ করে দিয়েছে পাকিস্তান। এবং এল ও সি এলাকায় একাধিক বাঙ্কার তৈরি হচ্ছে, মজুত হচ্ছে খাদ্য সামগ্রী। ভারত যে দিনের ডেট লাইন দিয়েছিল সমস্ত পাকিস্তানিদের দেশে ফিরে যেতে এবং পাকিস্তান থেকে ভারতীয়দের ফিরে আসতে সেই ডেটলাইনও ইতিমধ্যে অতিক্রান্ত। কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে বৈসরন ভ্যালিতে সেনাবাহিনীর জোরদার তল্লাশি চললেও এখনো ৪ জঙ্গিকে খুঁজে পায়নি সেনাবাহিনী। পাকিস্তানেও একটা যুদ্ধ তৎপরতা শুরু হয়েছে। তারাও বিভিন্ন বিধি–নিষেধ আরোপ করেছে। পাকিস্তান যে ভারতের প্রত্যাঘাতের আতঙ্কে পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ আতঙ্কিত হলেও নেতা ও সেনাবাহিনী নানা হুমকি দিয়ে চলেছে। মাঝেমধ্যে যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে ওপার থেকে ছুটে আসছে গোলাগুলি। তবে এই প্ররোচনায় পা দিতে নারাজ ভারতের প্রশাসন। মুখে বড় বড় কথা বললেও পাকিস্তান যে ভয় পেয়েছে তৃতীয় ও নিরপেক্ষ দেশকে দিয়ে ঘটনার তদন্ত করার দাবি তা প্রমাণ করছে। পাকিস্তান জানে ভারতের যা সামরিক শক্তি আছে তার কাছে তাদের শক্তি তুচ্ছ মাত্র। তাই যেন তেন প্রকারে এই সম্মুখ সমর থেকে রেহাই পেতে চাইছে পাকিস্তান। কিন্তু ১৪০ কোটি ভারতবাসী চাইছে এই সুযোগে পাকিস্তানকে যদি সবক শেখানো না যায়, তাহলে আগামী দিনে সন্ত্রাসবাদ এবং জঙ্গি আক্রমণ আরো ভারতকে বিপদে ফেলবে।

এরপর পাঁচের পাতায়

কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে

ডায়মন্ডহারবার–মুচিশা–নুঙ্গী রেল সম্প্রসারণের স্বপ্ন দেখছে মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১২ বছর আগে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার আলিপুর সদর মহকুমার বাখরাহাট নাগরিক মঞ্চের সভাপতি তথা কংগ্রেসী নেতা রামরাবণ পাল ডায়মন্ডহারবার গুরুদাসনগর থেকে মুচিশা হয়ে নুঙ্গী পর্যন্ত রেল সম্প্রসারণের জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন। তিনি কলকাতা দিল্লী দৌড়দৌড়ি করেছিলেন এই ব্যাপারে। কিন্তু সেই রেল সম্প্রসারণের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে গিয়েছিল এতদিন। সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে আবার নতুন করে সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় এলাকার মানুষের কৌতুহল বাড়ছে। এই প্রসঙ্গে বাখরাহাট নাগরিক মঞ্চের সভাপতি তথা কংগ্রেসের নেতা রামরাবণ পাল জানান, '২০১৩–১৪ সাল নাগাদ সোমেন মিত্রর অনুপ্রেরণায় প্রদীপ ভট্টাচার্যকে সঙ্গে নিয়ে তিনি দিল্লি গিয়েছিলেন তৎকালীন রেলমন্ত্রী পবন বনসালের সঙ্গে দেখা করতে। সেই সময় তিনি যে নতুন রেলপথ সম্প্রসারণের জন্য আবেদন করেছিলেন সেটি

হল ডায়মন্ডহারবার গুরুদাসনগর থেকে ফলতা–মোহনপুরহাট হয়ে কামরা হয়ে মুচিশা পর্যন্ত ২১ কিলোমিটারের মাথায় একটা রেলস্টেশন হবে। তারপর ওইখান থেকে বাওয়ালির ওপর দিয়ে মণ্ডল জমিদারদের মন্দিরের পাশ দিয়ে সোজা লাইন চলে যাবে নুঙ্গী পর্যন্ত। চকগোপাল বলে একটি পয়েন্ট থেকে ২টি লাইনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। একটা যাবে পূজালীর দিকে, অন্যটি যাবে নুঙ্গীর দিকে। এরফলে বজবজ থেকে পূজালী পর্যন্ত রেল সম্প্রসারণও সম্ভব হবে। পরবর্তী সময়ে কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রক বিষয়টি সরেজমিনে দেখেন।' ২০২৩ সালে যখন রেলমন্ত্রী ছিলেন ঐশ্বিনী বৈষ্ণব তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে একটি চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলেন যে কেন্দ্রীয় সরকারের রেল দপ্তরের টাকা রেডি আছে অবিলম্বে রাজ্য সরকার জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু করুক। কিন্তু নানা টালবাহানায় রাজ্য সরকার সেই জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু করতে পারেনি। তারপর রাম রাবণ পাল ও তাদের সংগঠন কলকাতা হাইকোর্টে একটি মামলা দায়ের করেন। সেই মামলা চালাতে রাম রাবণ বাবুদের চাঁদা তুলে অ্যাডভোকেটের খরচ মেটাতে হয়। সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্ট সেই মামলার একটি রায়ে বলেছে অবিলম্বে রাজ্য সরকারকে ৪ মাসের মধ্যে জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে সেই সঙ্গে রেল দপ্তরকেও এ ব্যাপারে তৎপর হওয়ার জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছে। রামরাবণ পাল আরও বলেন, তিনি দীর্ঘদিন ধরে ভালো করে ঘুমাতে

এরপর পাঁচের পাতায়

পরিকাঠামোর অভাবে ভোগান্তি যাত্রীদের

রেল স্টেশনের হাল–হকিকৎ/৬

কুনাল মালিক

শিয়ালদহ–বজবজ শাখার একটি গুরুত্বপূর্ণ রেল স্টেশন হলো মাঝেরহাট। যেটি রেলদপ্তর কর্তৃক মডেল স্টেশন হিসেবেও স্বীকৃতি পেয়েছে। দক্ষিণ শহরতলীর অধিকাংশ অফিস যাত্রী এবং যারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে চাকরি করেন তারা এই স্টেশনে নেমে বিভিন্ন দিকে যায়। এমনকী এই স্টেশন থেকেই চক্ররেল চলাচল করে শহরের নানা জায়গায়। আবার মাঝেরহাট স্টেশনের লাগোয়া মেট্রো স্টেশনও তৈরি হয়েছে। তাই এই মডেল স্টেশনটির গুরুত্ব বেড়েছে কিন্তু পরিকাঠামোগত নানা সমস্যায় ভুগছে মাঝেরহাট স্টেশন। যেমন ১ নম্বর প্লাটফর্মেই আছে টিকিট কাউন্টার। টিকিট কাউন্টার থেকে টিকিট কেটে লোক কিন্তু ১ নম্বর প্লাটফর্ম থেকে বজবজের দিকে যেতে পারে না। কারণ এখানে কোনও ট্রেনই থামে না। সব সময় এই ট্র্যাকে দূরপাল্লার ১টি ট্রেনকে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। যার ফলে নিত্যযাত্রীদের ১নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ফুট ওভার ব্রিজ অতিক্রম করে ২ কিংবা ৩ নম্বর প্লাটফর্মে আসতে হয়।

এরপর পাঁচের পাতায়

তালডাংরায় মাওবাদী পোস্টার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া: ফের মাওবাদী নামাঙ্কিত পোস্টার পড়ায় চাঞ্চল্য ছড়াল বাঁকুড়ার তালডাংরা থানা এলাকায়। ২৮ এপ্রিল সকালে তালডাংরা থানার কাছে, তৃণমূলের কার্যালয়ের কাছাকাছি এবং বাঁকুড়া জেলা পরিষদের সভাধিপতির বাড়ির কাছাকাছি এলাকায় মাওবাদী নামাঙ্কিত ৩ টি পোস্টার দেখতে পান স্থানীয়রা। পোস্টারে কিষেনজি, সুনীল মাহাতো এবং রিমিলের মৃত্যুর বদলা দাবি করে সিভিক কর্মী ও পঞ্চায়েত প্রধানদের হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

একসময় বাঁকুড়া জেলার বিস্তীর্ণ জঙ্গলমহলে মাওবাদী কার্যকলাপ দেখা গেলেও তালডাংরা বাজারে কখনোই মাওবাদীদের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়নি। নাশকতা তো দূর তালডাংরা এলাকায় মাওবাদী পোস্টার পড়ার ঘটনাও এতদিন ছিল নজিরবিহীন। এবার সেই ঘটনাই ঘটল। আজ সকাল সাদা কাগজে লাল কালিতে হাতে লেখা তিনটি মাওবাদী নামাঙ্কিত পোস্টার চোখে পড়তেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। পোস্টারগুলিতে লেখা বক্তব্য একই। পোস্টারে অসংখ্য বানান ভুল রয়েছে। এমনকী কিষেণজির নামকে কৃষানজিৎ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। জল জমি জঙ্গল থেকে আদিবাসীদের উচ্ছেদের প্রতিবাদ জানানো হয়েছে পোস্টারে। একইসঙ্গে সিভিক কর্মী ও গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানদের হুঁশিয়ারি দিয়ে লেখা হয়েছে এবার তোমাদের পালা। পোস্টারের নীচের অংশে প্রেস লাইনে লেখা রয়েছে সিপিআই মাওবাদী। পোস্টারগুলি নজরে আসার পরই তড়িঘড়ি সেগুলি ছিঁড়ে দেয় তালডাংরা থানার পুলিশ। পুলিশের একাংশের ধারণা এই পোস্টারগুলির সঙ্গে মাওবাদীদের কোনো সম্পর্ক নেই। কে বা কারা এই পোস্টার দিয়েছে তা জানতে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বেহাল কর্মতীর্থ এখন সমাজ বিরোধীদের আড্ডা

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : রাজ্য সরকারের উদ্যোগে বেকারদের কর্মসংস্থানের উদ্দেশে কর্মতীর্থ নামে একটি করে স্থানীয় যুবকদের জন্য তৈরি করা হয়েছিল দোকান ঘর। যেখানে বসে ক্রয় বিক্রয়ের মধ্যে দিয়ে তারা স্বনির্ভর হতে পারবে। কিন্তু তৈরি হয়ে ব্যবহার দীর্ঘদিন ধরে না হওয়ায় বর্তমানে বেহাল, বন্ধ অবস্থায় পড়ে রয়েছে কর্মতীর্থ। সেই বন্ধ কর্মতীর্থে বিকেলে বসে মদ, জুয়ার আসর এমনই অভিযোগ বাসিন্দাদের। এই চিত্র সুন্দরবনের রায়দিঘির নন্দকুমারপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন,'এই কর্মতীর্থ

চালুর ব্যাপারে প্রশাসনের কোনও উদ্যোগ নেই। বিকেলের পরে এটি মদ্যপানের আড্ডা হয়ে উঠেছে। এই জায়গা এখন সমাজ বিরোধীদের দখলে চলে গিয়েছে।' এতে প্রশাসনের কোনও নজরদারিও নেই। তবে এব্যাপারে রায়দীঘি বিধানসভার বিধায়ক ডঃ অলক জলদাতা বলেন, 'এই কর্মতীর্থে দোকান চালু করার জন্য বারংবার স্থানীয় ব্যবসায়ীদের নিয়ে বসা হয়েছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

জেলাশাসকের বিশেষ সভা

পুজোর আগেই কি ঘরে ঘরে ঢুকবে পানীয় জল?

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত সংখ্যায় 'বাড়ি বাড়ি ট্যাপ কল লাগানো হলেও পানীয় জলের দেখা নাই' শীর্ষক একটি খবর প্রকাশিত হয়েছিল আমাদের পত্রিকায়। তারপরই দেখলাম গত ৩০ এপ্রিল অক্ষয় তৃতীয়ার দিন আলিপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসক সুমিত গুপ্তার উপস্থিতিতে একটি বিশেষ আর্সেনিকমুক্ত পানীয় জল সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে সভা হতে। যে সভায় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক ভাস্কর পাল (সাধারণ), জেলা জনস্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ শিখা রায়, জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার এবং ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যুক্ত ছিলেন আলিপুর সদর মহকুমাশাসক সহ অন্যান্য ব্লকের বিডিওরা। প্রসঙ্গত, ডোঙাড়িয়ার দ্বিতীয় আর্সেনিকমুক্ত যে জল প্রকল্প গড়ে উঠেছে ওখান থেকে বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পৌঁছে যাবার জন্য বজবজ ২ নম্বর ব্লক, বিষ্ণুপুর ২ নম্বর ব্লক এবং বজবজ ১নম্বর ব্লকের মায়াপুর অঞ্চলে জল যাবার কথা। ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জির তৎপরতায় জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর এই প্রকল্পের জন্য ৫৬৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি কথা দিয়েছিলেন যে ২০২৪ সালের মার্চ মাসের মধ্যে ওই পানীয় জল বাড়ি বাড়ি পৌঁছে যাবে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত সেই পানীয় জল সর্বত্র বাড়ি বাড়ি পৌঁছায়নি।

এরপর পাঁচের পাতায়

পদবী পরিবর্তনে মহিলাদের অনীহা ক্ষমতায়নের ভাবনায়

সুকন্যা পাল : দুখু মিঞা। আমাদের চির শ্রদ্ধার আসনে বিরজিত বিদ্রোহী কবি। একদা তাঁর কলমে রচিত হয়েছিল, আমার চক্ষে পুরুষ–রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই! বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর, অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর। এটাইতো এখনকার ডিজিটাল বিশ্বের নরনারীর একান্ত নিজস্ব বীজমন্ত্র। সেই নন্দিনী বন্দনাকে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর করতে সম্প্রতি এক নারীবাদী সভা সঞ্চালিত হয়েছিল মহানগরের বুকে। ভবিষ্যতে নারী উড়ান শীর্ষক আলোচনায় অংশ নেন কলকাতায় অবস্থিত নানা আঙ্গিকের একাধিক সফল নারী ব্যক্তিত্ব।

বিভিন্ন আমন্ত্রিত বক্তাদের সমবেত মূল বক্তব্যের নির্যাস ছিল, নারী হল এই বিশ্বের সৃষ্টির প্রতীক। সৃষ্টির অস্তিত্ব নারী ছাড়া কল্পনায় আনা যায় না। নারীদের অবদান নিয়ে তো রয়েছে অনেকের মুখেই জয়জয়কার। নারীদের অধিকার আদায় নিয়েও বর্তমানে সিংহভাগ মানুষ সচেষ্ট। এমনকী নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা যথাযথভাবে হয়েছে বলেও দাবি করেন বহুজন। হ্যাঁ, অধিকার প্রতিষ্ঠা অনেকটাই হয়েছে। তবে সম্পূর্ণরূপে তা বাস্তবায়িত হয়েছে কি? অতীতের সঙ্গে বর্তমান প্রেক্ষাপট তুলনা করে বলা যায়, অতীতে এমন এক সমাজও ছিল যেখানে নারীদের মূল্যায়ন করা তো দূরের কথা, নারীতে পরিণত হওয়ার আগেই সমাজ তাদের দিকে ছুঁড়ে দিত এক প্রতিকূল পরিবেশ। কন্যাসন্তান জন্ম হয়েছে? এটা ছিল সেই জন্মধাত্রী

মায়ের জন্য অভিশাপ স্বরূপ। কন্যাশিশু নামক সেই ভবিতব্য নারীকে জন্ম দেওয়ার জন্য অনেক লাঞ্ছনা শিকার হতে হতো মা নামক নারীকে। এক অর্থে, অঙ্কুর থেকে পরিপূর্ণ নারীরূপে প্রস্ফুটিত হওয়াটাই সেই নারীসত্ত্বার জন্য ছিল একটা চ্যালেঞ্জিং ব্যাপার। কিন্তু বর্তমান সমাজব্যবস্থা আমরা নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সম্পূর্ণভাবে সক্ষম বলে দাবি করি। করব না–ই বা কেন? স্বামী মারা গেলে মেয়েদের এখন আগুনে ঝলসে তীব্র মৃতুর যন্ত্রণা অনুভব করতে হয় না কিংবা বিধবা বলে তাকে সমাজে সম্মানহারা হতে হয় না, এমনকী নিজের ভালোমন্দ বোঝার আগেই অন্যের ভালো থাকার দায়িত্ব নিতে হয় না। এক কথায়, এখন সতীদাহ প্রথা নেই, বাল্য বিয়ে নেই, মেয়েদের পায়ে উন্নতি রোধের শিকল বাঁধা নেই, বিধবা বিয়েরও বিরুদ্ধাচরণ করা হয় না। এমনকী অনেক দেশেই নারী নেতৃত্ব প্রাধান্য পাচ্ছে। সেগুলো তো সবার চোখেই পড়ে। তাহলে নারীরা পুরুষের থেকে অধিকার আদায়ে কোনও অংশে পিছিয়ে আছে একথা বলার অবকাশ নেই। তবে খানিকটা সূক্ষ্ম দৃষ্টিপাত করলেই এখনও নারী–পুরুষের অধিকারের মধ্যে যে একটা অদৃশ্য পর্দা বিরাজমান সেটা অবলোকন করা যায়। ছেলে ভবিষ্যতে বড় হয়ে অর্থোপার্জন করে পরিবার চালাবে, মেয়েরা তো পরের ঘরের বাসিন্দা। তাদের এত পড়াশোনা করার দরকার কী? মেয়ে বিয়ে দিতে গেলে পাত্রপক্ষ কিছুই দাবি নেই এই ছোট্ট এক বাক্যের মধ্যেও অসংখ্য দাবি ঢুকিয়ে দেন।

এরপর পাঁচের পাতায়

অর্থনীতি

শেয়ার বাজার প্রত্যাঘাতের অপেক্ষায়

সঞ্জয় দত্ত
শেয়ার বাজার বিশেষজ্ঞ ও মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটর

যখন সবকিছু ঠিকঠাক চলছিল এবং বিদেশি বিনিয়োগকারীরা কয়েক মাস ক্রমাগত সেল করার পরে নতুন করে ভারতীয় শেয়ার মার্কেটে বিনিয়োগ করা শুরু করেছিল এবং দেশীয় বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফিরে আসছিল তখনই কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদীদের নিধন যজ্ঞ শুরু হয়। এই ধরনের পরিস্থিতি দেশ ও অর্থনীতির পক্ষে নেগেটিভ সেন্টিমেন্ট প্রকাশ করে। যদিও এই ঘটনার পর বাজার এ যে ক্রমাগত পতন এসেছে এমন ঘটনা ঘটেনি তবে অদ্ভুতভাবে দেশীয় ও বিদেশী সংস্থাগুলো ক্রমাগত কিনে গেছে এবং খুচরো বিনিয়োগকারীরা ক্রমাগত বিক্রি করে গেছে কাজেই বাজার গত সপ্তাহে যেমন মনে হয়েছিল তেড়ে ফুড়ে উপরের দিকে যাবে সেটা খানিকটা স্থিমিত।

ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ভারতীয় সেনাদের জঙ্গি নিকেশের জন্য সব রকম স্বাধীনতা দিয়ে দিয়েছে সুতরাং এই পর্যায়ে বাজার ধীরেসুস্থে পরিস্থিতির উপর নজর রেখে এগোতে থাকবে এর সাথে যুক্ত হয়েছে বিগত আর্থিক বছরের শেষ কোয়াটারের রেজাল্ট। কোম্পানিগুলো কেমন কাজ করল সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং তার ভিত্তিতে ইনডেক্স ছাড়া অন্যান্য যেসব শেয়ার রয়েছে তাতে মুভমেন্ট শুরু হয়েছে। টেকনিক্যালি আগামী সপ্তাহে বাজার কেমন থাকবে সেটা বলা মুশকিল তবে এই যুদ্ধযুদ্ধ ভাবনা যতদিন থাকবে ততদিন মার্কেট খুব দ্রুত উপরের দিকে যাবে না এটা নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে।

আগামী সপ্তাহে বাজারকে আমরা বড় রেঞ্জের মধ্যে থাকার সম্ভাবনা হিসেবে দেখছি এবং এক্ষেত্রে নিফটি সূচক উপরের দিকে ২৪৮০০ এবং নিচের দিকে ২৩৫০০ এই লেভেলের মধ্যে থাকার সম্ভবনা। ব্যাংক লিফটি সূচক গত সপ্তাহে যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তার ফলে বাজারের এই উত্থান। তবে মিড ক্যাপ শেয়ার গুলোতে যেমন মুভমেন্ট আশা করা গেছিল ততটা হয়নি। বাজারে যে আশঙ্কা রয়েছে সেটা ইন্ডিয়া ভিক্সের মাধ্যমেই খুব পরিষ্কার যা বর্তমানে আঠারোর কাছাকাছি। যুদ্ধের খবরে, ডিফেন্স স্টকগুলোর দাম বেড়েছে লক্ষ্য করার মতো। আগামী সপ্তাহে মোটামুটি ভাবে পরিষ্কার হয়ে যেতে পারে বাজারের ডিরেকশন কেমন হতে চলেছে।

ক্যাবিনেট সেক্রেটারিয়েটে ২০ ফিল্ড অফিসার

নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়াদিল্লি: ক্যাবিনেট সেক্রেটারিয়েট সিনিয়র ফিল্ড অফিসার (টেলনিক্সল) পদে ২০ জন লোক নিচ্ছে। নেওয়া হবে এইসব বিষয়ে কম্পিউটার সায়েন্স/ইনফর্মেশন টেকনোলজি, ইলেক্ট্রনিক্স ও কমিউনিকেশন। টেলিকমিউনিকেশন, জিওম্যাটিক্স, ডাটা সায়েন্স/আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। কম্পিউটার সায়েন্স /ইনফর্মেশন টেকনোলজি, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন, ডাটা সায়েন্স অ্যান্ড আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, জিওম্যাটিক্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাশরা যোগ্য। সব ক্ষেত্রে গেট''এ অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে স্কোর করে থাকতে হবে। শূন্যপদ: কম্পিউটার সায়েন্স/ইনফর্মেশন টেকনোলজি ৭টি, ইলেক্ট্রনিক্স বা, কমিউনিকেশন ৭টি, ডাটা সায়েন্স, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স–৫টি, জিওম্যাটিক্স ১টি। ওপরের সব ক্ষেত্রে বয়স হতে হবে ৩৫ বছরের মধ্যে। তপশিলী, ও.বি.সি.রা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। মাইনে মাসে ১,২৫,০০০ টাকা। প্রার্থী বাছাই হবে গেট স্কোর ও ইন্টারভিউয়ে পাওয়া নম্বর দেখে। দরখাস্ত করবেন নির্দিষ্ট ফর্মে, সাধারণ A–4 মাপের কাগজে। ফর্ম পাবেন এই ওয়েবসাইটে: www.cabsec.gov.in পূরণ–করা দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন: (১) শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় মার্কশীট বা, সার্টিফিকেটের স্ব–প্রত্যয়িত নকল, (২) গেট স্কোর কার্ডের স্ব–প্রত্যয়িত নকল, (৩) কাস্ট সার্টিফিকেটের স্ব–প্রত্যয়িত নকল, (৪) এখনকার তোলা ২ কপি পাশপোর্ট মাপের রঙিন ফটো। দরখাস্ত পাঠাবেন সাধারণ ডাকে, পৌঁছনো চাই ২৫ মে''র মধ্যে। এই ঠিকানায়: Post Bag No. 001, Lodhi Road Head Post Office, New Delhi–110 003.

ইন্ডিয়ান অয়েলে ১,৭৭০ অ্যাপ্রেন্টিস

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুম্বই : ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেডের রিফাইনারি ডিভিশন পশ্চিমবঙ্গ–সহ বিভিন্ন রাজ্যের অফিসে ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস, টেকনিশিয়ান অ্যাপ্রেন্টিস, ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস (ডাটা এন্ট্রি অপারেটর) হিসাবে ১,৭৭০ জন ছেলেমেয়ে নিচ্ছে।

কারা কোন ট্রেডের জন্য যোগ্য : টেকনিশিয়ান অ্যাপ্রেন্টিস, ডিসিপ্লিন –কেমিক্যাল কেমিক্যাল, পেট্রোকেমিক্যাল, কেমিক্যালটেকনোলজি, রিফাইনারি অ্যান্ড পেট্রোকেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ৩ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৫০% (তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ৪৫%) নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। ১২ মাসের ট্রেনিং।

টেকনিশিয়ান অ্যাপ্রেন্টিস, ডিসিপ্লিন–মেকানিক্যাল: মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ৩ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৫০% (তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ৪৫%) নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য।

১২ মাসের ট্রেনিং : টেকনিশিয়ান অ্যাপ্রেন্টিস, ডিসিপ্লিন ইলেক্ট্রিক্যাল। ইলেক্ট্রিক্যাল, ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ৩ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৫০% (তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ৪৫%) নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। ১২ মাসের ট্রেনিং।

টেকনিশিয়ান অ্যাপ্রেন্টিস, ডিসিপ্লিন ইন্সট্রুমেন্টেশন: ইন্সট্রুমেন্টেশন, ইন্সট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স বা, ইন্সট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড কন্ট্রোল, অ্যাপ্লায়েড ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড ইন্সট্রুমেন্টেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ৩ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৫০% (তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ৪৫%) নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। ১২ মাসের ট্রেনিং। ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস (ফিটার)–মেকানিক্যাল মাধ্যমিক পাশরা আই.টি.আই. থেকে ফিটার ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্সে মোট অন্তত ৫০% (তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ৪৫%) নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। ১২ মাসের ট্রেনিং। ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস (বয়লার)– মেকানিক্যাল অস্ত, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি বা, ইন্ডাস্ট্রিয়াল কেমিস্ট্রি বিষয়ের ৩ বছরের বি.এসসি. কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৫০% (তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ৪৫%) নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস অ্যাটেন্ড্যান্ট অপারেটর (কেমিক্যাল প্ল্যান্ট)–কেমিক্যাল: অঙ্ক, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রিবা, ইন্ডাস্ট্রিয়াল কেমিস্ট্রি বিষয়ের ৩ বছরের বি.এসসি. কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৫০% (তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ৪৫%) নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস (সেক্রেটারিয়েল অ্যাসিস্ট্যান্ট): বি.এ., বি.এসসি. বা, বি.কম. কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৫০% (তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ৪৫%) নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। ১৫ মাসের ট্রেনিং।

ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস (অ্যাকাউন্ট্যান্ট): ৩ বছরের বি.কম. কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৫০% (তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ৪৫%) নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। ১২ মাসের ট্রেনিং।

ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস (ডাটা এন্ট্রি অপারেটর) (ফ্রেশার অ্যাপ্রেন্টিস): ক্লাস এইট পাশরা মোট অন্তত ৫০% (তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ৪৫%) নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। ১২ মাসের ট্রেনিং। মা

ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস (ডাটা এন্ট্রি অপারেটর) (স্কিল সার্টিফিকেট হোল্ডার্স): ক্লাস এইট পাশরা মোট অন্তত ৫০% (তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ৪৫%) নম্বর পেয়ে থাকলে আর ডোমেস্টিক ডাটা এন্ট্রি অপারেটরের স্কিল সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে যোগ্য। ১২ মাসের ট্রেনিং।

সব ক্ষেত্রে বয়স হতে হবে ৩১–৫–২০২৫র হিসাবে ১৮ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা ৩ বছর আর প্রতিবন্ধীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। ট্রেনিংয়ের সময় স্টাইপেন্ড পাবেন ৮০ ৩০০০। প্রার্থী বাছাইয়ের তালিকা বেরোবে ৯ জুন। সার্টিফিকেট ভেরিফিকেশন হবে ১৬ জুন থেকে ২৪ জুন পর্যন্ত। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে ৩ মে থেকে ২ জুন পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে: www.iocl.com আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন এই ওয়েবসাইটে: www.iocl.com, www.iocrefrecruit.in

কনস্টেবল জি.ডি পদে শূন্যপদ বেড়ে ৫৩,৬৯০

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীন বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স, সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়ালসিকিউরিটি ফোর্স, ইন্দো–তিব্বত সীমান্ত পুলিশ, সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স, সশস্ত্র সীমা বল ও সেক্রেটারিয়েট সিকিউরিটি ফোর্স (এস.এস.এফ.)এ কনস্টেবল (জেনারেল ডিউটি) পদে, নারকোটিক্স ব্যুরো (এন.সি.বি.)তে সেপাই পদে আর অসম রাইফেলসে রাইফেলম্যান (জেনারেল ডিউটি) পদে ২০২৫ সালের পরীক্ষায় শূন্যপদ ৩৯,৪৮১ জন থেকে বেড়ে ৫৩,৬৯০ জন হয়েছে। কোন পদে কোন ক্যাটেগরিতে কটি শূন্যপদ বেড়েছে তা দেওয়া হল: কোন পদে কটি শূন্যপদ বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সে ১৬,৩৭১টি। এর মধ্যে ছেলেদের জন্য ১৩,৮৮০টি (জেনাঃ ৫,৮০৫, তঃজাঃ ২,১১১, তঃউঃজাঃ ১,৫৫০, ও.বি.সি. ৩,০২৭, ইডা.এস. ১,৩৮৭)। মেয়েদের জন্য ২,৪৯১টি (জেনাঃ ১০৪৫, তঃজাঃ ৩৮৬, তঃউঃজাঃ ২৭৭, ও.বি.সি. ৫৩৭, ই.ডব্লু.এস. ২৪৬)। সি.আই.এস.এফ.–এ ১৬,৫৭১টি। এর মধ্যে ছেলেদের জন্য ১৪,৯১৯টি (জেনাঃ ৬,২৯৮, তঃজাঃ ২,২০৯, তঃউঃজাঃ ১,৬১৬, ও.বি.সি. ৩,৩১০, ই.ডব্লু.এস. ১,৪৭৭)। মেয়েদের জন্য ১,৬৬১টি (জেনাঃ ৭১২, তঃজাঃ ২৪৩, তঃউঃজাঃ ১৭৬, ও.বি.সি. ৩৬১, ই.ডব্লু.এস. ১৬৯)। সি.আর.পি.এফ.–এ ১৪,৩৫৯টি। এর মধ্যে ছেলেদের জন্য ১৩,৭৮৭টি (জেনাঃ ৫,৮১৪, তঃজাঃ ২,০৫০, তঃউঃজাঃ ১,৪৭৫, ও.বি.সি. ৩,০৬৯, ই.ডব্লু.এস. ১,৩৭৯)। মেয়েদের জন্য ৫৭২টি (জেনাঃ ২৪৭, তঃজাঃ ৮৭, তঃউঃজাঃ ৫৫, ও.বি.সি. ১২৫, ই.ডব্লু.এস. ৫৮)। এস.এস.বি.–তে ছেলেদের জন্য ৯০২টি (জেনাঃ ৩৮৫, তঃজাঃ ১৩১, তঃউঃজাঃ ৮৮, ও.বি.সি. ২১১, ই.ডব্লু. এস. ৮৭)। আই.টি.বি.পি.–তে ৩,৪৬৮টি। এর মধ্যে ছেলেদের জন্য ২,৯৪৮টি (জেনাঃ ১,২৯১, তঃজাঃ ৩৭৬, তঃউঃজাঃ ৩৭৭, ও.বি.সি. ৬১০, ই.ডব্লু.এস. ২৯৪)। মেয়েদের জন্য ৫২০টি (জেনাঃ ২২৬, তঃজাঃ ৭২, তঃউঃজাঃ ৬৮, ও.বি.সি. ১০৬, ই.ডব্লু.এস. ৪৮)। অসম রাইফেলসে ১,৮৬৫টি। এর মধ্যে ছেলেদের জন্য ১,৭৫০টি (জেনাঃ ৯১৮, তঃজাঃ ১৫৯, তঃউঃজাঃ ২৩৮, ও.বি.সি. ৩০৫, ই.ডব্রু. এস. ১৩০)। মেয়েদের জন্য ১১৫টি (জেনাঃ ৫৫, তঃজাঃ ১১, তঃউঃজাঃ ২১, ও.বি.সি. ২২, ই.ডব্লু.এস. ৬)। এস.এস.এফ.–এ ছেলেদের জন্য ১৩২টি (জেনাঃ ৫৩, তঃজাঃ ২০, তঃউঃজাঃ ১০, ও.বি.সি. ৩৬, ই.ডব্লু.এস. ১৩)। এন.সি.বি.–তে ২২টি। এর মধ্যে ছেলেদের জন্য ১১টি (জেনাঃ ৫, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ৫)। মেয়েদের জন্য ১১টি (জেনাঃ ৬, ও.বি.সি. ৪, ই.ডব্লু.এস. ১)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের কনস্টেবল (জেনারেল ডিউটি) পদের কম্পিউটার বেসড টেস্ট হয়েছিল এবছর ৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। অ্যানসার কী মার্চে বের করেছিল স্টাফ সিলেকশন কমিশন। কিন্তু এখনো কম্পিউটার বেসড টেস্টের ফল বেরোয়নি।

কেন্দ্রীয় সংস্থায় ১১৪ এক্সিকিউটিভ ট্রেনি

নিজস্ব প্রতিনিধি : এস.জে.ভি.এন. লিমিটেড এক্সিকিউটিভ ট্রেনি পদে ১১৪ জন লোক নিচ্ছে। নেওয়া হবে এইসব শাখায়: সিভিল: সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ : ৩০টি (জেনাঃ ৯, ও.বি.সি. ৮, তঃজাঃ ৫, তঃউঃজাঃ ৩, ই.ডব্লু.এস. ইলেক্ট্রিক্যাল ইলেক্ট্রিক্যাল, ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ: ১৫টি (জেনাঃ ৫. ও.বি.সি. ৪, তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ১. ই.ডব্লু.এস. ২)। মেকানিক্যাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ: ১৫টি (জেনাঃ ৭. ও.বি.সি. ৪, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১. ই.ডব্লু.এস. ১)। হিউম্যান রিসোর্স: যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েটেরা এম.বি.এ. কোর্স পাশ হলে যোগ্য। পার্সোনেল বা, হিউম্যান রিসোর্স স্পেশালাইজেশন হিসাবে নিয়ে পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স পাশ হলেও যোগ্য। শূন্যপদ। ৭টি (জেনাঃ ৫, ও.বি.সি. ১, ই.ডব্লু.এস. ১)। এনভায়রণমেন্ট: এনভায়রণমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাশরা যোগ্য। এনভায়রণমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং বা, এনভায়রণমেন্টাল সায়েন্সের পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট কোর্স পাশরাও যোগ্য। শূন্যপদ: ৭টি (জেনাঃ ৫, ও.বি.সি. ১, তঃউঃজাঃ ১)। জিওলজি: জিওলজি স্পেশালাইজেশন হিসাবে নিয়ে অ্যাপ্লায়েড জিওলজি, জিওফিজিক্স–এর এম.এসসি. বা, এম. টেক. কোর্স পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ : ৭টি (জেনাঃ ৪, ও.বি.সি. ১, তঃজাঃ ১, ই.ডব্লু.এস. ১)। ইনফর্মেশন টেকনোলজি: কম্পিউটার সায়েন্স, কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং বা, ইনফর্মেশন টেকনোলজির ডিগ্রি কোর্স পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ: ৬টি (জেনাঃ ২, ও.বি.সি. ২, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১)। ফিনান্স: ফিনান্স স্পেশালাইজেশন হিসাবে নিয়ে এম.বি.এ. কোর্স পাশরা যোগ্য। সি.এ., আই.সি.ড.এ.–সি.এম.এ কোর্স পাশরাও যোগ্য। শূন্যপদ: ২০টি (জেনাঃ ৯, ও.বি.সি. ৬, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১. ই.ডব্লু.এস. ২)। ল: আইনের ডিগ্রি কোর্স পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ: ৭টি (জেনাঃ ৩, ও.বি.সি. ২, তঃজাঃ ১, ই.ডব্লু.এস. ১)। ওপরের সব ক্ষেত্রে মোট অন্তত ৫৫% (তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ৫০%) নম্বর পেয়ে থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ৩০ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা ৩ বছর ও প্রতিবন্ধীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। মূল মাইনে: ৫০,০০০–১,৬০,০০০ টাকা। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং : 122/2025. প্রার্থী বাছাই হবে কম্পিউটার বেসড টেস্টের মাধ্যমে। ২ ঘন্টার পরীক্ষায় ১৫০ নম্বরের ১৫০টি প্রশ্ন হবে। এর মধ্যে ১২০টি প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর আর ৩০টি প্রশ্ন হবে জেনারেল এবিলিটি, লজিক্যাল রিজনিং, ইন্টেলিজেন্স টেস্ট। এরপর গ্রুপ ডিসকাশন ও ইন্টারভিউ হবে। পরীক্ষা হবে নয়াদিল্লি, চন্ডীগড়, ইটানগর, অরুণাচল প্রদেশ, দেরাদুন। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ১৮ মের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে: www.sjvn.nic.in আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃ শাস্ত্রী

৩ মে – ৯ মে, ২০২৫

মেষ রাশি : যে কোনো কাজে হঠকারি সিদ্ধান্ত থেকে বিরত থাকুন। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে উপার্জন হলেও আর্থিক ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। আর্থিক ক্ষতি বা চুরি বা পকেটমার থেকে সাবধান। প্রতারকের থেকে ঠকে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। দাম্পত্য সম্পর্কের উন্নতি।

প্রতিকার : হনুমান চাল্লিশা পাঠ করুন।

বৃষ রাশি : সন্তান থেকে কোনো সুসংবাদ পেতে পারেন। বিপরীত লিঙ্গের থেকে আর্থিক সমৃদ্ধির সম্ভাবনা। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। পারিবারিক সমস্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। বাতজনিত রোগ বৃদ্ধি। গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠবেন। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি।

প্রতিকার : শুক্রবার লক্ষ্মী দেবীর পুজো করুন।

মিথুন রাশি : সাহিত্য কবিতা গল্প প্রভৃতি লেখনী শিল্পসত্ত্বার বিকাশের সঙ্গে আর্থিক উপার্জনের সুযোগ আসতে পারে। হস্তশিল্প জাত দ্রব্য তথা সৃষ্টিশীল কর্মে নতুন দিশার সন্ধান পেতে পারেন। সন্তানের কর্মক্ষেত্রে বদলির সম্ভাবনা। সন্তান থেকে সুখ পাওয়ার সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ থাকবে।

প্রতিকার : প্রতিদিন বিষ্ণু সহস্র নাম জপ করুন।

কর্কট রাশি : স্বজনদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হওয়ার সম্ভাবনা। চাকরিতে উন্নতিতে সমস্যার চেয়ে বচসার প্রসারতায় বিলম্ব হওয়ার সম্ভাবনা। তীর্থভ্রমণ, উচ্চশিক্ষায় ও গবেষণায় সাফল্য। আয় ভাব খুব শুভ নয়। সর্তকতার সঙ্গে রাস্তা পারাপার হোন।

প্রতিকার : মঙ্গলবার গরিবদের অন্নদান করুন।

সিংহ রাশি : মানসিক উদ্বেগ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা। স্বজনদের প্রতি রূঢ় আচরণ ত্যাগ করুন। ভাই–বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা। সতর্কতার সঙ্গে রাস্তা পারাপার হবেন। চিকিৎসা ক্ষেত্রে, গবেষণায়, উচ্চশিক্ষায় শুভ ফল লাভ। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রতিদিন লিঙ্গস্তকমের জপ করুন।

কন্যা রাশি : কাজকর্মে দ্বিধাগ্রস্ত ভাব বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা। অন্যকে দোষারোপ না করে নিজের জিনিস যত্ন করে রাখার চেষ্টা করুন। সন্তান থেকে সুখ। চাকরি ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভ। ব্যবসা ক্ষেত্রে ঝুঁকি কিছুটা থাকবে। দাম্পত্য সুখ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে শুভ সময়। সাবধানে চলাফেরা করুন।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২৭ বার 'ওং দুর্গায় নমঃ' জপ করুন।

তুলা রাশি : অকারণে কোনও বিষয় নিয়ে মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানকে নিয়ে চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। চাকরিক্ষেত্রে পদোন্নতি ও বদলি হওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় বিনিয়োগে ঝুকি থাকার সম্ভাবনা। আয়ভাব খুবই শুভ।

প্রতিকার : রবিবার সূর্যদেবের পুজো দেবেন।

বৃশ্চিক রাশি : ব্যবসায় সাফল্য হলেও অর্জিত অর্থের ব্যয় বৃদ্ধি। কর্মস্থলে সহকর্মীদের ষড়যন্ত্রের শিকার হওয়ার সম্ভাবনা। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে সাফল্য। ব্যবসা ক্ষেত্রে প্রসারতায় সমস্যা এলেও তা কাটিয়ে ওঠার সম্ভাবনা। উচ্চ কর্তৃপক্ষের সুনজরে থাকার সম্ভাবনা কম। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২৭ বার 'ওঁ ভোমায় নম' জপ করুন।

ধনু রাশি : সন্তানের উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশ যাওয়ার সম্ভাবনা। সঞ্চিত অর্থের ব্যয়বৃদ্ধির সম্ভাবনা। স্বজনের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। গুরুজনের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ বৃদ্ধি। পাড়া–প্রতিবেশির সঙ্গে বিবাদ হওয়ায় সম্ভাবনা। মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি দরুণ কর্মক্ষেত্রে বিপত্তির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রতিদিন ১১ বার 'ওঁ শিব ওম শিব ওম' জপ করুন।

মকর রাশি : ব্যবসায় সাফল্য। মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি। জ্যোতিষ চর্চায় আগ্রহ বৃদ্ধি। সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনের সঙ্গে মতানৈক্য। ভ্রমণ আপাতত না করাই শ্রেয়। গুরুজনের স্বাস্থ্য নিয়ে আর্থিক ব্যয় বৃদ্ধি। পাড়া–প্রতিবেশির সঙ্গে বিবাদের পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে। শেয়ার মার্কেটে শুভ ফল পেতে পারেন।

প্রতিকার : লিঙ্গস্তকম প্রতিদিন জপ করুন।

কুম্ভ রাশি : স্বজনের আচরণে মানসিক শান্তি ব্যহত হওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় বিনিয়োগে শুভ ফলাফলের সম্ভাবনা। জ্ঞাতি শত্রু থেকে সাবধান। ফাটকা অর্থ বিনিয়োগে ঝুঁকি রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে উন্নতির সম্ভাবনা। গুরুজনের স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। ঠাণ্ডাজনিত রোগে প্রকোপ বৃদ্ধি।

প্রতিকার : শনিবার দিন শনির পুজো করুন।

মীন রাশি : হঠাৎ কোনো অর্থপ্রাপ্তি হওয়ার সম্ভাবনা। সৃষ্টিশীল কাজে স্বীকৃতির সম্ভাবনা। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। স্বামী–স্ত্রীর যৌথ উদ্যোগে পারিবারিক সমস্যা সমাধানে বাধার সম্মুখীন হতে পারেন। সন্তান থেকে মানসিক শান্তি বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে সাফল্য এবং মান–সম্মান বৃদ্ধি। দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতি।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২১ বার 'ওঁ গুরবে নম' জপ করুন।

শব্দবার্তা ৩৪২

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। সম্রাট, সার্বভৌম রাজা ৩। বিন্দুমাত্র ৫। বকুনি, নিন্দা ৭। অবন্ধুর ৯। অর্থ উপার্জন ও সঞ্চয় করা ১০। মনঃকষ্ট, দুঃখ।

উপর–নীচ

১। অধোগতি, দুর্দশা ২। মাছের ভেরি ৪। অংশীদারি, অংশের মালিকানা ৬। কোপনস্বভাব ৭। বিরতিযুক্ত, ছেড়ে ছেড়ে হয় এমন ৮। জেলখানা।

সমাধান : ৩৪১

পাশাপাশি : ১। সংকোচন ৪। হরজ ৬। কর ৮। বিয়ের ৯। পাহারা ১১। জল ১৩। রকম ১৫। দণ্ডনায়ক।
উপর–নীচ : ১। সবাক ২। কোচ ৩। নহর ৫। জলধিরাজ ৭। রবিবাসর ১০। আমদ ১২। লাবক।

বিজ্ঞপ্তি

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য আপনাদের অপেক্ষায়
হিন্দ্ সংঘ
যোগাযোগ
৮৫৮২৯৫৭৩৭০

বিজ্ঞপ্তি

কম খরচে পাত্র–পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দপ্তরে। ইমেলেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

কর্মখালি

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালিতে সমাজ কল্যাণ দপ্তর অনুমোদিত আবাসিক হোমে ছেলেদের দেখাশোনার জন্য মাঝ বয়সী লেখাপড়া জানা অভিজ্ঞ সর্বক্ষণের পুরুষ কেয়ার টেকার প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৮০১৩৫২৩০৯৫/৯৮৩০২৮৪৯৯২

জেনে রাখা দরকার

জাতির জনক

দেশ	জাতির জনক
আফগানিস্তান	আহমেদ শাহ দুরানি
আলবেনিয়া	ইসমাইল কেমাল
আর্জেন্টিনা	জোস ডে সান মার্টিন
অস্ট্রেলিয়া	স্যর হেনরি পার্কিস
বাংলাদেশ	শেখ মুজিবুর রহমান
ভুটান	উজিয়েন ওয়াংচুক
বলিভিয়া, কলম্বিয়া, ইকুয়াডোর, পানামা, পেরু, ভেনেজুয়েল	সাইমন বলিভার
বৎসোয়ানা	সেরেটসে খামা
বুনেই	ওমর আলি সাইফুদ্দিন
কম্বোডিয়া	নরোদম সিহানুক
কানাডা	জন এ ম্যাকডোনাল্ড
চিলি	বার্নার্ডো ওহিগিন্স
চীন	সান ইয়াৎ–সেন
কিউবা	কার্লোস ম্যানুয়েল ডে সেসপেডেস
সাইপ্রাস	আর্চবিশপ ম্যাকারিয়স
ঘানা	কোয়ামে এনকুমা
গ্রিস	আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট
গায়ানা	চেদি জগন
ভারত	মহাত্মা গান্ধী
ইন্দোনেশিয়া	সুকর্ণ
ইরান (পারস্য)	শাহেনশা
ইজরায়েল	আব্রাহাম
ইতালি	ভিট্টোরিও এম্যানুয়েল দ্বিতীয় ডি সাভিয়া
জাপান	রাজা জিমু
কেনিয়া	জোমা কেনিয়াট্টা
মালয়েশিয়া	টুকু আবদুল রহমান
মালদ্বীপ	মুহম্মদ ফরিদ দিদি
মরিশাস	স্যর সিয়ুসাগুর রামগুলাম
মেক্সিকো	মিগুয়েল হিদালগো কোস্টিলা
মঙ্গোলিয়া	চেঙ্গিজ খাঁ
মায়ানমার	আং সান
নামিবিয়া	সাম নুজোমা
নেপাল	পৃথ্বী নায়ারণ শাহ
নেদারল্যান্ডস	উইলিয়াম দ্য সাইলেন্ট
নিকারাগুয়া	দিরিয়ানজেন
নাইজেরিয়া	নামাদি আঝিকিউয়ি
নরওয়ে	ইনার গারহার্ডসেন
পাকিস্তান	মহম্মদ আলি জিন্নাহ
পাপুয়া নিউ গিনি	স্যর মাইকেল সোমারে
ফিলিপিন্স	এমিলিও আগুইনাল্ডো
পর্তুগাল	ডি আফোনসো হেনরিক্স
রাশিয়া	পিটার ওয়ান
সান মারিনো	সেন্ট মারিনাস
সৌদি আরব	ইবন সৌদ অব সৌদি আরব
স্কটল্যান্ড	ডোনাল্ড দিওয়ার
সিঙ্গাপুর	লী কুয়ান ইউ
দক্ষিণ আফ্রিকা	নেলসন ম্যান্ডেলা
শ্রীলঙ্কা	ডন স্টিফেন সেনানায়েক
সুইডেন	গুস্তাভ ওয়ান
আমেরিকা	জর্জ ওয়াশিংটন

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

দুর্ঘটনা

বিষধর সাপের কামড়ে আক্রান্ত ৫

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং: শনিবার সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিভিন্ন প্রান্তে বিষহীন এবং বিষধর সাপের কামড়ে আক্রান্ত হয়েছেন ২০ জনের অধিক। এছাড়াও বিছে, পোকামাকড়ের কামড়ের ঘটনা রয়েছে। ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য এসেছিলেন প্রায় ১০ জন। যাদের মধ্যে বিষধর সাপের কামড় রয়েছে ৫ জনের। এই ৫ জনের মধ্যে রয়েছে ২টি চন্দ্রবোড়া, ২টি কেউটে এবং ১টি কালাচ সাপের কামড়। অনেকে ওঝা–গুণিনের দ্বারস্থ হলেও শেষ পর্যন্ত প্রাণে বাঁচতে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।

হোগল নদীতে নৌকাডুবি, নিখোঁজ ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : ২৮ এপ্রিল রাতের কালবৈশাখীর ঝড়ে সুন্দবনের মাতলা নদীতে ভয়াবহ নৌকাডুবি। নৌকাতে ৫ জন ছিল, ৩ জনকে পাওয়া গেলেও এখনো নিখোঁজ বাসন্তীর আমঝাড়ার জয়ন্ত সরদার ও বৃন্দাবন সরদার নামের দুই যুবকের। তাদের খোঁজে নদীবক্ষে ডুবুরি নামিয়ে চলছে তল্লাশি। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, নৌকোটির অবস্থান বুঝতে পেরেছেন বিপর্যয় মোকাবিলা টিম, চলছে জলপথে তল্লাশি। জানা গিয়েছে, সোমবার সন্ধ্যায় ক্যানিংয়ের এমভি সারদা নামের নৌকোয় পর্যটকদের নিয়ে সোনাখালি গিয়েছিলেন দুই যুবক। যাত্রীদের নামিয়ে রাতে ফেরার পথে শুরু হয় প্রবল ঝড় বৃষ্টি। তার ওপর অমাবস্যার ভরা কোটাল থাকায় বিপদ বাড়ে। পুরন্দরের কাছে তিনটি নদীর সংযোগ স্থল হওয়ায় স্রোত ছিল সেখানে প্রবল। সেখানেই উলটে যায় নৌকোটি। নৌকায় থাকা ৫ জন ডুবে যায়। পরে ২ জনকে উদ্ধার করা গেলেও নিখোঁজ হয়ে যায় ২ যুবক। উদ্ধার হওয়া তিন যুবক হল ক্যানিংয়ের ডাবু এলাকার রেজাউল সেখ, ক্যানিংয়ের সাতমুখী এলাকার দেবদাস মণ্ডল ও ক্যানিং ১ নম্বর লঞ্চ ঘাট এলাকার বিশু মণ্ডল। খবর পেয়ে এদিন রাতেই নিখোঁজদের খোঁজে শুরু হয় তল্লাশি অভিযান। ঘটনাস্থলে মোতায়েন রয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী।

বোরো জমির কাদা রাজপথে বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতিতে জনতা

দেবাশিস রায়, পূর্ব বর্ধমান: দিকে দিকে বোরো জমির ধান গোলায় তোলার তোড়জোড় শুরু হয়েছে। এই ব্যস্ততা বৈশাখ মাস ধরে চলবে। কিন্তু, এই সোনার ফসল কেটে খামারে আনার পথে পদে পদে বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ায় উদ্বেগ বাড়ছে সর্বত্র। বোরো ধানজমির কাদা হারভেস্টার, ট্রাক্টর ট্রলি প্রভৃতির বিশালাকার চাকায় জড়িয়ে উঠে আসছে রাজপথে। কাদামাখা সেই রাজপথে যানবাহনের যাতায়াতে ভয়ংকর সমস্যা হচ্ছে। এমনকী, মেঠোপথের অন্যতম জনপ্রিয় যান সাইকেল নিয়েও লোকজন স্বাভাবিকভাবে যাতায়াত করতে পারছে না। বিস্তর রাস্তায় প্রতিমুহূর্তে বিপদের আশঙ্কায় ভুগছে সকলেই। পুলিশ–প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন এলাকায় মাইকিং সহ সমাজ মাধ্যমে হারভেস্টার সহ ট্রাক্টর মালিকদের রাস্তা কাদামুক্ত রাখাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশদানের পাশাপাশি সকলপ্রকার যানবাহন সহ পথচারীদের সতর্কভাবে যাতায়াতের আবেদন জানানো হয়েছে।

পশ্চিম বাংলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ফসল বোরো ধান। এজন্য রাজ্যের সর্বত্রই কমবেশি বোরো ধানের চাষ হয়। তবে, এক্ষেত্রে সবসময়ই এগিয়ে থাকে 'শস্যগোলা' পূর্ব বর্ধমান জেলা। বরাবরের মতো এবারও এই জেলাজুড়ে ব্যাপকভাবে বোরো ধানের চাষ হয়েছে। এবার অনুকূল পরিবেশ, পর্যাপ্ত সেচ ব্যবস্থা সহ রোগপোকার কম আক্রমণ বোরো চাষ কার্যত লাভজনক হয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সন্তোষজনক ফলন হওয়ায় চাষিদের

মুখে স্বস্তির ছাপ। তবে, সাম্প্রতিক প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে কিছু কিছু এলাকায় বোরো জমি সহ নয়ানজুলিগুলিতে জল জমে যাওয়ায় মাঠঘাট সব কাদায় ভরে গিয়েছে। এমতাবস্থায় সেই আঠালো কাদা হারভেস্টার, ট্রাক্টরগুলির চাকায় জড়িয়ে পথঘাটও কাদামাখা হয়ে পড়ছে। এখানেই যত বিপত্তির সূত্রপাত। একটা সময় হাতেই ফসল কাটা হত। এখন সর্বত্র কৃষিমজুরের সঙ্কটে এবং চটজলদি ফসল তোলার কারণে উন্নত প্রযুক্তির হারভেস্টার(ফসল কাটার মেশিন) যন্ত্র ব্যাপকভাবে ব্যবহার হচ্ছে। সেইসঙ্গে কাটা ফসল মাঠ থেকে বাড়িতে আনার জন্য এখন গোরুরগাড়ির পরিবর্তে ট্রাক্টর কিংবা মোটরভ্যানের অধিকতর ব্যবহার চোখে পড়ছে। এই সকল যন্ত্রযান বাদ দিয়ে এখন চাষের ভাবনা মাথাতেই আনতে পারছেন না কৃষকরা। এভাবে পদে পদে চাষিরা যন্ত্রকে আঁকড়ে ধরে সুবিধা ভোগ করছেন ঠিকই কিন্তু সেই চাষের কারণে অন্যদিকে বিশাল অংশের মানুষ সহ যানবাহনকে রাস্তায় বেরিয়ে নাকাল পরিস্থিতির শিকার হতে হচ্ছে। কর্দমাক্ত রাস্তায় প্রতি মুহূর্তে পিছলে পড়ার আশঙ্কায় ভুগছে সকলেই। পূর্ব বর্ধমানের একাধিক জায়গায় ইতিমধ্যেই ছোটোখাটো বেশ কয়েকটি এধরনের বিপত্তি ঘটেছে। মারুতি ভ্যান উল্টে যাওয়ার পাশাপাশি স্কুলপড়ুয়া সহ পুলকার বসে যাওয়া প্রভৃতির ঘটনায় উদ্বেগ ছড়ায়। এমনতর পরিস্থিতি নজরে আসতেই পুলিশ–প্রশাসন নড়েচড়ে বসে। তারা ধানজমি থেকে রাস্তায় ওঠার আগে হারভেস্টার সহ ট্রাক্টরের চাকাগুলি জলের সাহায্যে কাদামুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু, পুলিশের সেই নির্দেশকে অমান্য করে চলাটাই যেন কিছুজনের রীতি এবং যার কুফল ভোগ করতে হচ্ছে আমজনতাকে। কাটোয়ার সিঙ্গি এলাকার জনৈক বাসিন্দা বলেন, 'শুধুমাত্র পুলিশ–প্রশাসনের নির্দেশেই এই ঘোরতর সমস্যা মিটবে না। ফসল তোলার ব্যস্ততায় চাষিদের অন্যকিছু নিয়ে ভালোমন্দ বিবেচনার সময় থাকে না। তবে, হারভেস্টার, ট্রাক্টর চালকরা যদি একটু সচেতন এবং মানবিক হোন তাহলে হয়তো এই কাদামাখা রাস্তার সমস্যার অনেকটাই সমাধান হতে পারে।'

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২৪ ৫৮ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৯ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

বারাসাতে সরকারী ঋণের টাকা আদায় হচ্ছে না

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

বিগত করেক বছর ধরে সরকার কৃষিক্ষেত্রে যে ঋণ দান করেছেন বারাসত মহকুমায় তার পরিমাণ প্রায় ৬২ লক্ষ টাকা। খবরে প্রকাশ এ পর্যন্ত মোট দপ্তরের আদায় হয়েছে মাত্র সাড়ে ৪ লক্ষ টাকা।

এই সামান্য টাকা আদায় হওয়া সম্পর্কে খোঁজ খবর নিয়ে জানা যায় যাঁরা ঋণের টাকা নিয়েছেন তাঁদের অনেককেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। শোনা যায় ভূতুরে নামের পরিপ্রেক্ষিতে বেশির ভাগ ঋণের টাকা বিলি হয়েছে। যাঁরা এই বিলি করার কাজে নিযুক্ত ছিলেন তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ অবসর নিয়েছেন। কেউ আবার এই ধরাধাম থেকে একেবারে টিকিট কেটে চলে গেছেন। এই অবস্থায় কিভাবে ঋণের টাকা আদায় হবে সরকারী দপ্তর বিশেষভাবে চিন্তিত। নাকি সংবাদে আরও প্রকাশ যে সব ব্যক্তি ঋণের টাকা নিয়ে এখনও বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাঁদের ধারণা ঐ সব ঋণের টাকা সরকার মকুব করবেই অতএব ঋণ পরিশোধ না করাই শ্রেয়।

এই চিন্তাধারা শুধু সাধারণ মানুষের মধ্যেই সীমা বন্ধ নেই। মহকুমার বেশ কিছু অঞ্চল প্রধান, গ্রাম অধ্যক্ষ, বিডিও মেম্বার এবং সমাজের মাতব্বর ব্যক্তিরাও একই ধারণার বশবর্তী হয়ে ঋণের টাকা উপুর হস্ত করছেন না। সম্প্রতি বারাসতে কৃষি মেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মিঃ গাজী যিনি সভা আলো করে বড় বড় বুলি ছেড়ে ছিলেন তিনিই নানা ফন্দী ফিকির করে সরকারী ঋণের টাকা দিচ্ছেন না। এমনকি সরকার যাতে সম্পত্তির উপর ডিক্রি করতে না পারে তারজন্য ছেলের নামে সম্পত্তি হস্তান্তর করে দিয়েছেন বলে অভিযোগে প্রকাশ।

৯ম বর্ষ, ৩ মে ১৯৭৫, শনিবার, ২৩ সংখ্যা

চুঁচুড়া স্টেশনই যেন বাজার

মলয় সুর, হুগলি: মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পর ফুটপাত ও সরকারি জায়গা দখলমুক্ত করার জন্য প্রশাসনিক কর্তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেই মতো কাজ শুরু হয়েছে বিভিন্ন প্রান্তে। তবে নিত্যযাত্রীদের গলার কাঁটা হয়ে দাবি সুষ্ঠ যাতায়াতের জন্য অবিলম্বে স্টেশনগুলির বাজার নিয়ন্ত্রণ করা হোক। তা না হলে যে কোন দিন বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটে যাবে। বিকেলের দিক থেকে চুঁচুড়া স্টেশনে নিত্যদিন বেজায় ভিড় থাকে। কলেজ পড়ুয়া, অফিস ফেরত যাত্রীসহ অন্যদের।

গিয়েছে প্লাটফর্মের হকাররা। হাওড়া–বর্ধমান মেন লাইনে চুঁচুড়ায় এই যন্ত্রণা থেকে কবে মুক্তি ঘটবে তার অপেক্ষায় প্রহর গুনছেন যাত্রীরা। চুঁচুড়া প্ল্যাটফর্ম জুড়ে চলছে কাঁচা সবজির ব্যবসা। ফলে যাতায়াত করতে অসুবিধা হচ্ছে যাত্রীদের। চুঁচুড়া স্টেশনে দিনের পর দিন ধরে স্টেশনেই রমরমিয়ে চলছে বিকিকিনি, তার জেরেই নিত্যদিন ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে যাত্রীদের। বাজারের ভিড়ে ছুটে ট্রেন ধরতে গিয়ে প্ল্যাটফর্মে পড়ে গিয়ে হামেশাই হচ্ছে দুর্ঘটনা। তবে কেবল চুঁচুড়া স্টেশনেই নয় মানকুণ্ডু, বৈদ্যবাটি, কোন্নগর এই তালিকায় রয়েছে। যাত্রীদের এহেন গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনের ২ ও ৩ নম্বর প্লাটফর্মে রমরমিয়ে চলছে ব্যবসা। নিয়মিত স্টেশনের উপরে বসে একাধিক ফল, সবজি, জামা কাপড়, মুড়ি, চপ, ফুলুরির দোকান। ঠিক বিকেলের দিকে থেকে সেজে ওঠে আস্ত একটি বাজার। তাই স্টেশনের আপ প্লাটফর্মে ট্রেন আসলে ঠাসা ভিড়ে চলাচল করা নিত্য সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই ২ ও ৩ নম্বর প্লাটফর্মে নিত্যযাত্রীদের রেললাইন ধরে টপকে বা ওভার ব্রিজ ধরে আসতে বেশ সময় লাগে। অফিস ফেরত যাত্রীদের অভিযোগ, এ বিষয়গুলি রেল পুলিশের নিয়ন্ত্রণ করা দরকার।

অবশেষে ভেঙে যাওয়া নদীবাঁধের কাজ শুরু করল প্রশাসন

সৌরভ নস্কর, গঙ্গাসাগর : পূর্ণিমার কোটালে নতুন করে ভাঙতে শুরু করেছিল দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার গঙ্গাসাগরের কপিল মুনির আশ্রমের সামনে নদী বাঁধ। ২ থেকে ৪ নম্বর পর্যন্ত ভাঙছিল নদী বাঁধ। সেই খবর দায়িত্বশীল পত্রিকা হিসেবে আলিপুর বার্তা মানুষের সামনে তুলে ধরার পর সাগরের বিধায়ক তথা সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা ও সাগরের বিডিও কানাইয়া কুমার রাও গঙ্গাসাগর কোস্টাল থানার ওসি ও জিবিডির আধিকারিকেরা ওই ভাঙন কবলিত এলাকা পরিদর্শন করে এবং দ্রুত বাঁধ মেরামতের কাজও শুরু করে দেয়। সেই কাজের ও অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন প্রশাসনিক আধিকারিকেরা। এলাকাবাসীদের দাবি প্রতিবছর গঙ্গাসাগর মেলার আগে কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয় এই নদী বাঁধ মেরামতি করার জন্য কোনরকম মেরামতি করে গঙ্গাসাগর মেলা চালানো হয় আর সেই মেলা কেটে যাওয়ার

দু একমাস পরে পুনরায় এভাবে ভেঙে নদী গর্ভে তলিয়ে যায় বাঁধ। বর্ষার আগে এই বাঁধের কাজ শেষ করা হোক তাহলে তাদেরকে আর আতঙ্কের মধ্যে থাকতে হবে না। বস্তার ভেতরে মাটি ঢুকিয়ে বাঁধে দেওয়া হচ্ছে, বর্ষার আগে এগুলি আবারও নদী গর্ভে তলিয়ে যাবে তাই কংক্রিটের বাঁধের দাবি জানাচ্ছে এলাকাবাসীরা। নদী বাঁধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে বিজেপি নেতা অরুনাভ দাস জানান, 'সাগর মেলার সময় কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয় এই বাঁধ মেরামতির জন্য। অর্ধেক টাকাও বাঁধ মেরামতিতে না লাগিয়ে সেই টাকা তৃণমূল নেতাদের পকেটে যায়। একারণে এলাকাবাসীদেরকে বর্ষার আগে প্রত্যেক বছরই এভাবে আতঙ্কের মধ্যে থাকতে হয়।' জেলা পরিষদের সদস্য সন্দীপ কুমার পাত্র জানান, 'সামনে বঙ্গোপসাগর তাই বড় বড় ঢেউ ধাক্কা দেয় এই নদী বাঁধে তাই সমস্ত রকমের প্রজেক্ট সম্পূর্ণ করা যাচ্ছে না সেচ দপ্তরের মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা চলছে কিভাবে স্থায়ী সমাধান করা যায় দ্রুত সমস্যার সমাধান হবে।'

মাধ্যমিকে প্রথম দশে বীরভূমের ৬

অভীক মিত্র : ২ মে মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হল। মেধা তালিকায় প্রথম দশে স্থান পেয়েছে ৬৭জন তারমধ্যে বীরভূম জেলার ৬জন। মাধ্যমিকে অষ্টম স্থান অধিকার করেছে রামপুরহাট জিতেন্দ্রলাল বিদ্যাভবনের অরিজিৎ মণ্ডল এবং স্পন্দন মৌলিক। তাদের প্রাপ্ত নং ৬৮৮। অরিজিতের বাড়ি রামপুরহাট পৌরসভার ১৬নং ওয়ার্ডে। ভবিষ্যতে চিকিৎসক হতে চায় সে। স্পন্দন ভবিষ্যতে বিজ্ঞানী হতে চায়। বাড়ি রামপুরহাট পৌরসভার ৭নং ওয়ার্ডে। শান্তিনিকেতন নবনালন্দা স্কুলের শ্রীজয়ী ঘোষ ৬৮৮ নং পেয়ে অষ্টম স্থান অধিকার করেছে। ৬৮৭ নং পেয়ে দুবরাজপুর সারদেশ্বরী বিদ্যামন্দিরের দিশা ঘোষ নবম স্থান অধিকার করেছে। ভবিষ্যতে চিকিৎসক হতে চায় দিশা। মা রিঙ্কু ঘোষ বাবুইজোড় ধরনীধর উচ্চ বিদ্যালয়ের পার্শ্ব শিক্ষিকা এবং বাবা নগেন্দ্রনাথ ঘোষ যশপুর হাইস্কুলের বাংলা শিক্ষক। ৬৮৬ নং পেয়ে দশম স্থান অধিকার করেছে কোটাসুর উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্র দেবায়ন ঘোষ। ৬৮৬ নং পেয়ে দশম স্থান অধিকার করেছে শান্তিনিকেতন নবনালন্দা স্কুলের ছাত্র সৌম্যক দাস। কোটাসুর উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বৃন্দাবন দাস বলেন, 'খুব ভালো লাগছে। রাজ্যের মানচিত্রে আমাদের বিদ্যালয়ের নাম তুলে ধরায় অনেক অনেক অভিনন্দন। ২০১৮ সালের পর আবার ২০২৫ সালে মাধ্যমিক মেধা তালিকায় স্থান পেয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রধান শিক্ষক বলেন, 'খুবই ভালো লাগছে। আমরা সর্বত্রভাবে চেষ্টা করি সেই চেষ্টার ফল।'

বেহাল নদী বাঁধ, সমস্যায় জনগণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুলতলি : বেহাল নদী বাঁধের সমস্যায় কুলতলির দেউলবাড়ি, নগেনাবাদ সহ সুন্দরবনের একাধিক এলাকার মানুষজন। কিছু দিন পরে বর্ষা নামবে আর তার আগে নদী বাঁধ নিয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে নদীর পাড়ের বাসিন্দারা। এবছর সবচেয়ে বেশি বাঘের দেখা মিলেছে এই দেউলবাড়ি ও নগেনাবাদ এলাকায়। সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগারের দর্শন মেলে আর তারই পাশেই মাতলা নদী সংলগ্ন এই দীর্ঘ বাঁধ। এই এলাকার মানুষদের বসবাস এই নদীর তীরে। ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয় এই এলাকার মানুষজন। প্রতি বছরই এই সমস্ত এলাকায় কোনো না কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয় লেগেই থাকে। আইলা, আমফান, বুলবুল, ফনির মতন প্রতিবছরে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ছায়া এদের উপর নেমে আসে। কখনও নদী বাঁধ ভেঙে এলাকা প্লাবিত হচ্ছে। কখনও নদীর পাশে থাকা এক চিলতে মাটির বাড়ি যা সংরক্ষণ করার মতন অর্থ এই এলাকার মানুষদের নেই। মূলত নদী তীরবর্তী এই সব মানুষেরা নদীতে মাছ কাঁকড়া ধরে জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। তাই বর্ষা আসার আগে তাদের এই যে নদী বাঁধগুলো রয়েছে সেগুলি যদি প্রশাসনের উদ্যোগে সংস্কার করে তাহলে তারা রক্ষা পেতে পারে বলে জানালেন স্থানীয় মানুষজন। এব্যাপারে কুলতলির বিডিও সুচন্দন বৈদ্যের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বিষয়টি দেখার আশ্বাস দেন।

এক সপ্তাহে ২ বার বিস্ফোরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি: সাইথিয়া থানার হাতোড়া গ্রামপঞ্চায়েতে ১ সপ্তাহে ২ বার বিস্ফোরণের ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ২৭ এপ্রিল দুপুরে হাতোড়া গ্রামপঞ্চায়েতের আকুরডিহি গ্রামে তৃণমূল কর্মী লালবাবুর মাটির বাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটে। ভেঙে পড়ে বাড়ি আহত হয় এক মহিলা। মজুদ বোমা থেকেই বিস্ফোরণ বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সাইথিয়া থানার পুলিশ। ২৫ এপ্রিল ভোর ৫টা নাগাদ সাঁইথিয়া থানার হাতোড়া গ্রামপঞ্চায়েতের দক্ষিণ সিজা গ্রামে মজুত বোমা বিস্ফোরণে শেখ ফিরোজের বাড়ির একাংশ উড়ে গেল। এই ঘটনায় বাড়ির কেউ হতাহত হয়নি। খবর পেয়ে সাঁইথিয়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। প্রমান লোপাটে আলো ফোঁটার আগেই জেসিবি দিয়ে ভাঙা অংশ সরিয়ে ফেলা হয়েছে এমনি অভিযোগ উঠেছে। শেখ ফিরোজ গত পঞ্চায়েত ভোটে নির্দল হয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। সাঁইথিয়া থানার পুলিশ এই বোমা বিস্ফোণের ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

৪০ বছর পর জয়নগরে খাল সংস্কার

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর : দীর্ঘ ৪০ বছর পরে জয়নগরে শুরু হল জলনিকাশী খালের সংস্কারের কাজ। ৩০ এপ্রিল জয়নগর থানার উত্তর দূর্গাপুর শসা পাড়ায় এই কাজের শুভ সূচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদ সদস্য বন্দনা লস্কর, উত্তর দূর্গাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আম্বিয়া বিবি লস্কর, উপপ্রধান সাহারুল্লা গাজী, প্রধান প্রতিনিধি শামসুল লস্কর, জেলা তৃনমূল জয়হিন্দ বাহিনীর সহ সভাপতি রাজু লস্কর, উত্তর দূর্গাপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিজিৎ ব্যানার্জী, যুব সভাপতি রুপম লস্কর, জয়নগর ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য ছাত্তার খান সহ উত্তর দূর্গাপুর পঞ্চায়েতের একাধিক পঞ্চায়েত সদস্য, তৃণমূল নেতৃত্ব সহ সাধারণ মানুষ। এই খালের সংস্কার দীর্ঘ দিন ধরে না হওয়ায় জলের অভাবে চাষাবাস বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস এই খাল সহ জয়নগর বিধানসভা এলাকার একাধিক খাল সংস্কারের জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে কথা বলেন। তারপরে রাজ্য সরকারের তরফে সরকারিভাবে এই খাল সংস্কারের কথা ঘোষণা করা হয়। সেই মতো এই খাল সংস্কারের কাজ শুরু হল। এই এলাকার খাল সংস্কারে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি উপকৃত হবে প্রায় ১০ হাজার চাষি। প্রায় ৫–৭ কিমি খাল আগামী ১ মাস ধরে সংস্কার হবে মেশিনের সাহায্য। এই পঞ্চায়েতের বিলপাড়া, কানেয়া থেকে শশাপাড়া হয়ে গোলাবাটি, ফতেপুর, তাজপুর থেকে আলিপুর পর্যন্ত দীর্ঘ খালের সংস্কার হবে।

ক্রাইম ডেস্ক

শ্যুট আউটে গ্রেপ্তার ৪

নিজস্ব প্রতিনিধি : শালবাদরা শ্যুট আউট কাণ্ডে ৪ দুষ্কৃতিকে গ্রেপ্তার করেছে রামপুরহাট থানার পুলিশ। ২৭ এপ্রিল সকাল সাড়ে ১১টায় রামপুরহাট থানার শালবদরা নিরিশা মোড়ে এক পাথর ব্যবসায়ীকে গুলি করে খুন করে দুষ্কৃতিরা। মৃতের নাম সুদীপ বাসকি (২৮) বাড়ি শুলুঙগা গ্রামে। এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হওয়ায় বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে যায়। এই ঘটনায় জড়িত ৪ দুষ্কৃতিকে গ্রেপ্তার করে রামপুরহাট থানার পুলিশ। ধৃতরা হল আলদেন বাসকী, রাজেন টুডু, অক্ষয় মিদ্ধা এবং অমিত টুডু প্রত্যেকেরই বাড়ি রামপুরহাট থানার সুলুঙ্গা গ্রামে। ৩০ এপ্রিল রামপুরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে ধৃতদের ১০দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন মহামান্য বিচারক।

২৪ ঘণ্টার মধ্যে উদ্ধার মূতি

দীপংকর মান্না, হাওড়া: ২৩ এপ্রিল হাওড়া আমতার স্নেহা নার্সিং হোম থেকে চুরি হয়ে যায় নার্সিং হোমের আরাধ্য দেবতা পিতলের রাধা কৃষ্ণ মূর্তি। একই রাতে চুরি হয় আমতা গগন বজরংবলি মন্দির থেকে ১টি গদা ও ১টি ঘট ও পানপুর সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের থেকে ১টি ঘট। চুরির ঘটনার অভিযোগ পাওয়ার সাথে সাথেই তদন্তে নামেন এসডিপিও আমতা নিরুপম ঘোষ, সিআই আমতা অমিয় কুমার ঘোষ ও আমতা থানার ওসি মফিজুল আলম। তদন্তকারী দল নার্সিং হোমের সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ ও জনগণের সহযোগিতায় ২৪ ঘন্টার মধ্যেই উদ্ধার করেন চুরি হয়ে যাওয়া রাধাকৃষ্ণ মূর্তি, গদা ও ঘট। সাথে সাথেই গ্রেপ্তার করেন

মনোজ ঘোরাই ওরফে পুষ্পা নামে এক যুবককে। নার্সিং হোমের কর্ণধার ডাঃ সুমন সরকার আমতা পুলিশের এই নজিরবিহীন ও প্রশংসনীয় সাফল্যের জন্য পুলিশ প্রশাসনকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। সকলেই পুলিশের এই প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানান।

খুলে গেল বঙ্গপর্যটনের নতুন ঠিকানা দীঘার জগন্নাথ মন্দির

সুব্রত মণ্ডল, দীঘা: রাজনীতির কচকচকচানি, ধর্মের ধস্তাধস্তির সঙ্গে শিল্পী, মন্ত্রী, সন্ন্যাসীদের উপস্থিতিতে মহাযজ্ঞ শেষে শুভ মুহূর্তে দ্বারোদঘাটন হল দীঘার জগন্নাথ মন্দিরের। বাঁকুড়ার ছাতনা থেকে পদ্ম ও শুশুনিয়ার ঝরনার জল সহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে পুজোর দ্রব্য দিয়ে অভিষেক হয় জগন্নাথদেবের। ছুটির আবহে সমুদ্র সৈকতের ভিড় এমনিতেই নজর কাড়ে সকলের, জগন্নাথের টানে এই ভিড় আরোও বাড়বে বলে মনে করেছে পর্যটন দপ্তর ও স্থানীয় প্রশাসন। এই আবর্তে প্রভুর কৃপা গোটা রাজ্যের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চান মুখ্যমন্ত্রী। দ্বারোদঘাটন পর্বে তাঁর ঘোষণা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে জগন্নাথ দেবের প্রসাদ ও ছবি। বিরোধী দলনেতার কথায়, জগন্নাথ কালচারাল সেন্টারে বিরোধী দলের কেউ উপস্থিত না থাকলেও একদা বিজেপির বরিষ্ঠ নেতা দিলীপ ঘোষ নিজের দাপট বজায় রেখে পৌঁছান দীঘার মন্দিরে, সৌজন্যের তাগিদে। সেই নিয়ে শাসক বিরোধী দুই দলেই এখন অস্বস্তির বাতাবরণ। শ্রীজগন্নাথের আশীষ এখন কাদের দিকে বর্ষায় সেটাই দেখার। অনেক বিজেপি নেতাই দুষেছেন দিলীপকে। রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ব্যক্তিগত বিষয় হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন, যাতে দলের অনুমোদন নেই। জগন্নাথ মন্দির কি দুই বিপরীত মেরুর রাজনৈতিক মতাদর্শকে মিলিয়ে দিল? মন্দিরই দল বদলের তরজা শুরু করল রাজ্য রাজনীতিতে।

অনেকেই আবার বলছেন, বিষ্ণুর যে চার ধামের কথা বর্ণিত আছে বেদ–উপনিষদে তাঁর মধ্যে ভগবানের ভোজন ধাম হল পুরীর শ্রীক্ষেত্র। তাই দীঘার জগন্নাথ কালচারাল সেন্টার বা মন্দিরকে কি ধামের আখ্যা দেওয়া

যায়? পুরীর মন্দিরে যে ঐতিহ্য এবং মাধুর্য তা দীঘার 'রেপ্লিকা'য় ফুটে ওঠার প্রশ্নই ওঠে না। পুরীর মন্দিরের ধ্বজা হাওয়ার বিপরীতে ওড়ে, এক্ষেত্রে কিন্তু আমরা তেমন দেখবার আকাঙ্খা করবো না।

তবে ইকো পার্কের সপ্তম আশ্চর্য যেমন মানুষকে আকর্ষণ করে এবং ছুটি উপভোগের কারণে সরকারের আয় বৃদ্ধি পায় তেমনই দীঘার অর্থনৈতিক দ্বারোদঘাটন ঘটাবে এই মন্দির। সে বিষয়ে স্থানীয়দের মতে পর্যটনকেন্দ্র হিসাবে দীঘার আর্কষণ আরোও বাড়বে। লাইট অ্যান্ড সাউন্ড, মন্দিরের আলো ও পরিবেশ পর্যটকদের আর্কষণ করবে ঘুরে বেড়িয়ে ছবি তুলে বেশ সময় কাটানো যাবে। এর সাথে সাথে হবে জগন্নাথ দর্শনও। তবে বাঙালির কাছে পুরীর দেবদর্শন ফিকে হয়ে যাবে, এমন ভাবনাও সঠিক নয়। অর্থনীতির প্রসার ঘটানোই পর্যটনের মূল মন্ত্র এক্ষেত্রেও পর্যটনের মুকুটে আরেকটি পালক গুঁজে দেওয়া গিয়েছে এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এখন দেখার রামমন্দির ঘিরে যে অর্থনীতির পরিকাঠামো তৈরি হয়েছে, তেমনই দীঘার অর্থনীতি আরো চাঙ্গা হয় কিনা?তবেই স্পষ্ট হবে দেবতা ও মন্দির হল অর্থনীতির এক সামাজিক মেলবন্ধন।

কিন্তু দীঘার জগন্নাথ মন্দির যে সর্বধর্ম সমন্বয়ের নজির গড়তে পারেনি তা সরকারি অনুষ্ঠানে ফিরহাদ হাকিম সহ অন্যান্য অ–হিন্দুদের অনুপস্থিতি প্রমাণ করে দিচ্ছে।

ইসকনের তরফে জগন্নাথ দেবের সেবায়েত মুকুন্দ কীর্তন জানান, 'প্রতিদিন ভোর সাড়ে ৪টা থেকে টানা ১ ঘণ্টা ধরে হবে জগন্নাথ দেবের মঙ্গলারতি। ভোগ নিবেদন সহ অন্যান্য আচার পালনের জন্য বন্ধ রাখা হবে মন্দিরের দ্বার। ভক্তপুর্ণাথীদের জন্য ফের খুলবে সকাল সাড়ে ৭টায়। বেলা ১টা পর্যন্ত দর্শন দেবেন প্রভু। দুপুর ১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত মন্দির বন্ধ থাকবে। ফের ৪টে থেকে রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত করা যাবে দেবদর্শন।' মন্দির নির্মাণ কাজে যেমন যুক্ত ছিলেন দেশের সেরা স্থাপত্যশিল্পীগণ, তেমনি ছিলেন রাজস্থান থেকে আসা ৭৫০–এর বেশি দক্ষ কারিগর। অনেকেই এর আগে যুক্ত ছিলেন অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণে। সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। ধন্যবাদ জানিয়েছেন হিডকোকেও। আপ্লুত গলায় বলেছেন, 'সমুদ্রতটের এই মন্দির তীর্থস্থান আর পর্যটনের স্থল হিসাবে হাজার হাজার বছর ধরে থাকবে। রবি ঠাকুরের কথায় বলি 'সবারে করি আহ্বান'।'

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৯ বর্ষ, ২৭ সংখ্যা, ৩ মে – ৯ মে, ২০২৫

সবার জগন্নাথ

রাজ্য বিজেপির একদা একক কান্ডারী দিলীপ ঘোষের বিরুদ্ধে এক বিস্ময়কর বিক্ষোভের আয়োজন করে চলেছে রাজ্য বিজেপির কিছু নেতা ও কর্মী। বঙ্গ বিজেপির বহু নেতা কর্মী দিলীপ ঘোষের দীঘা জগন্নাথ মন্দিরে যাওয়ার সৌজন্যকে নিয়ে যে দিলীপ ঘোষ হটাও আন্দোলন শুরু করেছেন তা অত্যন্ত বিস্ময়কর। অর্জুন সিং, সৌমিত্র খাঁ, তথাগত রায়দের মতো মানুষজন দিলীপ ঘোষকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করতেও দ্বিধা করছেন না। দিলীপবাবু পাল্টা প্রশ্ন রাখছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তার সৌজন্য সাক্ষাৎকারের ব্যাখ্যাও দিচ্ছেন। কিন্তু তার অনুগামী বলে দাবিদার বেশ কিছু বিজেপি কর্মী সমর্থক তাকে দালাল বলে চিহ্নিত করতে উঠে পড়ে লেগেছে। বিজেপি দলের এই আভ্যন্তরীণ বঙ্গকলহে পরিণত মস্তিষ্কের বিজেপি নেতা ও কর্মীরা জড়িয়ে পড়ছেন দেখে রাজ্য তৃণমূল অবশ্যই উৎসাহিত এবং আশাবাদী হয়েছে। অনুমান করা যায় দিলীপ ঘোষের কাছেও এটা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ছিল। দিলীপ ঘোষের উত্থানকে অনেকেই সহ্য করতে পারেনি। লোকসভা ভোট পর্বেও দেখা গেছে তার জেতা আসন থেকে তাকে অন্য সিটে দাঁড়াতে দেওয়া হয়েছিল। রাজ্য সভাপতি থাকাকালে দিলীপ ঘোষের সাফল্য অস্বীকার করার জায়গা নেই। বাস্তবিক পক্ষে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির অস্তিত্ব জানান দিয়েছিল এবং বিরোধী দলের মর্যাদা পেয়েছিল দিলীপ ঘোষের হাত ধরেই। দিলীপবাবুর বিরুদ্ধে কর্মী তাতিয়ে দিয়ে নেতারা আত্মতৃপ্তি অনুভব করলেও বাস্তবিক পক্ষে দিলীপ ঘোষের রাজনীতি উপলব্ধি করতে তারা ব্যর্থ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিণত রাজনীতির কাছে রাজ্য বিজেপির বহুনেতাই যে অনেক পিছনে আছেন তা স্পষ্ট হয়ে গেল সদ্য নির্মিত দীঘা জগন্নাথ মন্দিরের সৌজন্য সাক্ষাৎকার কাণ্ডে। দিলীপ ঘোষকে লঘু পাপে গুরু দন্ড দেওয়ার প্রচ্ছন্ন প্রতিহিংসার প্রকাশ্য ছবি ফুটে উঠেছে গণমাধ্যমে যা আগামী দিনে রাজ্য বিজেপির পক্ষে মঙ্গলজনক নয়। এই সত্য যত তাড়াতাড়ি রাজ্য বিজেপির নেতা ও ক্ষুব্ধ কর্মীরা বুঝবেন ততই মঙ্গল। একদা দিলীপ ঘোষের হাত ধরে যাদের বিজেপিতে এসেছিল তাদের কেউ কেউ দিলীপ বিরোধী শ্লোগান তুলছেন। তাকে গো ব্যাক ধ্বনি দিচ্ছেন। এমনকী সৌমিত্র খাঁ জানিয়েছেন, দিলীপ ঘোষকে মেদিনীপুর জেলায় ঢুকতে দেওয়া হবে না। অথচ এই মুহূর্তে রাজ্য ও কেন্দ্র নানা সংকটের মধ্যদিয়ে যাচ্ছে। দেশের দুই প্রান্তের সীমানা অস্থির হয়ে উঠছে ক্রমশ। দিলীপ ঘোষের অনাড়ম্বর সদ্য বিবাহ অনুষ্ঠানকেও রুচিহীনভাবে আক্রমণ করে চলেছেন কিছু কিছু কর্মকর্তা। এই মতিভ্রম দূর হোক। সুস্থ রাজনীতি ফিরে আসুক রাজ্যে। জগন্নাথদেব সবার, সেখানে শুচি-অশুচি বলে কিছু হয় না,রাজনীতি তো তুচ্ছ।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

‘উৎপত্তি প্রকরণ’

প্রিয়জনের লোকান্তরিত হওয়াকে অজ্ঞজনেরাই শোকের বিষয় মনে করে। মনের লয় না হওয়া পর্য্যন্ত মনের কার্য্য ইহলোক, পরলোক সর্বত্রই বিস্তৃত থাকে। সুতরাং মনোবন্ধনে বদ্ধ জীব স্বর্গ বা অধিকতর উচ্চলোকেও কৃতকৃত্য হয় না। যাবতীয় শোক-দুঃখের সৃষ্টিকারী মনের বিলয় করা ছাড়া শাশ্বত-অনন্ত বেদবন্দিত আত্মতত্ত্ব জানার অন্য কোন উপায় নেই। আমি অমুক, এই আমার পরিবার, এই আমার বিত্ত-সম্পত্তি ইত্যাদির ভাবনায় বিরক্ত হতে হয়। আমি ও আমার এই কল্পনার ক্ষয় সাধন করতে দৃঢ় অভ্যাসের প্রয়োজন। তাহলে অনায়াসেই সঙ্কল্পহীনতা উপস্থিত হয়ে পরম পদ লাভ করা যায়।

রাম জিজ্ঞাসা ক'রলেন, হে ব্রহ্মণ। সংসার-অনর্থের কারণস্বরূপ যে মনের চঞ্চলতা, তা কিভাবে নিবারিত হয়? বশিষ্ঠ বললেন, সংসারে চঞ্চলতাহীন মন কোথাও দেখা যায় না। অগ্নির ধর্ম যেমন উত্তাপ, তেমনই মনের ধর্ম চঞ্চলতা। মায়াশ্বিত চৈতন্য হলেন জগতের কারণ। সেই মায়াযুক্ত চৈতন্যের স্পন্দনরূপ ক্রিয়াশক্তি মন আকারে পরিণত হয়। তাই স্পন্দন নেই, এমন মন হয়ই না। চঞ্চলতাহীন যে মন, সেই মন মৃত অর্থাৎ চৈতন্য সমাহিত। মনের স্পন্দনশুণ্যতাই মুক্তি নামে শাস্ত্রে কথিত হয়। মনের নাশে যাবতীয় দুঃখের অবসান হয়, মনের উপস্থিতির অর্থই হল দুঃখের আগমন। অনন্ত সুখপ্রাপ্তি বা দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির জন্য মনের বিলয় করতেই হয়। রাম! মনের চঞ্চলতার নাম হল অবিদ্যা এবং বাসনা। সেই মনোচঞ্চলতার বা অবিদ্যার নাশ না হলে পরম শ্রেয় বোধগম্য হয় না। সৎ ও অসৎ, জড়ত্ব ও চিন্ময়ত্ব এই বিপরীত সত্তার সংমিশ্রণ হল মন। তাই জড়ত্বে মনের অভিনিবেশ হলে সে জড়ত্বে তন্ময় হয়, আবার বিবেকের অভ্যাসের দ্বারা চেতনে অভিনিবিষ্ট হলে সেই মনই চৈতন্য লাভ করে। সুতরাং ভ্রান্তিজর্জরিত মনকে বিবেক-অভ্যাসে বশীভূত করতে পারলেই পরম শ্রেয় লাভ সম্ভব হবেই। তা ভিন্ন বন্ধনমুক্তিরূপ শ্রেয় লাভের অন্য কোন উপায় নেই। বশিষ্ঠ বললেন, বিবেকহীন ব্যক্তির কাছে মিথ্যা জগৎ সত্যরূপে প্রতীত হলেও জ্ঞানীর কাছে তা একেবারে অর্থহীন। রাম! বিচার করলে দেখবে, সাগর যেমন জলপূর্ণ, তেমনই জগতে পরমাত্মা ছাড়া অন্য কিছু নেই। সেই বিশুদ্ধ পরমাত্মায় ভাব ও অভাব আরোপ করা কর্তব্য নয়।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

কাশ্মীরবাসীর প্রশ্রয়ে পাকজঙ্গি!

সুবীর পাল

তারিখটা ২০১৯ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি। কাশ্মীরের পুলওয়ামায় ঘটেছিল এক পৈশাচিক উগ্রবাদী নাশকতা। পাকিস্তানী মদতে আত্মঘাতী হামলায় ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল ৪০ জন সৈনিকের শরীর। এরপর একই বছরের আগস্ট মাস। কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তে ও সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে কাশ্মীর সহ সারা দেশে মুসলিম সমাজের তিন তালাক প্রথা বাতিল করে দেওয়া হয়। পাশাপাশি আগস্ট মাসেই ভারতের ভূস্বর্গে পাকাপাকিভাবে ৩৭০ ধারা বিলোপ বলবৎ করে কেন্দ্রীয় সরকার।

তারপর ৬ বছর বাদে কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ের সবুজ বৈসরণ উপত্যকা লালে লাল হয়ে উঠলো ২৬ জন পর্যটকদের ফিনকি ছেটা রক্তে। অভিশপ্তের অসৌজন্যের সৌজন্যে সেই চিরাচরিত পাক মদতপুষ্ট একদল মুসলিম উগ্রপন্থী।

মাঝের কয়েকটা বছর কাশ্মীর যেন এক সৌন্দর্যময় অনুশাসন ফিরে পেয়েছিল। গণতান্ত্রিক রীতি মেনে রাজ্যের শান্তিপূর্ণ ভোটপর্ব জানান দিয়েছিল সেখানকার নাগরিকেরা নিজের রাজ্যে একটা শক্তিশালী সরকার চান। প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ওমর আবদুল্লার সরকার। বেশ তো স্বাভাবিক নাগরিক ছন্দেই মেতে উঠেছিল এই হিমপাহাড় কন্যা রাজ্যটি। শান্তির বাতাবরণ বিকশিত হয়েছিল। পর্যটন নিজের রূপে পল্লবিত হয়েছিল। পর্যটকদের ভিড় ক্রমেই উর্ধ্বমুখী হয়েছিল। অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা দ্রুত বলীয়ান হয়েছিল।

তবু অস্থিরতার বীজ বপন করা যে ভূখণ্ডের জন্মগত জিন-নেশা সেই পাকিস্তানের কি আর সহ্য হয় কাশ্মীরের শান্তি উদযাপন? সুতরাং লাগাও উগ্রপন্থা মিশন। পাকিস্তানের দৌলতে পহেলগাঁওয়ের ভূস্বর্গীয় মাটিতে। দাগাও বুলেট। করো

হত্যা। ধর্মের পরিচয়ে নির্বিচারে। তদন্তে নেমেছে রাজ্য পুলিশ, এনআইএ, সেনা ইন্টেলিজেন্স পৃথক ভাবে। দেশের স্বরাষ্ট্রীয় সমন্বয়ে।

এমনই নাছোড় নাগাড়ে তদন্তে উঠে এসেছে চমকে দেওয়ার মতো বেশ কিছু তথ্য। সংশ্লিষ্ট এই জঙ্গিরা হামলার আগে থেকে এ যাবৎ সময়কালে কাশ্মীরকেই ঠিকানা বানিয়ে রেখেছে। কখনও তাদের আশ্রয় দিয়েছে স্থানীয় কিছু মুসলিম কাশ্মীরি। কখনও তাদের খাবার জোগান দিয়ে সহায়তা করেছে এলাকার ভারতীয় নাগরিকেরা। আবার কখনও তাদের যাবতীয় জরুরি পরিষেবা জুটিয়ে পাশে থেকেছে আঞ্চলিক বসবাসকারীরা।

এখানেই প্রশ্ন উঠে আসে পরপর অনেকগুলো। এদেশের কাশ্মীরে থেকেও কেউ কেউ দেশের শত্রু জঙ্গিদের এমন জামাই আদর গোপনে করে থাকে কেন? এই প্রশ্নের পিছনে লুকিয়ে আছে বিভিন্ন মনস্কের লুকোচুরির রসায়ণ। যার মূল ভিত্তিতে রয়ে গেছে ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের হিসাব নিকেশ নামক রক্ত ঝরা হিংসাশ্রয়ী এজেন্ডা। নিজস্ব অস্তিত্ব সংকটের আশঙ্কা, চরম ধর্মীয় বিদ্বেষের মতো কারণগুলো পাকিস্তান জঙ্গিদের গোপন লালনের পথ তৈরি করে দিয়েছে দিনের পর দিন এদেশের মাটিতে। এছাড়া স্বজন এবং পরিজনের একটা অবিচ্ছেদ্য পারিবারিক শিকড় রয়ে গিয়েছে পাকিস্তানীর সঙ্গে কাশ্মীরির মধ্যে। সেই আত্মীয়তার সেতু ধরেও এখানে পাক জঙ্গিরা রীতিমতো প্রশ্রয় পেয়ে এসেছে অতি প্রয়োজনে। কাশ্মীরে রয়ে গিয়েছে অসংখ্য মাদ্রাসা। সেখানে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হয় ছোট ছোট পড়ুয়াদের। এগুলোর মধ্যে কিছু চালিত হয় পাক আর্থিক আনুকূল্যে এবং সীমান্ত পাড়ের উগ্রপন্থার অনুশীলনে। ফলে খুব সহজেই কিশোর ও যুবদের মধ্যে ভারত বিদ্বেষী মনোভাবের মগজ ধোলাইয়ের ভরকেন্দ্র হয়ে উঠেছে এই ধরনের মাদ্রাসাগুলো।

আরও এক ভয়ঙ্কর তথ্য এই সমস্ত তদন্তে উঠে এসেছে। যা হলো অস্বাভাবিক নিরন্তর দারিদ্র্য। সাধারণ কাশ্মীরিদের মধ্যে। তার উপর কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রায় শূণ্য। পর্যটন ছাড়া বিকল্প আয়ের সুযোগ ক্রমেই তলানিতে এসে ঠেকেছে। ফলে সমাজে অবহেলিত এই সমস্ত দরিদ্র পরিবারের সদস্যরা অনেক ক্ষেত্রেই পাকিস্তানের মদতপুষ্ট জঙ্গি সংগঠনের তরফে লোভনীয় নগদ অর্থ সরবরাহের প্রস্তাবকে উপেক্ষা করতে পারে না। বহুক্ষেত্রে এমনও ঘটে, সেই মহা দরিদ্র পরিবারের সদস্যরা ইচ্ছের বিরুদ্ধে সেই টাকা গ্রহণ করতে বাধ্য হয় ও জঙ্গিগোষ্ঠীতে যোগ দেয় অনিচ্ছা সত্ত্বেও। কেউ কেউ আবার এই দারিদ্রতার জন্য উগ্রপন্থীদের করা ব্ল্যাকমেইলের শিকার হয়ে যায়।

আরও একটা বড় কারণ কাশ্মীর ভিত্তিক ভৌগলিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও মানবিক বিন্যাসের প্রভাব। এখানকার একাংশ বাসিন্দা বাস্তবে ভারতের নাগরিক হলেও মনে প্রাণে তারা আজও অনেকটাই পাকিস্তানপন্থী। এটা মূলতঃ ধর্মীয় ও স্থানগত জাত্যাভিমানের এক অদ্ভুত উগ্রবলয়। যা লাগাতার ঘুর্ণনের কারণেই কাশ্মীরের বুকে এখনও এহেন জাত্যাভিমান কার্যত দগদগে ঘা হয়ে রয়ে গিয়েছে। যেখান থেকে ওই দোদুল্যমনা মানুষগুলো আজও প্রকৃত মুক্তির পথ খুঁজে পায়নি।

পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর প্রশ্রয় প্রাপ্ত বিভিন্ন জঙ্গি গোষ্ঠীর সদস্যরা কাশ্মীরবাসীর একাংশের এই অস্থির দুর্বলতাগুলোকে অত্যন্ত দক্ষতাবন ও সুক্ষ্মতার সঙ্গে প্রতিপালিত করে চলেছে বরাবর। অনুপ্রবেশের মাধ্যমে। ইন্টারনেটের বিস্তারে। মানব সূত্রের বন্ধনে। তাইতো তারা আজও কিছু কাশ্মীরবাসীর কাছে মাই ডিয়ার হয়েই রয়ে গেছে। যা আদতে ভূস্বর্গের দুর্ভাগ্যও।

সাংবাদিকের রোজনামচা

শ্রীতীরন্দাজ

আগুনের গুণ

ফাগুনের আগুন, কপালে আগুন, হিংসার আগুন, ক্রোধের আগুন। আগুন অনেকরকম। কিন্তু কলকাতার আগুনের গুণই আলাদা। এই আগুন লাগলেই দেখা যায় বিভাগীয় মন্ত্রী থেকে অগ্নি আমলাদের তৎপরতা। বোঝা যায়, অগ্নি নির্বাপনের বিধি না মেনে কত কিছু চলছে এই শহরে। পরিদর্শন হয়, সমীক্ষা হয়, ফরেন্সিক তদন্ত হয়, তবে আগুন লাগার সম্ভাবনা কমে না। এবার আবার স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মাঠে নেমেছেন। তিনি আগুনে ভোটের ঘি ঢালতে বারণ করেছেন। দেখা যাক এবার কে জেতে, আগুন না প্রশাসন।

পড়ার হাট

পানীয় জলের চাহিদা তুঙ্গে। রয়েছে সুসম আহারের অভাবও। পেটের খিদে কিছুটা মিটলেও মিটছিল না মনের খিদে। সে চাহিদা মেটাতে এগিয়ে এলেন কিছু বিদ্যানুরাগী সমাজসেবী। সকলের যৌথ উদ্যোগে বাঁকুড়া জেলার এক প্রান্তিক গ্রাম বাগডিহার মাহালি পাড়ায় চাটাই বিছিয়ে চালু হল পড়ার হাট। এ হাটে প্রথাগত শিক্ষার সঙ্গে মিলবে সংস্কৃতি শিক্ষার পসরাও। উপস্থিত ছিলেন সস্ত্রীক ডা. সৌমেন রক্ষিত ও দেবাশীষ গাঙ্গুলি। শিক্ষা প্রদানের দায়িত্ব নিলেন অসিত মণ্ডল ও ঝর্ণা মণ্ডল। এই অভিযান মডেল হয়ে উঠুক।

যুদ্ধ শুরু

পাহেলগাঁও জঙ্গী হামলার পর প্রত্যাঘাতের তাল ঠোকাঠুকি চলছে ভারত পাকিস্তানে। হামলার অভিঘাতে আহত ভারতবাসীর একটাই দাবী, এখনই প্রতিকার চাই। তবে তা কবে কোথায় কখন তার হদিশ পাওয়া না গেলেও টিভি চ্যানেলের কল্যাণে ভারতবাসীর ড্রয়িং রুমে যুদ্ধ চলছে সকাল, বিকাল, রাত্রি। তবে তা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ভারত-পাক নয়, বাক যুদ্ধ। চলছে একে অপরকে আক্রমণ, কটাক্ষ, বাদানুবাদ। সঙ্গের ছবিতে ছুটছে ট্যাঙ্ক, যুদ্ধ বিমান, যুদ্ধ জাহাজ, মিসাইল। এখন টিআরপি নাকি যুদ্ধেই বন্দি। তাই এই বাকযুদ্ধে বিরতি মেলার আশা কম।

মন নিয়ে

মনের শক্তি বিষয়ে ১২৫ বছর আগে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, ‘আমাদের মন বিশ্বব্যাপী বিরাট মনেরই অংশমাত্র।’ এই বিশ্বমনের রহস্য ভেদ করা খুব সহজ কাজ নয়। সে চেষ্টা যারা করেন তারা মনের গোয়েন্দা। এপ্রিলের শেষ দিন অক্ষয় তৃতীয়ায় এমনই এক মন গোয়েন্দা মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিনটি বই প্রকাশ হল চারুবাসনা গ্যালারিতে। নাম : ছটফটে, শূন্য পেলেও চলবে ও পরীক্ষা মানেই জুজু নয়। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। আলোচনা হল শৈশব-কৈশোরের একাকিত্ব প্রসঙ্গে।

নব আনন্দে জাগো

অক্ষয় তৃতীয়ার পূণ্যলগ্নে নতুন উদ্যমে পথচলা শুরু করল বি২ বাংলা। যোধপুর পার্কের নতুন অফিসে শুভেচ্ছা জানাতে উপস্থিত হলেন সাংবাদিক প্রণব গুহ, উজ্জ্বল দত্ত, সঞ্জিত দাস, শৌভিক সাহা, তমাল পাহাড়ী, গীতাঞ্জলি সেন ও অরিত্রিকা ভট্টাচার্য, হরিহর মণ্ডল, উৎপল দাস। এছাড়াও ছিলেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা প্রদীপ প্রসাদ, আইনজীবী শম্পা ঘোষ, পর্যটন বিশেষজ্ঞ প্রনোজিৎ বসু, শিল্পী মানব নাথ, কবি প্রজ্ঞা পারিজাত, শিবানন্দ, সবিতা বৈদ্য সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। আগামীদিনে সুপ্ত প্রতিভার সন্ধানের শপথ নিলেন ডিরেক্টর দীপক কুমার বণিক ও সম্পাদক ভৃগুরাম হালদার।

দেশ দেশান্তরে

ইউক্রেন ও যুক্তরাষ্ট্র চুক্তি সই

সুমন্ত ভৌমিক

গত বুধবার যুক্তরাষ্ট্র ও ইউক্রেনের মধ্যে কয়েক সপ্তাহ ধরে উত্তেজনা চলার পর দেশ দুটি একটি চুক্তিতে সই করেছে। ওয়াশিংটন ডিসিতে এই চুক্তি সই হয়। এর ফলে ওয়াশিংটন কিয়েভের মূল্যবান দুর্লভ খনিজ সম্পদে প্রবেশাধিকার পাবে এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটিকে তার পুনর্গঠনে তহবিল জোগান দেবে। চুক্তি সই হওয়ার ব্যাপারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কিছু অনিশ্চয়তা থাকলেও অবশেষে এটি সম্পন্ন হয়। চুক্তি সইয়ের ঘোষণা করে মার্কিন অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্ট

বলেন, যুক্তরাষ্ট্র-ইউক্রেন পুনর্গঠন বিনিয়োগ তহবিল প্রতিষ্ঠা রাশিয়ার প্রতি একটি বার্তা যে ট্রাম্প প্রশাসন দীর্ঘ মেয়াদে এক স্বাধীন, সার্বভৌম ও সমৃদ্ধ ইউক্রেন গড়ার শান্তি প্রক্রিয়ার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। স্কট বেসেন্ট আরও বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউক্রেনের জনগণের মধ্যে অংশীদারত্ব প্রতিষ্ঠার এ ভাবনা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের যা একটি টেকসই শান্তি ও সমৃদ্ধ ইউক্রেনের প্রতি উভয় পক্ষের প্রতিশ্রুতিই প্রতিফলিত করে। গত মার্চে হোয়াইট হাউসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির মধ্যে উত্তপ্ত বৈঠকের পর এ সম্পর্ক তলানিতে নেমেছিল। ট্রাম্প প্রশাসন এ চুক্তির বিস্তারিত প্রকাশ করেনি। স্পষ্ট করে বলতে গেলে, রাশিয়ার যুদ্ধচেষ্টায় অর্থ বা অন্যান্য সহায়তাদানকারী কোন রাষ্ট্র বা ব্যক্তিকে ইউক্রেনের পুনর্গঠন থেকে উপকৃত হতে দেওয়া হবে না, বলেন মার্কিন অর্থমন্ত্রী। এ নিয়ে কয়েক সপ্তাহ ধরে জোর দর কষাকষি করে দুই দেশ। যুক্তরাষ্ট্র-ইউক্রেন সম্পর্কের ক্ষেত্রে এ চুক্তি একটি অগ্রগতি নির্দেশ করছে। মন্ত্রণালয় আরও জানায়, তহবিলের সম্পূর্ণ অর্থ প্রথম ১০ বছর শুধু ইউক্রেনে বিনিয়োগ করা হবে, এরপর লাভ অংশীদারদের মধ্যে বন্টন করা হতে পারে। তহবিলে দুই পক্ষের সমান সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা থাকবে। এ চুক্তি শুধু ভবিষ্যতের মার্কিন সামরিক সহায়তায় নজর দেবে, অতীতের সহায়তা এতে অন্তর্ভুক্ত নয়। ইউক্রেনের অর্থমন্ত্রী ইউলিয়া সিরিদেনকো বলেন, এ চুক্তি বিস্তারিত আলোচনার ফল এবং আমি দুই পক্ষের মধ্যস্থতাকারী দলকে তাদের পেশাদারি ও নিষ্ঠার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই। আমরা পারস্পরিক স্বার্থের ক্ষেত্রে উপকারী একটি রূপকাঠামো তৈরি করেছি। ইউক্রেনের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের টেকসই শান্তির প্রতিশ্রুতি ও বৈশ্বিক নিরাপত্তায় ইউক্রেনের অবদানের স্বীকৃতিও দেয় এ চুক্তি। সিরিদেনকো আর বলেন, আমরা শুধু বিনিয়োগই পেতে যাচ্ছি না, বরং এমন একটি কৌশলগত অংশীদারকেও পাচ্ছি, যারা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উদ্ভাবনে সহায়তা করতে আমাদের সঙ্গে কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ চুক্তির ফলে ইউক্রেন তার ভূগর্ভস্থ সম্পদ, অবকাঠামো ও প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখবে এবং এটি ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগদানের প্রচেষ্টায় কোন বাধা তৈরি করবে না।

প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের কাছে হামলা

গত বৃহস্পতিবার রাতে সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের কাছে একটি হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। একই সঙ্গে নেতানিয়াহু আবার সিরিয়ায় বসবাসরত দ্রুজ সম্প্রদায়ের সদস্যদের রক্ষার অঙ্গীকার করেছেন। সিরিয়ার অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট আহমেদ আল শারার জন্য বিষয়টি একটি অতিরিক্ত চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। কেননা তিনি দ্বিধাবিভক্ত দেশটিতে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছেন। এক প্রতিবেদনে বলা হয়, দ্রুজ হলো সিরিয়ায় বসবাসরত একটি ক্ষুদ্র ধর্মীয় গোষ্ঠী। ধর্মবিশ্বাসের দিক থেকে তারা ইসলাম ধর্মের একটি শাখা হিসেবে বিবেচিত। সিরিয়া ছাড়াও লেবানন ও ইসরায়েলে এই ধর্মীয় গোষ্ঠীর লোকদের বসবাস রয়েছে। সংখ্যালঘু দ্রুজদের রক্ষার অঙ্গীকারের কথা বলে ইসরায়েল এ নিয়ে পরপর দুই দিন সিরিয়ায় হামলা চালাল। এর আগে গত বুধবার সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কের উপকণ্ঠে ইসরায়েল হামলা চালায়। সম্প্রতি দামেস্কের সাহনায়াহ শহরে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষে ৪০ জন নিহত হয়। এলাকাটিতে দ্রুজ ও খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের লোকেরা বসবাস করে। সে সময় দ্রুজদের ওপর হামলার বিষয়ে সতর্ক করেছিল ইসরায়েল।

এই হামলাগুলো সিরিয়ার বর্তমান ক্ষমতাসীনদের প্রতি ইসরায়েলের গভীর অবিশ্বাসকে প্রতিফলিত করে। সিরিয়ার দামেস্কের উপকণ্ঠে হামলা চালায়। ইসরায়েল সরকার জানিয়েছে, দ্রুজ সম্প্রদায়ের সদস্যদের ওপর একটি কট্টরপন্থী গোষ্ঠীর হামলার জবাবে এ হামলা চালানো হয়েছে। অন্যদিকে এমন হামলাকে অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বিদেশি হস্তক্ষেপ বলে নিন্দা জানায় সিরিয়া। তবে সিরিয়ার এই বিবৃতিতে ইসরায়েলের নাম উল্লেখ করা হয়নি।

সান্দাকফু ঢেকেছে বরফের চাদরে। ছবি : জয়ন্ত চক্রবর্তী

১০ রাউন্ড কার্তুজ সহ গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি : শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের ভক্তিনগর থানার অন্তর্গত বৈকুণ্ঠ পল্লী এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১০ রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করলো ভক্তিনগর থানার পুলিশ। ১ মে রাত ১১টা নাগাদ ভক্তিনগর থানার এন্টি ক্রাইম উইং–এর পুলিশ দেখেন বৈকুণ্ঠপল্লী পাইপলাইন এলাকা দিয়ে এক যুবক আগ্নেয়াস্ত্রের কার্তুজ নিয়ে যাচ্ছে।

এরপর পুলিশ অভিযানে ধরা পড়ে যায় দুষ্কৃতী। তার হেফাজত থেকে উদ্ধার হয় ১০রাউন্ড ৭'২ এমএম–এর কার্তুজ। ধৃতের নাম রাকেশ মিস্ত্রি, খোলা চাঁদ ফাপড়ী এলাকার বাসিন্দা। কি কারনে ও কার কাছ থেকে সে এই কার্তুজ সংগ্রহ করেছিল যাবতীয় বিষয় খতিয়ে দেখছে ভক্তিনগর থানার পুলিশ। ভক্তিনগর থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত এর আগেও বেশ কিছু সমাজবিরোধী কার্যকলাপের কারণে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছিল। ধৃতকে জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠায় ভক্তিনগর থানা।

অভাবে ভোগান্তি যাত্রীদের

প্রথম পাতার পর

নিত্যযাত্রীদের দাবি অবিলম্বে ১ নম্বর প্লাটফর্মটিকে চালু করা হোক। ২ নম্বর ও ৩ নম্বর প্লাটফর্মের পরে আছে ৪ ও ৫ নম্বর প্লাটফর্ম। যেখানে চক্ররেল থামে। ২ নম্বর, ৩ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ৪ ও ৫ নম্বর প্লাটফর্মে যাওয়ার জন্য ফুটওভার ব্রিজ আছে। কিন্তু সেই ফুট ওভার ব্রিজ অত্যন্ত সংকীর্ণ। নিত্যযাত্রীরা জানাচ্ছেন প্রয়োজনে রেল দপ্তর আরও একটা ফুটওভার ব্রিজ তৈরি করুক। বজবজ থেকে শিয়ালদাগামী ট্রেন যখন ২নম্বর প্লাটফর্মে দাঁড়ায় তখন যাত্রীরা ফুট ওভার ব্রিজ ব্যবহার না করে অনেকেই সামনের দিকে হেঁটে গিয়ে লাইন ক্রস করে মেট্রোরেলের যেখানে কাজ হচ্ছে সেখান দিয়ে মূল রাস্তায় আগে যেত। ওখানে একটা ফুটওভার ব্রিজ আছে কিন্তু মেট্রো চলাচল শেষ হয়ে গেলেই সেটা বন্ধ হয়ে যায়। ফলে যাত্রীসাধারনের বিশেষ অসুবিধা হচ্ছে। অনেকে কোনওরকমে ফাঁক গলে মূল রাস্তায় যাচ্ছেন। রেল দপ্তর ও মেট্রো রেল পরস্পর কথা বলে যদি এখানে ফুটওভার ব্রিজটা খুলে রাখার ব্যবস্থা করে, তাহলে নিত্যযাত্রীদের সুবিধা হয়। ১ নম্বর প্লাটফর্মে সুলভ শৌচাগার থাকলেও সেটা অত্যন্ত অপরিষ্কার। ২ ও ৩ নম্বর প্লাটফর্মে সর্বাধিক যাত্রী চলাচল করলেও এখানে পর্যাপ্ত শৌচালয়ের ব্যবস্থা নেই। বিশেষ করে মহিলাদের জন্য কোনও ব্যবস্থা নেই। ২ ও ৩ নম্বর প্লাটফর্মের শেষে ১টি পুরুষদের জন্য শৌচালয় আছে যেটার মাথায় কোনও ছাদ নেই। তার ওপর ২নম্বর ও ৩ নম্বর প্লাটফর্মে যে পানীয় জলের ব্যবস্থা আছে তা রেল দপ্তরের দীর্ঘদিনের আগের পরিষেবার একটি বিষয়। কিন্তু সেই জল কতটা স্বাস্থ্যসম্মত তা নিয়ে প্রশ্ন আছে। দীর্ঘদিন নাকি কোনও পরীক্ষা হয়নি। সূত্রের খবর রেল দপ্তর যে পানীয় জল সরবরাহ করে রেলের স্টাফরা নাকি সেই পানীয় জল খায় না। তারা প্যাকেট বন্দি বা বোতলবন্দী জল বাজার থেকে কিনে খায়। অবিলম্বে পানীয় জলের বিষয়টা রেল দপ্তরের দেখা উচিত বলে নিত্যযাত্রীরা দাবি করছেন। মাঝেরহাট স্টেশনের যিনি স্টেশন ম্যানেজারের দায়িত্বে আছেন মহম্মদ হানিফ গত বৃহস্পতিবার গিয়ে তার দপ্তর বন্ধ চোখে পড়ল। পরে খবর নিয়ে জানা গেল তিনি অসুস্থতার কারণে ছুটিতে আছেন তাই মতামত জানা সম্ভব হয়নি।

সমাজ বিরোধীদের আড্ডা

প্রথম পাতার পর

কিন্তু তারা কয়েকদিন আসার পরে আর আসেননি। মদ–জুয়ার আসর বসলে পুলিশকে বলা হবে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। নন্দকুমারপুরে এই কর্মতীর্থে উপর ও নিচে মিলিয়ে আনুমানিক ৫০টির বেশি দোকান আছে। তার অধিকাংশই এখন ভগ্ন অবস্থায় পড়ে। দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকার ফলে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে এই কর্মতীর্থ। স্থানীয় বাসিন্দারা এও বলেন, এলাকার দোকানদাররা এতে বসতে চান না। কারণ, রায়দিঘি কাছারি মোড় সংলগ্ন রায়দিঘি বাজার থেকে অনেক দূরে এই কর্মতীর্থ। সেই বাজার থেকে মালপত্র কিনে এনে তবেই বসতে হবে। স্থানীয় প্রশাসন কর্মতীর্থ চালু করার ব্যাপারে সদর্থক ভূমিকা নেয়নি। এই কর্মতীর্থে ভিড় করে মদ–জুয়ার আড্ডা বসায়। এই ব্যাপারে স্থানীয় পঞ্চায়েতকে জানানো হলেও কাজ হয়নি। তবে এটি সংস্কার করে দ্রুত কিভাবে কাজে লাগানো যায় তা দেখবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন বিধায়ক।

নিজবালিয়ার জাতীয় উৎসব সিংহবাহিনী পূজা

অসীম কুমার মিত্র

হাওড়া জেলার জগৎবল্লভপুর থানার পাতিহাল গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন নিজবালিয়া গ্রাম। পূর্বে এই গ্রামটি ছিল প্রাচীন বালিয়া পরগণার অন্তর্গত। 'বালিয়া' শব্দযুক্ত এই গ্রাম নামের উৎপত্তি সম্ভবত মাটির গঠন অনুযায়ী। নিজবালিয়া মৌজার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত, বহু প্রাচীন, নিমকাঠে নির্মিত দেবী সিংহবাহিনী মূর্তি এবং আটচালা মন্দির জেলার মধ্যে দর্শনীয় স্থান হলেও, অনেকেরই তা আজও অজানা।

নিজবালিয়া গ্রামের দেবী সিংহবাহিনীকে ঘিরে রয়েছে নানা অলৌকিক দৈবীমহিমা সম্পর্কিত বহু জনশ্রুতি। সিংহবাহিনী মন্দিরের সামনে রয়েছে উন্মুক্ত প্রাঙ্গন। এই প্রাঙ্গন থেকেই উঠে গিয়েছে মার্বেল বাঁধানো সিঁড়ি। কয়েক ধাপ ওঠার পরই মন্দিরের সিংহদ্বার। দরজার সামনে দাঁড়িয়েই দৃষ্টি থমকে যাবে–মাটিতে প্রোথিত গাঢ় লাল রঙের যূপকাষ্ট। ছেদ স্থানটি সিমেন্টের প্লেটে আচ্ছাদিত। বলির সময় প্লেটগুলি সরিয়ে নেওয়া হয়। দরজা উন্মুক্ত থাকলে এখান থেকে সরলরেখায় দেবীমূর্তি দর্শন হয়। এরপর নাটমণ্ডপ। মণ্ডপটি দৈর্ঘ্যে–প্রস্থে ২০'×১২'। মণ্ডপ পেরিয়ে প্রায় ১০ হাত বাঁধানো খোলা চত্বর। তারপরই দেবীর আটচালা মন্দির। মন্দিরটি খুবই দৃষ্টিনন্দন। মন্দির সংযুক্ত চারচালা জগমোহনযুক্ত মন্দির। মূল মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত জগমোহনটি ভক্তদের বসার জায়গা। স্থানীয় মানুষ এই স্থানটিকে জোড়–বাংলো বলেন। ভক্তরা এখান থেকেই পূজাসামগ্রী মন্দিরের ভেতরে এগিয়ে দেন; দেবীদর্শন ও পূজাপাঠ নিরীক্ষণ করেন। জগমোহন থেকে বেরিয়ে গর্ভগৃহ। তার ঈষৎ উত্তরে দেবীর রন্ধনশালা। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নিত্য সেবার যাবতীয় প্রসাদ, নৈবেদ্য, পাকাভোগ এবং শীতলাদি সব সেখানেই প্রস্তুত হয়। দেবী দক্ষিণাস্যা অষ্টভূজা সিংহবাহিনী। সিংহবাহিনী আদ্যাশক্তি মহামায়া দেবী ভগবতীর এক রূপ। দেবী কাঞ্চনবর্ণা। উচ্চতা প্রায় দেড় মিটার। দেবীর ডানদিকের হস্তসমূহে ধৃত অসি, বাণ ও পাশ, বামদিকের হস্তসমূহে ঢাল, ধনুর্বাণ এবং শঙ্খ। অবশিষ্ট দক্ষিণ ও বাম হাত দুটিতে বর ও অভয়মুদ্রা। তাঁর পায়ের নীচে বাহন এক শ্বেতসিংহ; যার পিঠের উপর দাঁড়িয়ে তিনি অলৌকিক হাসি হাসছেন। পূর্ব–পশ্চিমে প্রসারিত মর্মরগঠিত সিংহাসনে দেবী অধিষ্ঠিতা। সিংহাসনের বহির্ভাগে নীচ থেকে ওপর পর্যন্ত দুপাশে থাকে থাকে সাজানো ১২টি দর্শনীয় কাচের শিবমূর্তি। আর ভেতরের অংশে দেবীর দুই পাশে নক্‌শা করা দশমহাবিদ্যার রূপ। তাঁর মাথার উপরে উপবিষ্ট হরনাথ, তাঁর পাশে বাহন, হৃষ্টপুষ্ট একটি ষাঁড়। দেবী দারু নির্মিতা, নিমকাঠের। কে বা কারা বা কখন এই জ্যোর্তিময়ী, অপরূপা ও অনুপম দেবীমূর্তি নির্মাণ করেছিলেন তার সঠিক হদিস আজও পাওয়া যায়নি। গবেষকদের অনুমান অনুযায়ী এই মূর্তি যদি ষোড়শ শতকের হয়, তাহলে বিগত ৫০০ বছর ধরে সেই আদি মূর্তি আজ অবধি অবিকৃত, অসাধারণ সৌন্দর্যে অটুট। দশ–বারো বছর ছাড়া অঙ্গরাগ করা হয় মাত্র।

লোক গবেষক শিবেন্দু মান্নার মতে দেবী সিংহবাহিনী আদতে ছিলেন স্থানীয় এক ভূস্বামী বংশের কুলদেবী। তিনি ১৬৮৩ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমানের রাজা কৃষ্ণরাম রায়ের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। কৃষ্ণরাম প্রচুর ভূসম্পত্তি দেবী সিংহবাহিনীর নামে দান করেছিলেন। বালিয়া পরগণায় দশভূজার পূজা নিষিদ্ধ হলেও শরৎকালের পূজাটি কিন্তু বাদ যায় না। এই অষ্টভূজার মন্দিরেই সেটি অনুষ্ঠিত হয় এবং একেবারে পূজার নির্ঘণ্ট ধরে। নবমীতে বলিদানও হয়। তবে এখানে দুর্গাপুজা না হলেও অন্যান্য দেব–দেবীর পুজোয় বাধা নেই। প্রথা হল, যাঁর বাড়িতে যে পুজোই হোক, সর্বাগ্রে সিংহবাহিনীকে পূজা দিয়ে সেখানে পূজা করতে হবে। কারণ, ইনিই এই পরগনার একচ্ছত্র অধীশ্বরী। এখানে সমস্ত দেব–দেবীর মূর্তির বিসর্জন হয় দেবীর নিজস্ব দিঘিতে।

সিংহবাহিনীর নিত্যসেবার পদ্ধতি হল, সকাল দশটায় পূজা। বারোটায় ভোগ। ভোগে মাছ অবশ্যই চাই। তারপর দরজা বন্ধ। সন্ধ্যায় শীতল এবং আরতি। পূজার জন্য ৬ জন পূজারী আছেন। এছাড়া পূজার ফুলের জন্য মালি, মন্দির ধোঁয়া–মোছার লোক, রান্নার জোগাড়ে, পাচক, আরতির সময় বাজাবার জন্য ঢুলি সব নির্দিষ্ট আছে। এঁরা প্রতিদিন প্রসাদ পান এবং মাসিক পারিশ্রমিকও পান। দেবীর স্টেট থেকেই এসব চলে। সেবাইত কমিটি আছে, তাঁরাই এসব দেখাশোনা করেন।

দেবীর মূল উৎসব হয় বৈশাখের সীতানবমী তিথিতে। শ্রীরামনবমীর ঠিক একমাস পরে। গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকায় এর উল্লেখ আছে। এই পূজার বৈশিষ্ট্য হল, পূজার(সীতানবমীর দিন ধরে) তিনদিন আগে থেকে চণ্ডীপাঠ হয়। বিভিন্ন এলাকা থেকে ২০ জন পণ্ডিত আসেন চণ্ডীপাঠের জন্য। মূল মন্দিরে ২ জন, জগমোহনে (জোড়বাংলো) ২ জন, নাটমণ্ডপে ২ জন এবং বাঁধানো চত্বরে প্যান্ডেলের নীচে ১৪ জন সমবেতভাবে স্তোত্রপাঠ করেন। সাথে হোমযজ্ঞও হয়। ৫ কিলো ঘিয়ের হোমে চার কুইন্টাল বেলকাঠ লাগে। এছাড়া মায়ের পূজা–আরতি তো আছেই। সন্ধ্যায় একটি আনন্দানুষ্ঠান – বাজি পোড়ানো। দেবীর মন্দিরের পশ্চিম দিকে যে দিঘি আছে তার পাড়েই এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

পরের দিনের অনুষ্ঠান হল অন্নকূট মহোৎসব। জানা যায়, ১৩৪৭ সালের আগে এই বালিয়া গ্রামগুলি একবার মহামারী ও দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে। বহু মানুষের অকালমৃত্যু ঘটে– এলাকার মানুষ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। ইতিমধ্যে গ্রামের কয়েকজন প্রবীণ মানুষ কাশীতে বিশ্বনাথ দর্শনে যান। তাঁরা সেখানে অন্নপূর্ণার অন্নকূট মহোৎসব দর্শন করেন এবং ফিরে এসেই গ্রামগুলির সহযোগিতায় সিংহবাহিনীর অন্নকূট মহোৎসবের সূচনা করেন। মূলত বালিয়া পরগণার অনুষ্ঠান হলেও পরবর্তীকালে এটি দূরদুরান্তের মানুষের উৎসবে পরিণত হয়েছে।

অন্নকূটের দিন সকাল থেকেই চলে পূজা, আরাধনা, চন্ডীপাঠ ইত্যাদি। দুপুরে অন্নকূট উৎসবের ভোগ প্রস্তুত হয়। প্রায় ৩০ জন লোক রসুই করেন এবং মালসায় ভোগ সাজান কমপক্ষে ২৫ জন। নাটমণ্ডপে ভোগ রাখা হয় মেঝের উপর। নিয়ম হল, নতুন খেঁজুর পাতার চাটাই কিনে সেগুলিকে পরিপাটি করে ধুয়ে তার ওপর অন্নভোগ রাখা হয়। অন্নভোগের পাশাপশি থাকে খিচুড়ি, সাতরকম ভাজা এবং আরো নানাবিধ ব্যঞ্জন– এঁচোড়, পটল, ফুলকপি, শুক্তো, আমের চাটনি ইত্যাদি। এছাড়া ফলমূলাদি, দধি, সন্দেশ, ক্ষীর, পায়েস ও মুনুই ইত্যাদি। এই সমস্ত ভোগই রাখার নিয়ম মাটির পাত্রে। ভোগ নিবেদনের পদ্ধতিটিও বেশ অভিনব। নাটমণ্ডপে মূল ভোগ(অন্ন)চূড় করে রাখা হয় দেবীর জিহ্বাসমান, যাতে করে গর্ভগৃহ থেকে তিনি সরাসরি দৃষ্টি দিতে পারেন। এবার মণ্ডপের সিলিং–এ একটি ঘি–ভর্তি স্টিলের পাত্র ঝোলানো থাকে। তার তলায় ছোট ছিদ্র, সেখানে একখন্ড কুশ ঢোকানো থাকে। ওই ছিদ্র দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় সেই ঘি ভোগে পড়তে থাকে। বর্তমানে তার উপরে বৈদ্যুতিক আলোকরশ্মি ফেলে নয়নাভিরাম করা হয়েছে।

অন্নকূট উৎসবের অঙ্গীভূত আর একটি অনুষ্ঠান হল 'মঙ্গলঘট প্রদক্ষিণ'। ওইদিন বিকেলে ঢাক–ঢোল সানাইয়ের শব্দে মন্দির প্রাঙ্গণ ভরে উঠতেই শুরু হয় প্রদক্ষিণ। দেবী ঘট মাথায় নিয়ে নানা রঙের শাড়ি পরিহিতা কিশোরীর দল শঙ্খ ও উলুধ্বনি দিতে দিতে আগে আগে যান। তাঁদের পেছনেই থাকেন থালার ওপর পত্রপুষ্প শোভিত ঘট মাথায় নিয়ে গ্রামের কোনো পুরুষ। তাঁদের পিছনে অগণিত নারী–পুরুষের মিছিল। গ্রাম প্রদক্ষিণ শেষে ঘট আসে মন্দিরে। এরপর দেবীর দর্শন এবং প্রসাদ বিতরণ 'অন্নকূট'। মালসায় সাড়ে সাত হাজার এবং ঠোঙ্গায় সাড়ে বারো হাজার অর্থাৎ প্রায় ২০ হাজারের প্রসাদের ব্যবস্থা। ছোট খাটো মেলা বসে এখানে। এরপর সপ্তাহব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যাত্রা, নাটক, গান, নাচ, নৃত্যনাট্য প্রভৃতি পরিবেশিত হয়। সাড়া জাগানো উৎসব। যেহেতু শারদীয়ায় এখানে সেরকম কোনো উৎসব হয় না, সেজন্য দেবী সিংহবাহিনীর পূজা ও অন্নকূট উৎসবই হল এখানকার জাতীয় উৎসব। কিভাবে যাবেনঃ কলকাতা থেকে নিজবালিয়ার দূরত্ব ৩৩ কিলোমিটার। হাওড়া বাসস্ট্যান্ড বা ধর্মতলা সি.টি.সি. স্ট্যান্ড থেকে মুন্সিরহাট বাসে উঠে পাতিহালে নেমে সেখান থেকে রিক্সাভ্যান বা অটো বা টোটোয় যাওয়া যায়। এছাড়া হাওড়া–খান্দারঘাট মিনিবাসে চেপে সরাসরি যাওয়া যায়। হাওড়া–আমতা ট্রেনপথে পাতিহাল স্টেশনে নেমে অথবা হাওড়া–খড়গপুর ট্রেনে উঠে সাঁকরাইল স্টেশনে নেমে সেখান থেকে মুন্সীরহাট রুটের ট্রেকার ধরে বেলেবাজার (পঞ্চবটী) স্টপেজে নেমে নিজবালিয়া গ্রামে ঢুকে সামান্য হাঁটা পথ পেরিয়ে সিংহবাহিনী মন্দিরে আসা যায়।

তথ্যসূত্রঃ শিল্প ও সংস্কৃতিঃ হাওড়া,রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়,

ছবিঃ সৌরভ মাইতি ও আলয় বসু

পুজোর আগেই কি ঘরে ঘরে ঢুকবে

প্রথম পাতার পর

এই গ্রীষ্মকালে পানীয় জলের জন্য যখন হাহাকার হচ্ছে তখন মানুষ চাইছে তাদের বাড়িতে যে ট্যাপ কল লাগানো হয়েছে তাতে জলের সংযোগ খুব তাড়াতাড়ি দেওয়া হোক। অধিকাংশ মানুষকেই এখন বাজার থেকে জার বন্দি জল কিনে খেতে হচ্ছে। এই পানীয় জলের সংযোগ দেরি হওয়ার কারণ কি? জেলাশাসকের ওই সভা সূত্রে জানা যাচ্ছে যে, রাজ্য সরকারের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের জল জীবন মিশন প্রকল্প থেকেও একটা টাকা বরাদ্দ হবার কথা ছিল। কিন্তু দীর্ঘ ৬ মাস ধরে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ আসছে না। তার ফলে যে ঠিকাদার সংস্থা কাজ করছিল তাদের পেমেন্ট দিতেও দেরি হচ্ছিল, তাই তারা নাকি কাজও বন্ধ করে দিয়েছে। বা কোনও কোনও ক্ষেত্রে কম সংখ্যক শ্রমিক নিয়ে কাজ করায় কাজ করতে অনেক ঢিলেমি বা দেরি হয়েছে। নতুন করে আবার ঠিকাদার সংস্থা নিয়োগ করা হয়েছে। বিষয়গুলি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েরও জানা আছে। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের মন্ত্রী পুলক রায় সমগ্র বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী নাকি আশ্বাস দিয়েছেন যে কেন্দ্র সরকার না দিক রাজ্যের টাকাতেই খুব দ্রুত আর্সেনিক মুক্ত পানীয় জলের বাড়ি বাড়ি যে সংযোগ সেটা সম্পন্ন করা হবে। সমগ্র বিষয়টি নিয়ে জেলাশাসক নজরদারি করেন এবং দ্রুত কাজ শেষ করার জন্য পিএইচির ইঞ্জিনিয়ার সহ অন্যান্য আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। ওই সভাসূত্রের খবর আগামী শারদ উৎসবের আগেই আর্সেনিক মুক্ত পানীয় জলের সংযোগ বাড়ি বাড়ি পৌঁছে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ডায়মন্ডহারবার–মুচিশা

প্রথম পাতার পর

পারছিলেন না এখন মনে হচ্ছে এই রেল সম্প্রসারণের স্বপ্ন বাস্তবে রূপ পেতে চলেছে। বাখরাহাট ব্যবসায়ী সুরক্ষা কমিটির সম্পাদক কাজল দত্ত এই প্রসঙ্গে জানালেন, যদি রাজ্য সরকার ও কেন্দ্র সরকার যৌথভাবে এই প্রকল্পটিকে বাস্তবায়িত করে তাহলে গ্রামাঞ্চলের বিশেষ করে ফলতা, সাতগাছিয়া ও বজবজ এলাকার মানুষের বিশেষ উপকার হবে। এখন দেখার রাজ্য সরকার কতটা এ ব্যাপারে উদ্যোগী হয় এবং কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রক কতটা তৎপরতা শুরু করে।

প্রত্যাঘাত কবে

প্রথম পাতার পর

তাই ১৪০ কোটি দেশবাসী দিন গুনছে যুদ্ধ যুদ্ধ মনোভাব ছেড়ে কবে ভারত সরাসরি আক্রমণ করবে পাকিস্তানকে বা কঠিন প্রত্যাঘাত করবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে সেই প্রত্যাঘাতের দিন কবে কখন। কেন ভারতকে এত ভাবতে হচ্ছে। তাহলে কি ভারত সরাসরি যুদ্ধ মোড়ে না গিয়ে সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের মাধ্যমেই পাকিস্তানকে সবক শেখাবে? বিশেষজ্ঞ মহলের মতে ভারত এই মুহূর্তে ইকোনোমিক্যালি গোটা বিশ্বের মধ্যে চতুর্থ স্থান অধিকার করে আছে। যেখানে পাকিস্তানের স্থান ৪৪। আসলে ভারত চাইছে ক্রমশ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উপরের দিকে উঠতে। যদি এই অসময়ে যুদ্ধ বাদে তাহলে ভারতেরও পাকিস্তানকে সবক সেখাতে গিয়ে খরচ বাড়বে, সেখানে ভারতের অর্থনীতির ওপরও একটা প্রভাব পড়বে। তাই হয়তো ভারত চাইছে অন্য কোন বিকল্প পদ্ধতির মাধ্যমে সরাসরি যুদ্ধে না গিয়ে পাকিস্তানকে অন্যভাবে টাইট দিতে। ইতিমধ্যেই বাণিজ্য ও সিন্ধুর জল বন্ধ করে দিয়ে পাকিস্তানকে ভাতে মারার কাজ শুরু হয়েছে। তার ওপরে কূটনৈতিক নানা কারণও ভারতকে ভাবাচ্ছে। পাকিস্তান রটাতে শুরু করেছে চিন এবং তাদের সবথেকে বেশি অস্ত্র সরবরাহকারী তুরস্ক তাদের পাশে আছে। যদিও সরাসরিভাবে চিন ও তুরস্কের সরকার কোনও বিবৃতি দেয়নি। বিশ্বের অধিকাংশ দেশ এখন ভারতবর্ষের পাশে দাঁড়িয়েছে। এটা পাকিস্তানও এখন হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছে। ভারত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এমন একটা পরিবেশ তৈরি করেছে আতঙ্কে পাকিস্তানের অনেক সেনা অফিসার ইতিমধ্যেই পদত্যাগ করে অন্যত্র পালিয়ে যাচ্ছেন বলে খবর। তাহলে ভারত কি আরও একটু সময় নিয়ে ধীরে ধীরে পাকিস্তানকে সমস্ত দিক দিয়ে দুর্বল করে দিয়ে কোন দুর্বল মুহূর্তে পাকিস্তানের প্রতি প্রত্যাঘাত আনবে। এটাই এখন আগামী দিনে দেখার ১৪০ কোটি দেশবাসীর।

যুদ্ধের আশঙ্কায় স্থল বন্দরে

প্রথম পাতার পর

এখানে এখন সেনা তৎপরতা দেখা যাচ্ছে। উপর থেকে অর্ডার যেভাবে আসছে, তার উপর নির্ভর করে এখানে বিএসএফ আর মিলিটারিরা সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। এ প্রান্তের যাত্রীরা বেরিয়ে আসছে। ও প্রান্তের যাত্রীর সংখ্যাও কমে গিয়েছে। এখন তো মেডিকেল ভিসাও পাওয়া যাচ্ছে না। পাচার প্রক্রিয়া যে একেবারে বন্ধ এমন নয়। তার কারণ আমাদের গাড়ির লাইনে কোনও কোনও গাড়ির ড্রাইভার, খালাসিরাও পাচার প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকে। আমাদের দেশের প্রায় ২০–২৫ টা ট্রাক এখনও বাংলাদেশে আটকে আছে। এখানের ড্রাইভাররা ফেন্সিডিল, গাঁজা ইত্যাদি পাচার কাণ্ডে ধরা পড়ায় এখন তো আমরা মুভমেন্টও করতে পারছিনা। ওদিককার ক্লিয়ারিং এজেন্টদের উপর আমাদের নির্ভর করতে হচ্ছে। আমদানি–রপ্তানি বাণিজ্যের উপরেই মূলত বনগাঁর অর্থনীতি নির্ভরশীল। সেক্ষেত্রে এই বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গেলে কি অবস্থা হবে, সেই আশঙ্কাতেই আমরা দিন কাটাচ্ছি।' উত্তর ২৪ পরগণার বসিরহাট মহাকুমার স্বরূপনগর ও হিঙ্গলগঞ্জের ৫০ কিলোমিটার জলসীমান্তে অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। পাশাপাশি দক্ষিণ ২৪ পরগণার সুন্দরবনের কলপথ সীমান্ত নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। ১৫০ কিলোমিটার জল সীমানা পথে অনুপ্রবেশ ঠেকাতে নদী ও বনভূমি অঞ্চলে বিএসএফ মোতায়েন করা হয়েছে। চলছে ভাসমান বর্ডার আউটপোষ্ট। বঙ্গোপসাগর অংশে উপকূল রক্ষী বাহিনী ড্রোন, সেন্সর, নাইট ভিসন ক্যামেরা নিয়ে নজরদারি চালাচ্ছে। উপকূলীয় থানাগুলির পক্ষ থেকেও রাতেও নদীপথে টহল দেওয়া হচ্ছে। সুন্দরবন পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার বলেন, রুটিন নজরদারির পাশাপাশি উপকূলবর্তী এলাকায় নজরদারি বাড়তি জোর দেওয়া হয়েছে।

পদবী পরিবর্তনে মহিলাদের অনীহা ক্ষমতায়নের ভাবনায়

প্রথম পাতার পর

যাকে বলা হয় যৌতুক। আরও সুন্দরভাবে বলা যায় ডিজিটাল ভিক্ষা। এরপর আসে বিয়ের পরের কথা। যদি পিতৃগৃহে শিক্ষা অর্জন করে শিক্ষিত হয়েও নারী শ্বশুরবাড়িতে আসেন, অনেক ক্ষেত্রে সেখানেও তাঁর চাকরি করার সুযোগ থাকে না। কারণ এখনও অনেক শিক্ষিত পরিবারেই একটা অশিক্ষিত চিন্তাধারার আবহ বিরাজ করে। সেটা হলো, ঘরের বউ বাইরে চাকরি করতে গেলে সংসার সামলাবে কে? আর বাচ্চারা তো বিনা শাসনে উচ্ছন্নে যাবে। নিরাপত্তা প্রত্যেকের জন্যই একটি মৌলিক অধিকার। সেটা জীবনের হোক কিংবা সম্মানের। বাসা থেকে একা বের হওয়া কিংবা একটু রাত করে বাসার বাইরে থাকলে যেন অভিভাবকদের নাভিশ্বাস উঠে যায়। চিন্তার ছাপ তাদের চোখে–মুখে লেপ্টে থাকে। তাদের মেয়েটা ঠিক আছে কিনা, নিরাপদে বাসায় ফিরতে পারবে কিনা, এসব নিয়ে ভাবতে ভাবতেই তারা কূল–কিনারা হারিয়ে ফেলেন। কিন্তু উপরোক্ত একটা প্রতিবন্ধকতাও কি কোনও পুরুষের মোকাবেলা করতে হয়? এই সমাজব্যবস্থা কি সত্যিকার অর্থে নারীদের অধিকার বাস্তবায়ন করতে পেরেছে? নাকি সেটা শুধুমাত্র লিখিত এবং মৌখিকভাবে জাহির করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ? প্রশ্নটা কিন্তু থেকেই গেছে উপস্থিত আমন্ত্রিত নারী অতিথিদের মন্তব্যের অন্তরে।

টাইমস অফ ইন্ডিয়ার কলকাতা টাইমের সম্পাদিকা চন্দ্রিমা পাল জানান, 'আজকাল ভারতের ৪০ শতাংশ মহিলারা বিয়ের পর তাঁদের পদবী পরিবর্তন করতে আগ্রহী হন না। অদূর অতীতেও এই প্রবণতার কথা দেশের মহিলারা ভাবতেই পারতেন না। আমি মনে করি এই পরিবর্তনটা মহিলাদের পরিচয় বহণের একটা উল্লেখযোগ্য মর্যাদাবোধ।' তিনি আরও বলেন, 'এটা তো সত্যি। বিবাহের পরিচিতির সব দায় কেন শুধু বহণ করবেন একজন স্ত্রী। এই ব্যাপারে একজন স্বামীর কেন যৌথ দায়িত্ব থাকবে না এই সমাজে? আজকে সময় এসেছে, এসব নিয়ে নতুন করে সবকিছু ভাবার। পদবী পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আজকের ভারতীয় নারীরা নতুন করে যে ভাবনা চিন্তা করতে শুরু করেছেন, এটা নারী স্বাধীনতার অবশ্যই এক প্রার্থিত মাইলফলক।'

অপর বক্তা ছিলেন এক জেলা আদালতের বিচারক দুর্গা খৈতান। তিনি আবার সবাইকে চমকে দিয়ে আলোচনার ট্যাগ লাইনের সমালোচনা করে বসেন। তিনি বলেন, 'মেয়েদের জন্য এই আলোচনার বিষয়বস্তু হল ভবিষ্যতে নারী উড়াণ। আচ্ছা আমরা মেয়ে বলেই কি আমাদের সব কিছু ভবিষ্যতের জন্য তুলে রাখা হবে। আরে আমরা তাহলে আমাদের বর্তমান নিয়ে আর কবে ভাববো? মহিলাদের সম্পর্কে ভাবনার বিকাশে বর্তমানকেও তো সমান মর্যাদা দিতেই হবে। আজকের মজবুত বুনিয়াদেই তো আপনা আপনিই ভবিষ্যতের ইমারত তৈরি হবে। সেই সূত্রেই তো পল্লবিত হবে নারীর সমানাধিকার।' জনপ্রিয় মুখোরোচক ফাস্ট ফুড প্রতিষ্ঠানের সিইও সঙ্গীতা চক্রবর্তী অবশ্য বলেন, 'নারী ও পুরুষ এই পৃথিবীতে আদৌ বিচ্ছিন্ন উপাদান নয়। দুই পক্ষই পরস্পরের পরিপূরক এবং সম মর্যাদার। আমার যে মাতৃত্ব প্রাপ্তি তা তো পুরুষের ঔদার্যেই সম্ভব হয়েছে। এই যে আজ আমি ব্যবসা করছি তা তো পুরুষের সহায়তাতেই সম্ভবপর হয়েছে। সুতরাং এখানে ভেদাভেদের দেওয়ালটা সর্বস্তরে ভেঙে ফেলতে হবে। তবেই তো বিকশিত হবে সুষ্ঠ ভারসাম্যে প্রকৃত মানবজাতির যথার্থ উত্তরণ।'

প্রতিবেদন শুরুর মত শেষেও তাই কাজী নজরুলের প্রাসঙ্গিক কলম আবার চিরন্তনী নরনারীর সম্মাননার বন্ধনকেই মুখর করে তুলেছে সঙ্গীতাদেবীর কথা প্রসঙ্গে, তাজমহলের পাথর দেখেছ, দেখিয়াছ তার প্রাণ? অন্তরে তার মমতাজ নারী, বাহিরেতে শাজাহান।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল জহর হালদারের একটি রেজিস্টার্ড দলিল, নং ৪৯৩ যা ১৯৯৪ সালে বজবজ রেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রি হয়। ওই দলিল অনিচ্ছাকৃতভাবে হারিয়ে গেছে। ওই দলিল সম্পর্কে কোন ব্যক্তি বা সংস্থা কোন তথ্য জানলে বা দলিলটি পেলে অবিলম্বে ৭ দিনের মধ্যে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

সঙ্গীতা হালদার, অ্যাডভোকেট
ফোন নম্বর – ৯৬৭৪ ৮০৬৩৫২

মাধ্যমিকে প্রাধান্য হারাচ্ছে কলকাতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : মাধ্যমিকে কলকাতার পাসের হার গতবারের থেকে ০.৬৮% বেড়ে এবার হয়েছে ৯২.৩০%। এবার কলকাতা জেলার মোট নিয়মিত পরীক্ষার্থী ছিল ২২,৩৯৪ জন। এরমধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা ১১,৮৮৬ জন। পাসের হার ৯৩.৬৯% (গতবার পাসের হার ছিল ৯২.৫০%)। ছাত্রের সংখ্যা ছিল ১০,৫০৮ জন। পাসের হার ৯৪.৪৫% (গতবার ছিল ৯৩.৭৫%)। কলকাতা জেলা থেকে মেধা তালিকায় অষ্টম স্থানে রয়েছে কলকাতার রামকৃষ্ণ সারদা মিশন সিস্টার নিবেদিতা মেমোরিয়াল হাই স্কুলের ছাত্রী অবন্তিকা রায় পেয়েছে ৬৮৮। গতবারও কলকাতা থেকে স্থানাধিকারের সংখ্যা ছিল একজন ছাত্রী। প্রমাণ করছে ছাত্রীদের পড়াশোনার গতি বেড়েছে। তবে দুঃখের বিষয় আজ থেকে ১০ বছর আগে কলকাতার বিভিন্ন নামীদামি স্কুলে স্থানাধিকারিদের ছয়লাপ থাকত। এখন তা চোখে পড়ার মতো কমে গিয়েছে। যদিও পাসের হারে দ্বিতীয় কলকাতা। বিশেষজ্ঞদের মতে কলকাতার ছাত্রছাত্রীরা মাধ্যমিককে তেমন গুরুত্ব দিচ্ছে না। এছাড়াও মধ্যশিক্ষা পর্ষদের থেকে মুখ ঘুরিয়েছে অনেক স্কুলও। অবশ্যই ভাবাচ্ছে কলকাতার অন্ধকারাচ্ছন্ন ভবিষ্যত। এ বিষয়ে গবেষণার প্রয়োজন বলেও মনে করছে শিক্ষামহল।

দু'সপ্তাহের মধ্যেই করতে হবে মিউটেশন : মেয়র

বরুণ মণ্ডল : 'অ্যাসেসমেন্ট–কালেকশন দপ্তরের সম্পত্তি কর সংগ্রহের ওপরই কলকাতা পৌর এলাকার উন্নয়ন ও অগ্রগতি নির্ভর করে। সেই সূত্রেই কলকাতা পৌরসংস্থায় কোনও বাড়ির 'মিউটেশন অ্যাপ্লিকেশন' এক টেবিলে ১৫দিনের বেশি ধরে রাখা যাবে না। কলকাতা পৌরসংস্থার ১০১–১৪৪ নম্বর ওয়ার্ডে বাড়ির মিউটেশন কেন স্থগিত হয়ে পড়ে থাকবে। আপনি উক্ত ওই দরখাস্তটির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না। পৌরসংস্থার নিয়মানুযায়ী এই প্রমাণপত্রটি না দিলে মিউটেশন করা যাবে না। তাহলে ওই দরখাস্তটি চিফ ম্যানেজারের কাছে পাঠিয়ে দিতে হবে। চিফ ম্যানেজারের টেবিল ঘুরে পৌর কমিশনারের কাছে আসুক ফাইল। ২৩ এপ্রিল টাউন হলে পৌর রাজস্ব আদায় দপ্তরের কর্মী আধিকারিকদের এই বার্তা দিলেন মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। কলকাতা পৌরসংস্থার ১৪৪টি ওয়ার্ডের মূল্যায়ন পরিদর্শক থেকে মুখ্য ব্যবস্থাপকদের সঙ্গে অভ্যন্তরীণ বৈঠক করলেন মহানাগরিক। মহানাগরিক জানান, 'কলকাতা পৌরসংস্থার মিউটেশন আইনানুযায়ী মিউটেশন দপ্তরের নিচেরতলার কর্মীরা অনেক সময় খুব বেশি হলে ৫ শতাংশ ক্ষেত্রে কোনও নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে মিউটেশন করে উঠতে পারছেন না। সঙ্গে সঙ্গে ওই ফাইল সহায়ক ব্যবস্থাপকের কাছে পাঠিয়ে দিন। তিনি না পারলে সহায়ক ব্যবস্থাপকের থেকে মুখ্য ব্যবস্থাপকদের কাছে পাঠিয়ে দিন। তারপরেও যদি না সিদ্ধান্ত নিতে পারেন তবে পৌর কমিশনারের কাছে পাঠিয়ে দিন। ইউনিটের প্রধানরা এটা দেখে নেবেন।' তিনি আরও বলেন, 'মিউটেশনের কাগজপত্র অনলাইনে জমা করতে বলুন। মানুষ মিউটেশনের জন্য অফিসে ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকবে এটা যেন না হয়। অনলাইনে জমা করার পর যদি কিছু প্রয়োজন পরে, তবে যার নামে মিউটেশন হচ্ছে তিনি নিজে এসে সেটি জমা করবেন। দালাল দ্বারা নয়। বা তার অনুমোদিত প্রতিনিধি আসবে। একটা লোক একবারের বদলে দুবার যদি কোনও কাজ নিয়ে আসে, তবে তিনি হলেন দালাল। নিজের জায়গায় অন্যের কাজ নিয়েই এলেই বুঝবেন তিনি দালাল। সিটিজেনদের থেকে চেষ্টা করবেন অনলাইনে মিউটেশন অ্যাপ্লিকেশন জমা নিতে। আর সংযুক্ত কলকাতায় কী হচ্ছে কী একটা অ্যাসেসি নম্বরে দুটো অ্যাড্রেস থাকছে। একটা পোস্ট অফিসের মেলিং অ্যাড্রেড অন্যটা কলকাতা পৌরসংস্থার প্রেমিসেস অ্যাড্রেস। অসাধু ব্যবসায়ীরা সংযুক্ত কলকাতায় প্ল্যানের ক্ষেত্রেও দুটো অ্যাড্রেস করছে। একটা জায়গা দেখিয়ে প্ল্যান স্যাংশন করছে আর অন্য জায়গা বাড়িটা তৈরি করছে। বেহালা পশ্চিমের ১২৯ নম্বর ওয়ার্ডের একটি জায়গা দেখিয়ে বাড়ি তৈরির প্ল্যান অনুমোদন করলো। কিন্তু বাড়িটি ১২৮ নম্বর ওয়ার্ডের কালীপুরে তৈরি হল। কলকাতার অ্যাডেড এরিয়ায় এটা একটা বড়ো সমস্যা। দুটো অ্যাড্রেসকে একটা করে দেওয়ার চেষ্টা করবেন।'

'অনেক জায়গায় দেখা যায়, নতুন নতুন বিল্ডিং তৈরি হচ্ছে তো হচ্ছেই। প্রোমোটার বছরের পর বছর ধরে ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে বাড়িটি তৈরি করছে। প্রোমোটারদের এই ধরনের প্রবণতা বন্ধ করতে হবে। বাড়ি তৈরিতে যতো দিন দেরি হবে, তার উপর সম্পত্তি কর দিতে হবে। যার নামে 'পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি তার নামে সম্পত্তি কর আদায় করতে হবে। তিনি পৌরকরের দায় নেবেন। ধরুণ কোনও ব্যক্তি নিজ বাড়িটি প্রোমোটি দিলেন। ট্যাক্স ওই ব্যক্তির নামে। প্রোমোটার চারতলা বাড়িটি করতে চার বছর লাগালো। ওই বাড়িতে ছটি ফ্ল্যাট নিজ নামে করে নিল। মিউটেশনও হয়ে গেল। পরে রইলো ওই ব্যক্তি। 'মাদার প্রেমিসেস ওই ব্যক্তির নামে। পুরো ৪–৫ বছরের 'পৌরকরের দায় ওই ব্যক্তির ঘাড়ে পড়লো। এবার থেকে এই ধরণের প্রবণতা বন্ধ করতে হবে। বিল্ডিং প্ল্যানের অনুমোদন পাওয়ার পরে পরেই সঙ্গে সঙ্গে যার নামে প্ল্যান পাস হয়েছে, তার নামে সম্পত্তি কর চালু করতে হবে।'

মহাধ্যক্ষ ধবল জৈন জানান, বাণিজ্যিক সংস্থাগুলোকে ট্যাক্সের আওতায় আনা হবে। এবার থেকে সরাসরি ভাড়া নেওয়া হবে। খালি জমির মালিককে খুঁজে না পেলে তা কেএমসির নামে করে ওই জমিতে 'কেএমসি' লেখা একটা বোর্ডও টাঙিয়ে দেওয়া হবে। উত্তর কলকাতায় যারা নতুন নতুন ফ্ল্যাট কিনেছে তাদেরও মিউটেশনের আওতায় আনা হবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জোকা, গার্ডেনরিচ ও ৪৩, ৭৮, ৮০ নম্বর ওয়ার্ডে ট্যাক্স আদায় ভালো হয়েছে। এসএস ইউনিটে ও ৫৮ নম্বর ওয়ার্ডে ট্যাক্স আদায় আশানুরূপ নয়। অ্যাসেসমেন্ট কালেকশন দপ্তরের সঙ্গে কেএমসির বিল্ডিং ও লাইসেন্স দপ্তরকে লিঙ্ক করে দেওয়া হচ্ছে।

বার্তা

জলযন্ত্রণা : দক্ষিণ বারাসাত স্টেশন লাগোয়া অঞ্চল অল্প বৃষ্টিতেই জলমগ্ন।
ছবি : সুমন সরদার

স্বস্তির হাওয়া : গরম পড়তেই বেড়েছে লোডশেডিং তাই গ্রামগঞ্জে চাহিদা বেড়েছে হাতপাখার। মুরারই এলাকায় বাড়ির দাওয়ায় বসে হাতপাখা তৈরি করছে এক দম্পতি। **ছবি :** অভীক মিত্র

বিদ্যে বোঝাই : ডিজিটাল জুগেও জয়জয়কার প্রাচীন পাঁজির। গোলাপি মলাটে মোড়া সাদাকালো পাঁজির চাহিদা মেটাতে কলেজ স্ট্রিটে ভ্যানচালক। **ছবি :** ভৃগুরাম হালদার

জীবনদান : গ্রীষ্মকালীন ব্লাড ব্যাঙ্কগুলোর রক্তের চাহিদার কথা মাথায় রেখে প্রয়াত সদস্যদের স্মৃতির উদ্দ্যেশ্যে প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও পশ্চিম জগতলা পল্লী উন্নয়ন সমিতিতে এম.আর বাঙ্গুর ব্লাড ব্যাঙ্কের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হল রক্তদান শিবির। ১০৬ জন রক্তদাতা এখানে রক্তদান করে। সমিতির যুগ্ম সাংস্কৃতিক সম্পাদক দেবব্রত দাস সকল স্তরের মানুষকে রক্তদানের মত মহৎ কাজে নিজেদের সামিল হতে বলেছেন। সমিতির যুগ্মসম্পাদক বিক্রম নন্দন ও দেবব্রত সেনের কথায় প্রতিনিয়ত রক্তের চাহিদা যেভাবে বেড়ে চলেছে তাতে আগামীদিনে এই উৎসবে প্রত্যেকের এগিয়ে আসা উচিত এবং সকল রক্তদাতাকে চারা গাছ দেওয়ার মাধ্যমে পরিবেশকে রক্ষা করার বার্তাও দেন। উপস্থিত ছিলেন মহেশতলা পৌরসভার ২৮ নং ওয়ার্ডের পৌরপিতা শুভ্রজিত কিশোর নাগ চৌধুরি, মহেশতলা থানার আধিকারিক বৃন্দ, প্রাক্তন ফুটবলার মানস ভট্টাচার্য্য সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ। **ছবি :** অরুণ লোধ

ঠিকা জমি এবার বস্তি দপ্তরের আওতায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌর এলাকার সর্বমোট ৩,০৯৯ টি ঠিকা জমি বস্তি দপ্তরের আওতায় আনা হল। এতে করে আর ঠিকা প্রজাদেরকে নিজ জমি থেকে উৎখাত করা যাবে না। পৌর মহাধ্যক্ষ ধবল জৈন ২৮ এপ্রিল সোমবার সার্কুলারও জারি করেছেন। ১ মে থেকে এই মর্মে আবেদনপত্র বিলি করা হবে। কলকাতা পৌরসংস্থার ওয়েবসাইট থেকে এই আবেদনপত্র পাওয়া যাবে ও কলকাতার ১৬টি বরো অফিস থেকেও আবেদনপত্র পাওয়া যাবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত তিন বছর ধরে ঠিকা জমির মালিকানা ও ওয়ারিশন বদলের কাজ হয়নি। সে সংখ্যাটা কমবেশি ৫,০০০। এখন কাজের সুবিধার জন্য 'কলকাতা ঠিকা কন্ট্রোলার'–এর অফিস কেন্দ্রীয় পৌরভবনে আনা হয়েছে। ১ মে থেকে ২ মাস অর্থাৎ ৩০ জুনের মধ্যে এই নাম বদলের কাজ শেষ করতে। ঠিকা জমির ভোগদখলকারী অর্থাৎ উত্তরাধিকারীরা নাম অন্তর্ভুক্ত করতে চাইছেন, তারা সরাসরি পৌর ঠিকা বিভাগে এসে নির্দিষ্ট আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন। পৌরসংস্থা সূত্রে খবর, এমনভাবে জমির চরিত্র পরিবর্তন করা হবে যে, 'মাদার ম্যাপ দেখলেই পৌরসংস্থা বুঝতে পারবে, আগে জমিটি ঠিকা জমি ছিল, পরে জমিটি বস্তিতে বদল হয়েছে। সব জমিতে বাংলার আবাস প্রকল্পে গরিব মানুষদের জন্য বাড়ি বা ফ্ল্যাট তৈরি করা হবে। আবার ঠিকা প্রজা কলকাতা পৌরসংস্থা থেকে অনুমতি নিয়ে নিজের জমিতে প্ল্যান মাফিক বাড়ি নিজেও করতে পারবেন।

মহানাগরিক জানান, 'কলকাতা পৌর এলাকার স্থায়ী বাসিন্দাদের একতৃতীয়াংশই বস্তিবাসী। তারা কলকাতাতেই থাকুক। মুম্বইয়ের ধারাভি বস্তির মতো মুম্বই শহর থেকে ৫০–৬০ কিলোমিটার দূরে তাদের রাখা যাবে হবে না। কলকাতা যেমন ধনী লোকের শহর, তেমনই গরিব মানুষজনও এখানে সম্মানের সঙ্গে বসবাস করবেন।'

কলকাতাতেও হচ্ছে দেশি মাছের চাষ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌর এলাকার সর্বমোট ১৪৪ ওয়ার্ডে ছোটও বড়ো মিলিয়ে মোট জলাশয়ের সংখ্যা ৮,০৫২টি। এরমধ্যে ৩১০টি জলাশয় কলকাতা পৌরসংস্থার নিজস্ব তদারকিতে রয়েছে। বাকি ৭,৭৪২টি ব্যক্তিগত বা ক্লাব সংগঠন অথবা স্বনির্ভর গোষ্ঠী বা অছির দায়িত্বে রয়েছে। কলকাতা পৌরসংস্থা পরিবেশ দপ্তরের মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার বলেন, 'কলকাতা পৌরসংস্থা চাইছে প্রায় লুপ্ত হতে যাওয়া পুঁটি, সরপুঁটি, মৌরলা, খোলসে, ট্যাংরা, কই মাছের চাষ হলে কলকাতা পৌরসংস্থা বাইরে থেকে সাহায্য করবে। চারা মাছ সংগ্রহ করে দেবে। কী খাবার দিতে হবে তাও জানিয়ে দেবে। ঘটনা হল মাছের বেড়ে ওঠার জন্য জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ বাড়ানো প্রয়োজন।'

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কলকাতা পৌর এলাকার অধিকাংশ জলাশয় রয়েছে যাদবপুর, কসবা এবং জোকার ১৪২, ১৪৩ ও ১৪৪ নম্বর ওয়ার্ডে। কলকাতা পৌরসংস্থার পরিবেশ দপ্তর সূত্রে খবর, পৌর এলাকায় স্যাটেলাইট মাধ্যমে জরিপ করে নিরীক্ষণ চালিয়ে ছবিসহ এখন পর্যন্ত সমস্ত জলাশয়কে চিহ্নিত করে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, যাদের মোট পরিমাপ ১,৭১,৩০,০৪৫ বর্গমিটার। যা কলকাতা পৌরসংস্থার মোট ক্ষেত্রমানের ৮.৩৬ শতাংশ। এবার থেকে কেউ ভরাট করলে দ্রুত থানায় অভিযোগ দায়ের করা হবে। মেয়র পারিষদ জানান, জলাশয়ের বিস্তারিত তথ্য সংশ্লিষ্ট পুলিশ স্টেশনকে জানানো হয়েছে। সেইসূত্রেই জলাশয় বা পুকুর ভরাট হলে কলকাতা পুলিশকে সক্রিয় হতে হবে।

সচেতনতা বাড়াতে কলেজে ক্রেতা সুরক্ষা পাঠ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৯ ও ৩০ এপ্রিল যথাক্রমে মুরলীধর গার্লস কলেজ এবং বাসন্তী দেবী গার্লস কলেজে পশ্চিমবঙ্গ ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে এক সচেতনতামূলক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। ছাত্রীদের ক্রেতা সুরক্ষা আইন এবং কিভাবে এই আইন ক্রেতাদের সাহায্য করে এছাড়াও সচেতন ক্রেতার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা হয় এই অনুষ্ঠানে। বক্তব্য রাখেন ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের দক্ষিণ কলকাতার অতিরিক্ত আধিকারিক সৌনক গুপ্ত। তিনি শ্রোতাদের মধ্যে ক্রেতা সুরক্ষা বিষয়ক উৎসাহ তৈরি করেছেন শুনিপুনভাবে।

দপ্তরের বিশেষ সচিব রুমেলা দে বলেন, 'এই বছর আমাদের দপ্তর থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন কলেজে সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান করবার জন্য কারণ এরা এখন বেশি করে কেনাকাটার সাথে যুক্ত অনলাইন মাধ্যম হোক বা অফলাইন। তাই এদের সচেতনতা বাড়াতে পারলে এরা আরো সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারবে। শুধু ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তর নয়, সরকারের আরো বিভিন্ন যেমন রেরা, বীমা, সাইবার সিকিউরিটি প্রভৃতি দপ্তরের ও সচেতনতা অনুষ্ঠান করা হবে। এর সাথে সাথে আমরা বিভিন্ন বড় অ্যাসোসিয়েশন, ক্লাব, শপিং মল সহ যেখানে অনেক বেশি মানুষের সমাগম হয় সেসব জায়গায় সচেতনতা শিবির করবো। আমাদের এই বিষয়গুলো অবশ্যই জানতে হবে নয়তো কেনাকাটার মাধ্যমে ঠোকে গেলে কিভাবে তার থেকে শুরাহা পেতে হয় তা জানা যাবে না। তাই বিভিন্ন কলেজ বা স্কুলের উঁচু ক্লাসের ছাত্রছাত্রী সহ স্কুলের পেরেন্টস টিচার মিটিংয়ের সময় যদি সচেতনতামূলক এমন অনুষ্ঠান করা যায় তাহলে নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে সচেতন এবং সুরক্ষিত ক্রেতা পাওয়া যাবে।'

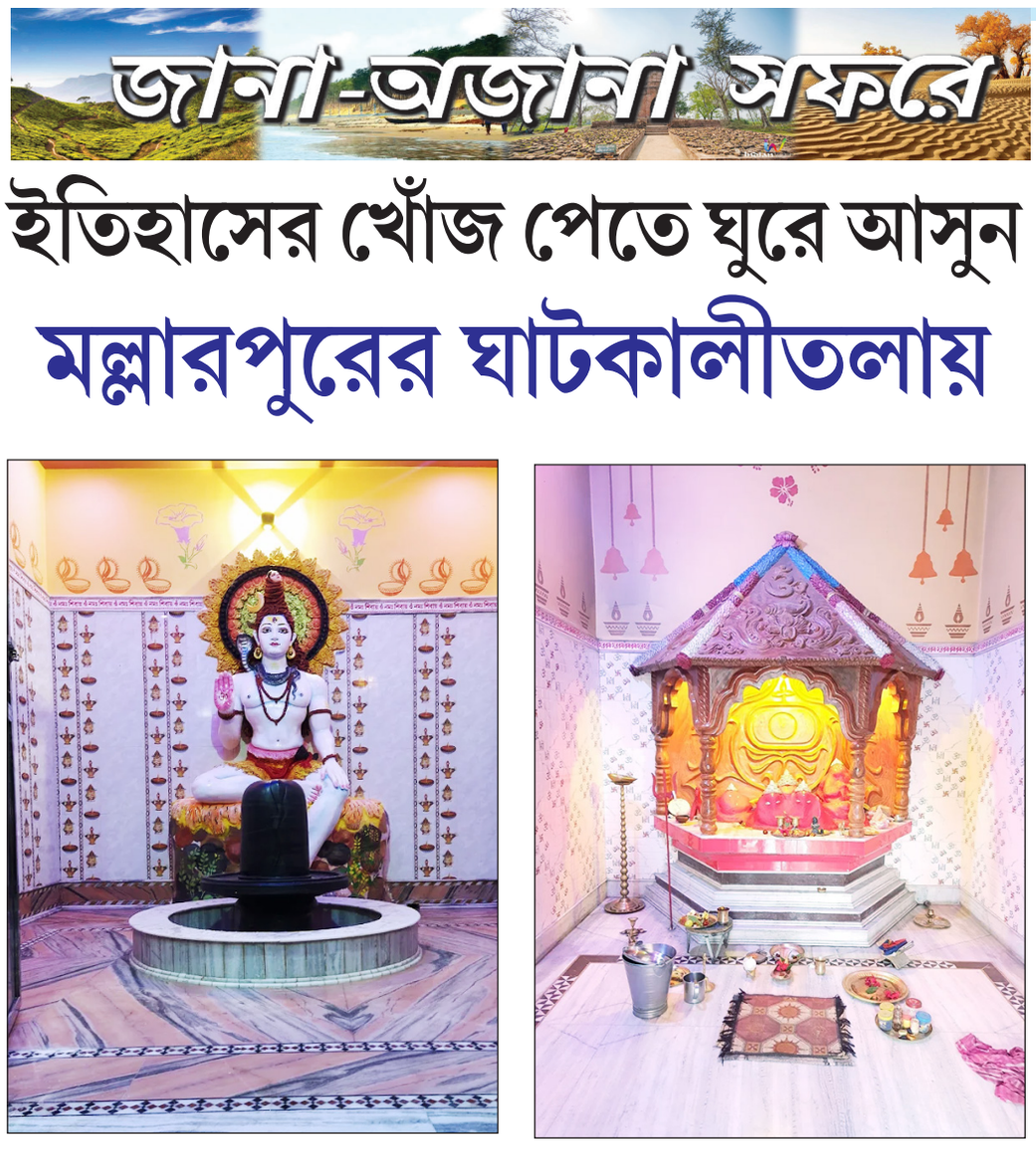

ইতিহাসের খোঁজ পেতে ঘুরে আসুন মল্লারপুরের ঘাটকালীতলায়

কুনাল মালিক

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বীরভূম জেলায় একাধিক সতীপীঠ এবং গুপ্তপীঠ আছে। অনেক গুপ্তপীঠ আজও মানুষের কাছে অজানা অচেনা। সম্প্রতি তারাপীঠ গিয়ে সেখান থেকে মাত্র ৭–৮ কিলোমিটার দূরের মল্লারপুরের মা ঘাটকালীতলা নামে একটি নতুন গুপ্তপীঠ দেখে এলাম। তারাপীঠ থেকে একটি টোটো নিয়ে সন্ন্যাসীতলা ফেলে প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করতে করতে দ্বারকা নদীর ওপর যে পোল আছে তা পেরিয়ে পৌঁছে গেলাম অপরূপ মনোরম পরিবেশে যেখানে আছে মা ঘাটকালীতলা আশ্রম। বিশাল ফটক দিয়ে মন্দির প্রাঙ্গণে ঢুকে চোখে পড়ল ডানদিকে একটি মুক্তমঞ্চ। সামনেই আছে দুটি বিশাল মন্দির। একটিতে বিরাজ করছেন স্বয়ং মা ঘাটকালী ব্রহ্মময়ীশিলা রূপে। অন্যটিতে, আছে দেবাদিদেব মহাদেবের বিগ্রহ। মন্দিরের ডানদিকে বয়ে চলেছে দ্বারকা নদী। এই ঘাটকালীতলা আশ্রমের যিনি দায়িত্বে আছেন ব্রহ্মচারী দীপেন তিনি এই গুপ্তপীঠের অজানা ইতিহাস জানালেন।

প্রায় কয়েক হাজার বছর আগে দ্বারকা নদীর তীরবর্তী এই অঞ্চলে সাধনা করতেন ব্রহ্মার মানসপুত্র বশিষ্টমুনি। প্রসঙ্গত, এই বশিষ্টমুনি তারাপীঠের মহাশ্মশানে, উদয়পুরে এবং এই মল্লারপুরের ঘাটকালীতলায় দীর্ঘদিন সাধনা করেছেন। তিনি যে প্রস্তর খণ্ড বা ব্রহ্মময়ীশিলাতে সাধনা করতেন কালের কবলে তা গুপ্ত হয়ে পড়ে। প্রসঙ্গত একটি প্রাচীন বৃক্ষের নিচে ব্রহ্মময়ীশিলাকে আরাধনা করতেন বশিষ্টমুনি। এই বশিষ্টমুনি চিনে গিয়েছিলেন তন্ত্রসাধনা করতে। কিন্তু সেখানে তিনি তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধি লাভ করতে না পেরে দৈব আদেশ পেয়ে বীরভূমে চলে আসেন। তারাপীঠে মা তারার মূর্তি স্থাপনের অনেক আগেই তারাপীঠ থেকে কিছুটা দূরে উদয়পুরে একটি জায়গায় সাধনা করতেন বশিষ্টমুনি। সেটাও একটি জাগ্রত গুপ্তপিঠ। ওখানকার সাধনা পর্ব শেষ হলে তিনি তৎকালীন চন্ডিপুর বর্তমানে যা তারাপীঠ বলে প্রচলিত সেখানে সাধনা করেন। পরবর্তী সময়ে তারাপীঠ থেকে আরও কিছুটা দূরে গভীর জঙ্গলের মধ্যে দ্বারকানদীর তীরে একটি ব্রহ্মময়ী প্রস্তর খন্ডের সাধনা করতেন এই বশিষ্টমুনি। পরবর্তী সময়ে ওই প্রস্থর খন্ডটি দ্বারকা নদীর ঘাট থেকে উদ্ধার হয়েছিল বলে এই প্রস্তরখন্ডটির নাম হয় ঘাটকালী। তাঁর সাধনার দীর্ঘদিন পর বামদেবের গুরুবংশীয় উচ্চমার্গের এক সাধক কালীপ্রসাদ ভট্টাচার্য স্বপ্নাদেশ পান যে, মা ঘাটকালী দ্বারকা নদীতে গুপ্ত অবস্থায় আছে। এই কালীপ্রসাদ ভট্টাচার্য স্বপ্নাদেশ পেয়ে দ্বারকা নদী থেকে উদ্ধার করেন মা ঘাটকালীকে। তারপর ছোট্ট একটি কুটির নির্মাণ করে সেখানে সাধনা করতে থাকেন। পরবর্তীকালে বিলাসপুর এলাকার মানুষজন বিশাল মন্দির স্থাপন করে মা ঘাটকালীকে নিত্য পূজার আয়োজন করেন। এই ঘাটকালীমা খুবই জাগ্রত বলে এলাকায় প্রচলিত। অনেকেই এখানে বিভিন্ন কারণে মানত করেন এবং তা পূরণ হবার পর এখানে ধুমধাম করে পূজা দিতে আসেন। প্রতিদিনই এখানে নিত্য পূজা হয়, সন্ধ্যায় সন্ধ্যা আরতি হয়। এমনকী বিশেষ বিশেষ তিথিতে এখানে বলিও দেওয়া হয়। প্রতিবছর চৈত্র পূর্ণিমার দিন থেকে ১০ দিন ধরে আশ্রম প্রাঙ্গণে নানা ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। শেষদিন কয়েক হাজার লোক নরনারায়ণ সেবাতে অংশগ্রহণ করেন। যাঁরা তারাপীঠে আসেন তারাপীঠ থেকে একটা অটো বা টোটো ভাড়া করে এই মল্লারপুরের মা ঘাটকালীতলা আশ্রম ঘুরে যেতে পারেন। এছাড়াও ট্রেনযোগে মল্লারপুর স্টেশনে নেমে ওখান থেকে অটো নিয়ে এই ঘাটকলীতলা আশ্রমে যাওয়া যায়। আশ্রম কমিটির দায়িত্বে থাকা ব্রহ্মচারী দ্বীপেন আরো জানান যে, ভিক্ষাই আমাদের একমাত্র সম্বল। কেউ যদি আশ্রমের উন্নতিকল্পে দান করতে চান তাহলে আশ্রম কমিটির সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন।

পুতুল নাটকের কর্মশালা

উজ্জ্বল সরদার : জাতীয় পুতুল নাট্য উৎসব ২০২৫ সালের প্রেক্ষাপটে 'সত্যনারায়ণ পুতুল নাট্য সংস্থা'র জীবন মণ্ডল হাটের কর্মস্থলে এক দিনের সারাদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত হল পুতুল নাচের কর্মশালা। গ্রামীণ অঞ্চলে ছাত্রছাত্রীদেরকে তাদের নিজস্ব লোকসংস্কৃতি নিয়ে যত্নবান হওয়ার জন্যই এমন উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন আয়োজক সংস্থা। কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন দিল্লীর ভারতীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের সহযোগিতায় দেশীয় ডাং পুতুল নাচ নিয়ে বিশেষ সক্রিয় এই সংস্থা। বছরের বিভিন্ন সময়েই লুপ্ত প্রায় পুতুল নাচ শিল্প কলা নিয়ে নিরন্তর চর্চা করে চলেছেন এই দলের কলাকুশলীরা। এবারের এই কর্মশালায় মোট ২৫ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে বেশিরভাগ সপ্তম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেছিল। এই কর্মশালার

প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ক্যালকাটা পাপেট থিয়েটারের বর্তমান সম্পাদক জগমোহন মণ্ডল, সত্যনারায়ণ পুতুল নাট্য সংস্থার পরিচালক নিরাপদ মণ্ডল, স্বর্ণশ্রী মণ্ডল ও অন্যান্য কলাকুশলীবৃন্দ। এই কর্মশালার উদ্বোধন করেন দক্ষিণ বারাসত বর্ণময় নাট্যগোষ্ঠীর পরিচালক মুদাসসার হোসেন ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা আদিবাসী ও লোকশিল্পী সংঘের জেলা সম্পাদক শিশির হালদার। এই কর্মশালায় রাবার দিয়ে মাছ, পেঁচা, কুমির বানানো, কাগজ দিয়ে ফুল, পাখি, প্রজাপতি এসব হাতে কলমে বানানো শিখে ছাত্রছাত্রীরা তার প্রয়োগ ও করে দেখান এখানে। কর্মশালা শেষে সকল শিক্ষার্থীর হাতে শংসাপত্র তুলে দেন প্রবীণ পুতুল নাচ শিল্পী প্রভাঞ্জন বৈরাগী। পুতুল নাচের ছোট আকৃতির পুতুল তৈরির এই কর্মশালায় যোগদান করে স্থানীয় বাচ্চারা বেশ উজ্জীবিত। সত্যনারায়ণ পুতুল নাট্য সংস্থার পরিচালক নিরাপদ মণ্ডল তাঁর একান্ত সাক্ষাৎকারে জানালেন, 'আমরা কয়েক প্রজন্ম ধরে এই ডাং পুতুল নাচ শিল্পের সাথে জড়িত। দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ঐতিহ্যবাহী এই শিল্প আজ অনেকাংশেই অস্তিত্বের সংকটে। আমরা বড়রা অনেকেই এসবের বুঝদার তাই কদর করি ঠিকই তবে ছোটরা তেমন ভাবে এবিষয়ে সজাগ নয়। তাদের চেতনায় এই পুতুল নাচ শিল্পকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ করে তুলতেই আমাদের এই প্রচেষ্টা। আমরা প্রতিবছরই এমন উদ্যোগ গ্রহণ করি।' সত্যনারায়ণ পুতুল নাট্য সংস্থার এমন উদ্যোগ আজকের সময়ের জন্য সত্যই প্রাসঙ্গিক।

রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার অনবদ্য উপস্থাপনা 'বলাই'

কল্যাণ রায় চৌধুরী : সম্প্রতি অশোকনগর শহীদ সদনে হয়ে গেল রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার একটি নাট্য প্রযোজনা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্প অবলম্বনে 'বলাই' নাটকটি নাট্যরূপ দিয়েছেন ডঃ অপূর্ব দে, সামগ্রিক পরিকল্পনা ও নির্দেশনায় ছিলেন বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য। মঞ্চে দাপিয়ে অভিনয় করলেন আলোকবর্তিকা ভট্টাচার্য। উপস্থিত আপামর দর্শকদের কাছে বলাইয়ের অভিনয় হৃদয়কে ছুঁয়ে যায়। একজন অভিনেতা বা অভিনেত্রীর প্রথম কাজ সেই চরিত্র হয়ে ওঠা যা বলাই এর মধ্যে দেখলাম, আলোকবর্তিকা সম্পূর্ণ যেন বলাই হয়ে উঠেছে।

নাটকের গল্পটা অনেকেরই জানা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোট গল্প 'বলাই'। সে গাছ ও প্রকৃতিকে ভালোবাসে এই ভালোবাসায় তার জীবনের এক করুণ পরিণতি এনে দিয়েছিল ছোট্ট বলাই ভালোবাসতো পশু, পাখি, গাছ প্রকৃতিকে। এদের মধ্যে ছিল তার প্রিয় শিমুল গাছ। মা হারা ছোট্ট বলাইকে মানুষ করে তার কাকা ও কাকিমা। কাকা কাকিমার কাছেই চলছিল তার জীবনের আনন্দ সুখ এবং প্রকৃতির সঙ্গে ভালোবাসা। একদিন তার কাকা তাকে বিলেতে নিয়ে যায় ছোট্ট বলাইকে ইংরেজদের আদব কায়দায় মানুষ করার জন্য। নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে তার কাকা ও কাকিমা। এ পর্যন্ত সবই ঠিকই ছিল, কিন্তু বাঁধ সাধলো যেদিন তার আদরের শিমুল গাছের একটা ছবি চেয়ে বিলেত থেকে চিঠি পাঠালো বলাই, মানুষের অসুবিধার কারণে যে গাছটিকে কয়েকদিন আগেই তার কাকা কেটে ফেলে দিয়েছে কাকিমার অজান্তেই। কান্নায় ভেঙে পড়েন বলাই এর কাকিমা। ওই শিমুল গাছের মধ্যেই তিনি প্রতিনিয়ত বলাইকে দেখতে পান আজ সেই শিমুল গাছ না থাকায় তিনি তার সন্তানকে হারিয়েছেন বলে মনে করছেন।

বলাইয়ের কাকিমার চরিত্রে অনবদ্য অভিনয় করেন বিজয়া কর্মকার, কাকার চরিত্রে অভিনয় করেন পরিচালক বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য। বলাইয়ের বন্ধুদের ভূমিকায় যারা অভিনয় করেছেন পবিত্র সরকার, দেবযানী মিস্ত্রি, রিক দাস এবং ঘাসিয়ারার চরিত্রে সাগ্নিক বিশ্বাস বেশ সচ্ছল।

এই নাটকে আরো একটি উল্লেখযোগ্য মুন্সিয়ানা আলোক পরিকল্পনা ও আলোক সম্পাত। এই নাটকে দুটিই ছিল যথাযথ সুন্দর। নাটকে আলোক পরিকল্পনা করেছেন গৌতম সরকার এবং আলোক সম্পাত করেছেন সুদীপ্ত নাটক মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে যেটার বিশেষ প্রয়োজন তা হল আবহ। এই নাটকের আবহ নির্মাণ ও প্রক্ষেপণ করেছেন ঋতুপর্ণা মুখার্জি।

এই নাটকের শেষে সুন্দর দৃশ্য নির্মাণ হয়েছে যা না বললেই নয়, একদম শেষে যখন সকল অভিনেতারা একটি করে গাছ হাতে করে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত গান 'মরু বিজয়েরও কেতন ওড়াও ওড়াও হে.....' এই সংগীতের মধ্যে দিয়ে দর্শকদের হাতে পৌঁছে দিচ্ছে, তখন মনে হচ্ছে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও যেন কোথাও মিশে যাচ্ছেন মানুষের মধ্যে, এখানেই রবীন্দ্রনাথের গল্পের সার্থকতা রবীন্দ্রনাথের গল্পকে আশ্রয় করে নাটকের সার্থকতা। সামগ্রিক এই উপস্থাপনা রবীন্দ্র নাট্য সংস্থাকে অনেকটা দূর এগিয়ে নিয়ে যাবে।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া: ছাতনা অডিটোরিয়াম হলে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল মুঠোফোনে বন্দি আয়োজিত অনলাইন আর্ট কম্পিটিশনের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন ছাতনা থানার পুলিশ আধিকারিক এসআই হিমাদ্রি শেখর গিরি, বিশিষ্ট সমাজসেবী শংকর চক্রবর্তী, শিক্ষক রাজিব মণ্ডল ও অঙ্কন শিক্ষিকা রোশনাই পাল কর্মকার। অনুষ্ঠানের শুরুতেই চন্দনের ফোটা দিয়ে অতিথিদের বরণ করে নেয় দুই খুদে আরাধ্যা ও শুভশ্রী। এই অঙ্কন প্রতিযোগিতায় ২০০ জন অংশগ্রহণ করে। মুঠোফোনে বন্দি পেজের দর্শকদের বিচারে সফলভাবে উত্তীর্ণদের এদিন ট্রফি, সম্মাননা পত্র ও মেডেল তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানটির মিডিয়া পার্টনার ছিল আলিপুর বার্তা। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মুঠোফোনে বন্দী পেজের কর্ণধার শুভ্রাচল চৌধুরী।

হুগলির মা মিশন আশ্রমে দুঃস্থ শিশুদের সেবা

নিজস্ব প্রতিনিধি : রবিবার দুপুরে হুগলির কিষান ক্ষেত-মজদুর তৃণমূল কংগ্রেস ও বাংলার হৃদয় মমতা ব্যানার্জি এবং অভিষেক ব্যানার্জি সোশাল মিডিয়ার যৌথ উদ্যোগে দরিদ্র মানুষের ছেলেমেয়েদের বইখাতা ও খাদ্য সামগ্রী তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। হুগলির মা মিশন আশ্রমের রাজা রবি বর্মা আর্ট গ্যালারিতে এই

আনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়। সকলের সঙ্গে এই আনন্দ ভাগ করে নিতে উপস্থিত ছিলেন চুঁচুড়া পৌরসভার চেয়ারম্যান অমিত রায়, সোশাল মিডিয়ার জেলা সভাপতি স্বপন দত্ত, রাজ্য কমিটির সোশাল মিডিয়ার রাজ্য কো-অর্ডিনেটর অভিষেক গুপ্ত, চুঁচুড়া শহর তৃণমূলের সভাপতি সঞ্জীব মিত্র, সোশাল মিডিয়ার এডভাইসারি কমিটির চেয়ারম্যান মোহন সিংহ রায়, চুঁচুড়া ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর রিতা দত্ত। আশ্রমের কর্ণধার কার্তিক দত্ত বনিককে সংস্থার তরফে উত্তরীয় ও গণপতির মূর্তি দিয়ে সম্মানিত করা হয়। এদিন আইনজীবী উজ্জ্বল চক্রবর্তী বলেন, বাংলা নতুন বছরের শুরুতে শিশুদের সেবার মাধ্যমে নিজেকে ধন্য মনে করছেন। এদের পাশে চিরকাল থাকবেন বলে আশ্বাস দেন। এলাকার পল্লীবাসীরা উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান।

আত্মপ্রকাশ করল কলকাতার কর্ণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৭ এপ্রিল চেতলার হিন্দ সংঘের স্বামী বিবেকানন্দ হলে প্রকাশিত হল কবি শৌভিক গাঙ্গুলীর কবিতার বই 'কলকাতার কর্ণ'।

বইটির প্রকাশনা করেছে আলোপৃথিবী। উপস্থিত ছিলেন কবি বিকাশ গণ চৌধুরী, সাহিত্যিক বৈজয়ন্ত রাহা, কবি রজত পুরকায়স্থ, কবি তথা প্রকাশক শুভদীপ সেনশর্মা, নেতাজী বিশেষজ্ঞ ড. জয়ন্ত চৌধুরী, দেশলোক পত্রিকার সম্পাদক প্রণব ভূষণ গুহ, অভিনেতা উজ্জ্বল মালাকার সহ সস্ত্রীক শৌভিক গাঙ্গুলী ও মহাশ্বেতা গাঙ্গুলী।

লেখকের উদ্বোধনী ভাষণের পর ভাই-বোনের যুগলবন্দী সংগীত পরিবেশনে ছিল মধুরিমা গুহ এবং শুভ্রনীল গুহ। অতিথিদের কবিতা পাঠ ও ভাষণের মাঝে মা ও পুত্রের যুগলবন্দিতে অপূর্ব শ্রুতি নাটক পরিবেশন করেন পিয়ালী ঘোষ এবং রাজন্ময় ঘোষ। সমগ্র অনুষ্ঠানটির পরিচালনায় ছিলেন শুভান্বিতা গুহ। বিশেষ আর্কষণ ছিল ছোট্ট আভিরুথ মালাকারের আবৃত্তি।

বহু প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে এলো 'মুশকিল আসান'

নিজস্ব প্রতিনিধি : চাঁদের হাট বসেছিল কলেজ স্ট্রিটের মহাবোধি সোসাইটি হলে। ২৫ এপ্রিল সন্ধ্যায় প্রকাশিত হল ঔপন্যাসিক সজল সমাদ্দারের উপন্যাস 'মুশকিল আসান'। প্রকাশক বসুধানন্দ পাবলিকেশন। উপন্যাসটি নিয়ে হিন্দিতে সিনেমা হতে চলেছে সে খবরও জানা গেল এদিনের সন্ধ্যায়।

সজলবাবু একজন দক্ষ চিত্র পরিচালক, চিত্রকর ও চিত্রনাট্যকার হিসেবে পরিচিত হলেও মুশকিল আসান তার প্রথম উপন্যাস হিসেবে প্রকাশিত হল। তাই একঝাঁক বিদ্বজ্জনের উপস্থিতিতে উপন্যাসটি প্রকাশের মুহূর্তটি

স্মরণীয় হয়ে থাকলো। লেখক শঙ্করলাল ভট্টাচার্য, অধ্যাপক সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, প্রাক্তন ক্রিকেটার অরুণলাল, লেখক-সাংবাদিক কল্যাণ মৈত্র, কবি ঋত্বিক ঠাকুর, পুরুষাধিকার কর্মী নন্দিনী ভট্টাচার্য, প্রযোজক নারায়ণ রায়, চলচ্চিত্র বিশেষজ্ঞ গৌতম ঘোষ, ইভেন্ট এক্সপার্ট অনির্বাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশক বিশাল রায়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে 'মুশকিল আসান উপন্যাসের মোড়ক উন্মোচিত হল।

সজলবাবু জানালেন, 'দীর্ঘ দুই দশকের নিরলস পরিশ্রমে তৈরি চিত্রনাট্য থেকে আজকের এই উপন্যাস তৈরি হয়েছে। উপন্যাসটি জীবনের কথা বলে, স্বপ্নের পথ শেখায় এবং লড়াইয়ের অনুপ্রেরণা দেয়। বইটি কলেজ স্ট্রিট ছাড়াও সারা বাংলায় বিশেষ বিশেষ শহরতলিতে এই মুহূর্তে পাওয়া যাবে।

'মুশকিল আসান' সিনেমাটি তৈরির আগেই উপন্যাস আকারে পাঠকের কাছে পৌঁছে যাওয়ায়, সেদিনের সভায় উপস্থিত ভিড়ের পাঠকদের উচ্ছ্বাস ছিল নজরকাড়া।

পুস্তক সমালোচনা

দেশভাগ যন্ত্রণার উৎস

বিধান সাহা : দেশভাগ শুধুমাত্র দুটি দেশকে ছিন্ন করেনি, পরিবারগুলোকেও ছিন্নভিন্ন করেছে। তৈরি করেছে একে অপরের প্রতি অবিশ্বাস। শুধু সম্প্রদায়গত অবিশ্বাস নয়, পরিবারের অভ্যন্তরেও অবিশ্বাসের বীজ রোপিত হয়েছে। নিজের ভিটেমাটি ছেড়ে একান্নবর্তী পরিবার টুকরো টুকরো হয়ে অন্য দেশে ঠাঁই পেয়েছে। শুরু হয়েছে তাদের জীবন সংগ্রাম।

এরকম দেশভাগের প্রেক্ষাপটেই রচিত হয়েছে সুমনা সেনগুপ্তের উপন্যাস 'কোন ভাঙনের পথে'। লেখিকা কথামুখ অংশে এই গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন। শেষ অনুচ্ছেদে বলেছেন, এই স্মৃতির ধারাভাষ্য সত্যি ঘটনা অবলম্বনে রচিত। আমার প্রপিতামহ -প্রপিতামহী এবং বাবার সেই মুহূর্তের কষ্টকে লাঘব করা তো আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না, আমি শুধু সেই ইতিবৃত্তকে ছাপার অক্ষরে পাঠকের সামনে এনে পিতৃঋণ শোধের একটা চেষ্টা করলাম মাত্র।

উপন্যাসটি তিনটি পর্বে বিভক্ত। প্রথম দুটি পর্ব আয়তনে ছোট হলেও শেষ পর্বটি আয়তনে

বেশ বড়। বরিশালের এক প্রত্যন্ত গ্রাম নলচিড়া। সেই গ্রামের অধিবাসী বিশ্বেশ্বর সেনগুপ্ত। তার একমাত্র পুত্র মুকুল। সেই মুকুলের পুত্র বাদলের ভূমিষ্ঠ হবার মুহূর্তটিই হল উপন্যাসের সূচনা।

মাত্র দুবছর বয়সে বাদল পিতৃহারা হয়েছে। স্বামীহারা অরুণা শিশু বাদলকে ফেলে স্বাবলম্বী হতে চলে যায়। শিশু বাদল আশ্রয় পায় সরলার কোলে। ঠাকুমাকেই সে মা বলে ডাকে। এখানেই প্রথম পর্বের সমাপ্তি। দ্বিতীয় পর্বে বাদলের বেড়ে ওঠা। স্বাধীনতা এলো। দেশ ভাগ হল। পূর্ববঙ্গ ছেড়ে যাওয়ার ধূম পড়ল। বিশ্বেশ্বর সরলাকে দিয়ে বাদলকে পাঠিয়ে দিলেন কলকাতায় শ্রীকুমারের বাড়িতে। সরলা নাতিকে রেখে একাই ফিরে গেল নলচিড়াতে। এখানে দ্বিতীয় পর্বের সমাপ্তি। শেষ পর্ব বিস্তৃত হয়েছে টানাপোড়েনের ইতিবৃত্তে। বিশ্বেশ্বরের মৃত্যু সরলাকে আরও অসহায় করে দিয়েছে। শেষে কলকাতায় এসে সরলার মৃত্যু হল। মৃত্যুকালে বাদলের বিলাপ পাঠকের হৃদয়কে আর্দ্র করে। বাদল বলেছে, আমার দ্যাশ নাই, দাদু নাই, তুমি নাই, আমি যে একেবারে একা হইয়া গ্যালাম মা। আমার তো আর কেউ নাই।"

বিশ্বেশ্বর চালিকাশক্তি। তাদের কেন্দ্র করেই অন্যান্য চরিত্রেরা আবর্তিত হয়েছে। এই দুটি চরিত্রের ট্র্যাজিক পরিণতি আমাদের উতলা করে। উপন্যাসটি পাঠ করার পর অনেকগুলো প্রশ্ন মনের মধ্যে অনুরণন তোলে। ওই বৃদ্ধ বৃদ্ধা সারা জীবন কি পেলেন! দেশভাগ না হলে হয়তো তাদের শেষ জীবনে এই বিড়ম্বনা সহ্য করতে হত না। এই বিড়ম্বনা ও টানাপোড়েনের ইতিহাসের ধারাবিবরণী জীবন্ত হয়ে উঠেছে সুমনা সেনগুপ্তের কলমে। চরিত্রগুলো আমাদের অতি চেনা, অতি পরিচিত। তাই এই উপাখ্যান এত সজীব, এত প্রাণবন্ত, এত বৈচিত্র্যময়।

পূর্ববঙ্গীয় তথা বাঙাল ভাষা অতি মুন্সীয়ানার সঙ্গে কথোপকথনে ব্যবহার করেছেন লেখিকা। গ্রন্থের অধিকাংশ স্থান জুড়ে পূর্ববঙ্গীয় রীতির ব্যবহার উপন্যাসটিকে আরও সজীব করে তুলেছে।

মেঘনা পালের প্রচ্ছদ পরিকল্পনা উপন্যাসের ভাবনাকে মূর্ত করে তুলেছে। গ্রন্থের ছাপা ছবির মত ঝকঝকে । বোর্ড বাঁধাই অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

গ্রন্থটি আমাদের বিমোহিত করেছে। পরবর্তী উপাখ্যানও পাঠককে মুগ্ধ করবেই —এই বিশ্বাস আমাদের আছে। আমরা পরবর্তী পর্বের অপেক্ষায় রইলাম।

● কোন ভাঙনের পথে —সুমনা সেনগুপ্ত। প্রকাশক: স্বাতী রায়চৌধুরী, সপ্তর্ষি প্রকাশন,৮০/১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা -৭০০০০৯, মূল্য —২০০ টাকা।

গল্পকথক এক দেশের কথা: পূর্ব দিগন্তে ভারতের নতুন সম্ভাবনা

ফিরদৌস উল হাসান

ফিল্ম ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া ও বেঙ্গল ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি এবং চলচ্চিত্র প্রযোজক আমরা এক নীরব বিপ্লবের যুগে বসবাস করছি। এই মুহূর্তের সংবাদ শিরোনাম অথবা সামাজিক মাধ্যমে তথ্যের বন্যা এ ধরনের কর্মতৎপরতা থেকে বেশ খানিকটা দূরে ছোটখাটো একটি এডিট সুটের কথা বলব, যেখানে ২২ বছর বয়সী শিলচরের এক যুবক তার ঠাকুমার মুখে শোনা যুদ্ধের গল্পকে অ্যানিমেশনের রূপ দিচ্ছেন। বাংলায় গোয়েন্দা গল্পগুলি এখন শিশু-কিশোররা তাদের স্মার্ট ফোনে পাচ্ছে। কৃত্রিম মেধার সাহায্যে স্টুডিওতে তামিল স্ক্রিপ্টের ১৭টি ভারতীয় ভাষায় ডাবিংয়ের কাজ চলছে এটাই নতুন ভারত, যে ভারত শিল্প ও প্রযুক্তির চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে।

নতুন এক শক্তির উত্থান:

দীর্ঘদিন ভারতীয় সিনেমার বিচার হত বলিউডের বক্স অফিসে অথবা কোনও আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে। সেইসময় আমরা যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে অগ্রাহ্য করেছি, সেগুলি হল- লোকগাঁথা, আদিবাসীদের প্রচলিত গল্পগাঁথা, ভারতীয় অ্যানিমেশন, বিভিন্ন ধরনের খেলাধূলা। ৯০-এর দশকেও এই জিনিসগুলির কোনও চাহিদা ছিল না। কিন্তু, বর্তমানে এরও বাজার মূল্য বিবেচনা করা হচ্ছে। বর্তমান সরকার এই বিষয়টি অনুধাবন করে নির্দিষ্ট একটি লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে। ওয়েভস্ ২০২৫, ক্রিয়েট ইন ইন্ডিয়া চ্যালেঞ্জ এবং ওয়েভ এক্সলেরেটার-এর মতো বিভিন্ন উদ্যোগ থেকে এটি স্পষ্ট যে, ভারতে সৃজনশীল মূলধনকে এখন জাতীয় সম্পদ বলে বিবেচনা করছে। গল্পকথন আর সংস্কৃতির কোনও অনুসারী উপাদান নয়, বরং বলা ভালো যে, কূটনীতি, উদ্ভাবন ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে এক চালিকাশক্তি হিসেবে এটি পরিচিতি লাভ করছে।

গল্পকথন আর আবেগের মধ্যে এখন সীমাবদ্ধ নেই। আর্থিকভাবে এর মূল্য নির্ধারণ করা হয়। প্রতি বছর প্রায় ১৭ শতাংশ হারে এভিজিসি এক্সআর সেক্টরের বৃদ্ধির ফলে এ বছরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে আর্থিক লেনদেনের পরিমাণ ৪৫ হাজার কোটি টাকায় পৌঁছবে। ওটিটি প্ল্যাটফর্ম প্রতিবছর ২০ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফিকির ২০২৪ সালের হিসেবানুযায়ী, ওটিটির মোট দর্শকের মধ্যে ৫৫ শতাংশের বেশি বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় নির্মিত ছবিগুলি দেখে থাকেন। অর্থাৎ, অর্থনীতির একটি নতুন দিক পরিপূর্ণতা পাচ্ছে, যেটি বহুভাষিক এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

প্রচলিত ধ্যানধারণা থেকে বাজারজাত করার বিষয়ে পূর্বাঞ্চলের সচেতনতা:

খুব সোজা কথায় বললে ভারত যদি বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে বিশ্বের কন্টেন্ট ক্যাপিটাল হতে চায়, তা হলে মুম্বাই আর দিল্লির মধ্যে ঘুরপাক খেলে চলবে না। আঞ্চলিক স্তরে গল্পকথককে আত্মপ্রকাশ করতে দিতে হবে। পূর্ব এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের সাহিত্য, সঙ্গীত এবং দর্শন এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। উন্নয়নের নিরিখে এই অঞ্চলগুলি পিছিয়ে নেই, তারা আসলে যোগাযোগের দিক থেকে বিচ্ছিন্ন। এখানে উপাখ্যানের কোনও ঘাটতি নেই, এগুলি নিজস্ব চরিত্র বজায় রাখতে পারছে। গারো এবং খাসি ভাষায় মুখে মুখে গল্প বলা অথবা বাংলা চলচ্চিত্রের ছন্দবদ্ধতা কিংবা সাঁওতালি মহাকাব্য অথবা বোড়ো ভাষায় কল্প বিজ্ঞানের গল্প পূর্ব ভারতে অনেক কিছুই আছে। কিন্তু, সংগঠিত বাজারে পৌঁছনোর মতো ঐতিহাসিকভাবে তাদের

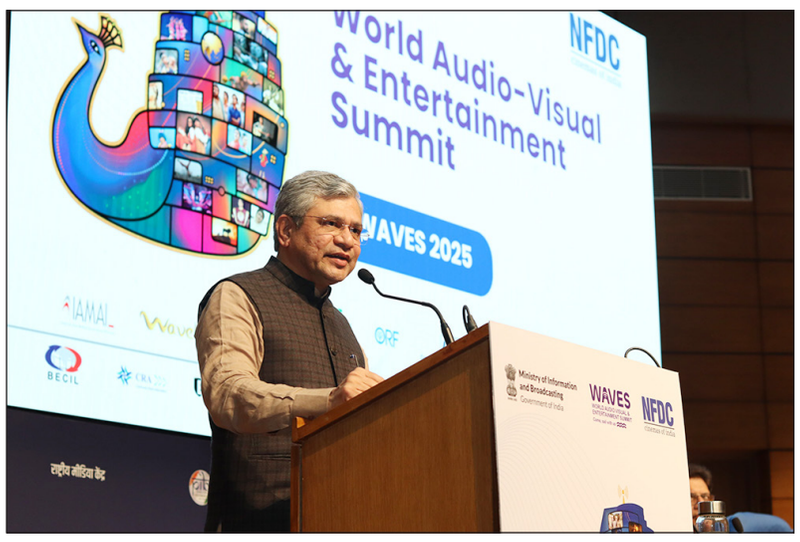

কোনও যোগসূত্র নেই। তবে, এখন পরিস্থিতি বদলেছে। এতদিন যে প্রতিভার সন্ধান পাওয়া যায়নি, এখন নতুন এক পথের মাধ্যমে তার হদিশ মিলেছে। কলকাতা কৌশলগত দিক থেকে এই শিল্পের প্রবেশদ্বার হয়ে উঠছে। অত্যাধুনিক স্টুডিও, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত টেকনিশিয়ান, উন্নতমানের বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা এবং ঐতিহ্যের সঙ্গে প্রগতিশীল সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটানোর ফলে বাংলা আগামীদিনে ভারতের উল্লেখযোগ্য এক কন্টেন্ট হাব হয়ে উঠতে চলেছে। আসাম, ত্রিপুরা, সিকিম, মিজোরাম, মণিপুর, নাগাল্যান্ড এবং অরুণাচল প্রদেশ ভৌগলিক দিক থেকে খুব কাছে হওয়ায় একটি সৃজনশীল ব্যবস্থাপনা তৈরি হচ্ছে। স্থানীয় মানুষরা যেমন এই কাজে দক্ষ, পাশাপাশি ব্যয়ও কম। আর, পরিকাঠামোও ক্রমশ শক্তিশালী হচ্ছে।

গল্প বলা থেকে গল্প তৈরি করা:

ডিজিটাল যুগে গল্প কখনও শেষ হয় না। মিম, গেম, অ্যানিমেশনের মাধ্যমে তৈরি বিভিন্ন ভিডিও, আর এই এক্সপেরিয়েন্স এভাবেই চলতে থাকে। এক প্রাণবন্ত বৃত্ত হিসেবে এটি ক্রমশ আত্মপ্রকাশ করছে। ভারতে একসময়ে প্রযুক্তির প্রাচুর্যের সঙ্গে শৈল্পিক ভাবনার মেলবন্ধন না ঘটলেও বর্তমান যুগে তা ঘটছে। আমাদের দেশে কবিরা কাব্য লিখছেন, চলচ্চিত্র নির্মাতারা তার চিত্রায়ণের কথা ভাবছেন আর অ্যানিমেটাররা তার অ্যালগরিদম নিয়ে চিন্তাভাবনা করছেন। একজন মণিপুরী এক্সআর শিল্পী যখন আদিবাসী গোষ্ঠীর স্মৃতিবিজড়িত কোনও সংগ্রহশালায় যান, অথবা বাংলার কোনও কৃত্রিম মেধা নিয়ে কাজ করা স্টার্টআপ সংস্থা গ্রামাঞ্চলের লেখকদের সৃষ্টিগুলিকে কমিক্সে রূপান্তরিত করেন, তখন আসলে চলচ্চিত্রের নতুন একটি ব্যাকরণ রচিত হয়। সেই কাজই এখন চলছে।

সরকার সৃজনশীল এইসব প্রতিভাদের উপর ভরসা করছে:

এই প্রথম ভারত সরকার বাণিজ্য অথবা পরিকাঠামোর উপর নয়, সৃজনশীলতাকে বিবেচনা করে বিনিয়োগের কথা ভাবছে। অনুদান, স্টার্টআপ সংস্থাগুলির জন্য উৎসাহ ভাতা, প্রোডাকশনের কাজে সহায়তা করা এবং ওয়েভস্-এর মতো উৎসবের আয়োজন করে সরকার নতুন পথের দিশা দেখাচ্ছে। এখন চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য পারিবারিক ঐতিহ্যের প্রয়োজন হয় না। জুহুর করিডর দিয়ে আপনাকে যেতে হবে না। জোরহাট বা জলপাইগুড়ি যে অঞ্চলেরই বাসিন্দা আপনি হন, আপনার প্রয়োজন একটি গল্প এবং একটি পরিকাঠামো, যার সাহায্যে আপনি সেই গল্পটির চিত্রায়ন করতে পারেন।

এখানে একটি বিষয় বিবেচনার জন্য সকলকে অনুরোধ করছি। কূটনীতি এবং প্রযুক্তির দিক থেকে ভারত যাতে আন্তর্জাতিক আঙিনায় সস্ট পাওয়ার হিসেবে এক মহাশক্তিধর রাষ্ট্র হয়ে উঠতে পারে, সরকার তার জন্য উদ্যোগী হয়েছে। তাই, এ ধরনের শীর্ষ সম্মেলন মহানগরের পরিবর্তে অন্যত্র করারও প্রস্তাব রাখছি। পরবর্তী ওয়েভস্ কলকাতায় হতে পারে। গুয়াহাটি অ্যানিমেশন ল্যাবের কেন্দ্র ও আদিবাসীদের উপাখ্যান সম্বলিত বাজার হিসেবে আগরতলা বিবেচিত হতে পারে। যখন এই অঞ্চলের সৃজনশীল ব্যক্তিত্বরা উপলব্ধি করবেন যে, সরকার মুষ্টিমেয় কয়েকজনকেই সহায়তা করছে না, দেশের অন্যত্র প্রতিটি মানুষকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিচ্ছে, তখন তারাও নিজেদের প্রতিভা বিকশিত করতে পারবেন, দেশ আরও এগিয়ে যাবে।

সুযোগ নয়, সংস্কৃতির এক মানদন্ড:

গল্পকথনের এই দেশে সংশ্লিষ্ট শিল্পের সঙ্গে আমরা যাঁরা যুক্ত রয়েছি, তাঁদের বেশ কিছু ক্ষেত্রে সজাগ থাকতে হবে। গল্পকথকদের তাঁদের গল্পের স্বত্ব যেমন দিতে হবে, পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করলে কি পাওয়া যাবে এবং এই প্রতিভাগুলিকে অবহেলা করলে কি কি ক্ষতি হবে, সেই বিষয়গুলিও আলোচনায় রাখতে হবে। আমরা যদি কথকতার জন্য নির্দিষ্ট একটি পরিমণ্ডল গড়ে তুলতে না পারি, তা হলে সেই কাজ অন্য কেউ করবেন। সেক্ষেত্রে যে উদ্যোগের নেতৃত্ব দেওয়ার অবস্থায় আমরা ছিলাম, অর্থনীতির সেই দিকটি অন্য কারও হাতে চলে যাবে।

ভবিষ্যতের বিপুল সম্ভাবনায় অনেক ভাষা যুক্ত হবে:

ওয়েভস্ ২০২৫-এ স্রষ্ঠা, প্রযোজক এবং নীতি নির্ধারকরা একই মঞ্চে থাকবে। এখানে ভারতের গল্প বলার ক্ষমতা প্রদর্শিত হবে। কিন্তু, মঞ্চে যা দেখা যাবে, সেখানেই এর প্রকৃত ক্ষমতা প্রদর্শিত হবে না, তা এক ইঙ্গিতকে বহন করবে। বিনোদনের আন্তর্জাতিক জগতের নতুন অধ্যায় ইংরেজি, হিন্দি, স্প্যানিশ অথবা কোরিয়ান ভাষায় লেখা হবে না। তা লেখা হবে বাংলা, অসমিয়া, নাগামিজ, ওড়িয়া, নেপালি, মিজো অথবা গারো ভাষায়। সারা বিশ্বের কাছে সেই সৃষ্টি পৌঁছবে সাব-টাইটেলে। সারা বিশ্ব প্রাচ্যের দিকে তাকাবে। আর যখন এই ঘটনাটি ঘটবে, তখন ভারতকে প্রস্তুত থাকতে হবে। এক্ষেত্রে শুধু একটি অনুষ্ঠান আয়োজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না বরং এমন একটি ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে, যার সুযোগ সকলের কাছে পৌঁছবে এবং তার উৎকর্ষতাও বজায় থাকবে।

আতশ কাচে

ব্রিজ প্রতিযোগিতা

কলকাতায় সর্ব ভারতীয় ব্রীজ প্রতিযোগিতার আসর বসছে। নিউটাউনের বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টারে চারদিনের প্রতিযোগিতা পয়লা মে শুরু হয়েছে। ব্রীজ ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার সচিব দেবাশীষ রায় আজ কলকাতায় জানিয়েছেন দেশের সব শীর্ষ স্থানীয়সহ প্রায় পাঁচশো প্রতিযোগী টীম ও পেয়ারস ইভেন্টে অংশ নেবেন। এছাড়া নরওয়ে ও ইজরায়েল থেকে দুটি দল যোগদান করবে। প্রতিযোগিতার মোট পুরস্কার অর্থ আট লক্ষ টাকা।

বেসবল বাছাই

থাইল্যান্ডের ব্যাংককে ভারতীয় মহিলা বেসবল দল বাছাইপর্বের সুপার রাউন্ডে ৬–৫ গোলে থাইল্যান্ডকে হারিয়ে মহিলা এশিয়ান বেসবল কাপ ২০২৫–এ খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে। এশিয়ান বেসবল কাপ ২০২৫–এর বাছাইপর্বে পশ্চিম বিভাগের অংশ হিসেবে, ভারত উদ্বোধনী রাউন্ডের গ্রুপ এ–তে পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও ইরানের সঙ্গে রয়েছে। এখনও ভারতীয় মহিলা বেসবল দল ৩টি পুল ম্যাচেই লাগাতার জয় পেয়েছে। যার মধ্যে ২–১ গোলে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে সুপার রাউন্ডে স্থান পেয়েছে।

টুটুর ইস্তফা

মোহনবাগান ক্লাবের সভাপতির পদে ইস্তফা দিয়েছেন স্বপন সাধন বসু। ময়দানে তিনি টুটু বসু নামে পরিচিত। বিদায়ী সচিব ও কার্যকরী সমিতির সদস্যদের চিঠি লিখে টুটুবাবু তাঁর এই সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন আসন্ন মোহনবাগান ক্লাবের নির্বাচনে সদস্যদের কাছে মনের কথা নির্দ্বিধায় বলার প্রয়োজন রয়েছে,তাই তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

৪৩ পদক

প্রথম এশিয়ান অনূর্ধ্ব ১৫ এবং অনূর্ধ্ব–১৭ বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতীয় দল সপ্তম দিনের শেষে ৪৩ টি পদক নিশ্চিত করেছে। যার মধ্যে অনূর্ধ্ব ১৫ বিভাগে ২৫ টি এবং অনূর্ধ্ব সচরা বিভাগে ১৮ টি পদক রয়েছে। এছাড়াও চারজন বক্সার সেমিফাইনালে উঠেছেন। অনূর্ধ্ব ১৭ ছেলেদের ৬৩ কেজি বিভাগে আমান সিওয়াচ ৮০ কেজি বিভাগে দেবাংশ এবং ৫২ কেজি বিভাগে টিকম সিং সেমিফাইনালে উঠেছেন। অনূর্ধ্ব ১৫ ৫২ কেজি বিভাগে টিকম সিং সেমিফাইনালে উঠেছেন।

ভারতে নয় নাদিম

পহেলগাঁও কাণ্ডের পর পাকিস্তানের কোনও ক্রীড়াবিদের ভারতের কোনও প্রতিযোগিতায় যোগদানের প্রশ্নই ওঠে না বলে জানিয়ে দিলেন ভারতের তারকা জ্যাভলিন থ্রোয়ার নীরজ চোপড়া। ২৪ মে থেকে বেঙ্গালুরুতে নীরজ চোপড়া ক্লাসিক নামের প্রতিযোগিতা বসছে বেঙ্গালুরুতে। আর সেই প্রতিযোগিতাতেই পাকিস্তানের জ্যাভলিন থ্রোয়ার প্যারিস অলিম্পিকে সোনাজয়ী আরশাদ নাদিমকে আমন্ত্রণ জানান নীরজ, তা নিয়ে বিতর্কের ঝড় ওঠে। শুধু তাই নয়, আরশাদকে আমন্ত্রণের পর নীরজের দেশপ্রেম নিয়েও তীর্যক মন্তব্য করেন জনতা। কেন নাদিমকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।

দ্বিপাক্ষিক নয়

গত ১৫ বছর ধরে কোনও দ্বিপাক্ষিক সিরিজ খেলেনি ভারত–পাকিস্তান। অদূর ভবিষ্যতেও আর খেলার কোনও সম্ভাবনা নেই। পহেলগাঁও ঘটনার পর সাফ জানিয়ে দিলেন বিসিসিআইয়ের সহ–সভাপতি রাজীব শুক্লা। ক্রিকেট বিষয়ক এক ওয়েবপোর্টালে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে তিনি পরিষ্কার বলেন, 'আমরা হামলার ক্ষতিগ্রস্থদের সঙ্গে আছি এবং এই ঘটনার নিন্দা জানাই। আমাদের সরকার যা বলবে, আমরা তাই করবো। দ্বিপাক্ষিক সিরিজে আমরা পাকিস্তানের সঙ্গে খেলি না কারণ এটা সরকারের অবস্থান।

২০১৭ সালে বাবার কোলে খেলা দেখেছিলেন

২০২৫–এ মাঠ কাঁপিয়ে মুগ্ধতা ছড়ালেন বৈভব

নিজস্ব প্রতিনিধি : আইপিএলের জমজমাট আসরের শুরুটা ২০০৭ সালে। সেই সময় বৈভব সূর্যবংশীর বয়স কত? বয়সের হিসেব পরে। আইপিএল যখন শুরু হয়েছে, তখন তো জন্মই হয়নি সূর্যবংশীর। আইপিএল শুরুরও চার বছর পর জন্ম সূর্যবংশীর, ২০১১ সালের মার্চে। ২০১৭ সালে বাবার কোলে চড়ে দেখতে এসেছিলেন আইপিএল, তখন তার বয়স মাত্র ৬। সেই ছবি এতদিন পর ভাইরাল। হবেইবা না কেন? ১৪ বছরের সূর্যবংশী যে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন!

গুজরাট টাইটান্সের বিপক্ষে ৩৫ বলে সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে ফোকাসে এই কিশোর। আইপিএলের ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ সেঞ্চুরিয়ান হওয়ার রেকর্ড গড়েছেন সূর্যবংশী, বলের হিসেবে যা টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় দ্রুততম। বর্তমানে লখনউ সুপার জায়ান্টসের মালিক সঞ্জীব গোয়েঙ্কা এক্স–এ ৬ বছর বয়সী সূর্যবংশীর বাবার কোলে বসে আইপিএল দেখতে আসার একটি ছবি আপলোড করেছেন। তখন রাইজিং পুনে সুপার জায়ান্টসের জার্সি গায়ে খেলা দেখতে এসেছিল ছোট্ট সূর্যবংশী। গোয়েঙ্কার দল লখনউ সুপার জায়ান্টসের বিপক্ষেই এবার আইপিএল অভিষেক হয়েছে সূর্যবংশীর। প্রথম ম্যাচে শার্দুল ঠাকুরকে ছক্কা মেরে শুরু করেছিলেন। ১ কোটি ১০ লাখ টাকায় বিক্রি হওয়া সূর্যবংশী এবার সাইডবেঞ্চে ছিলেন শুরুতে। সঞ্জু স্যামসন চোট থাকায় কপাল খোলে এই কিশোরের। অভিষেক ম্যাচে লখনউর বিপক্ষে ২০ বলে ৩৪ রান করেন। আউট হয়ে কেঁদেই ফেলেছিলেন। পরের ম্যাচে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিপক্ষে সুবিধা করতে পারেননি, আউট হন ১৬ করেই। পরের ম্যাচেই গুজরাটের বিরুদ্ধে অকুতোভয়, অসাধারণ ইনিংস খেললেন। যা দেখে সোয়াই মান সিংয়ের গোটা গ্যালারি, প্রতিপক্ষের ক্রিকেটাররা, দলের সতীর্থরা সকলেই মোহিত। মুগ্ধ হয়েছে গোটা ক্রিকেট বিশ্ব। ভারতের টি–টোয়েন্টি বিশ্বজয়ী অধিনায়ক তথা আইপিএলের সফলতম নেতা রোহিত বৈভবের ইনিংসের পর নিজের সোশাল মিডিয়ার এক স্টোরিতে তার ছবি দিয়ে লেখেন, ক্লাস। সচিন নিজের সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, বৈভবের অকুতোভয় মনোভাব, ব্যাট স্পিড, লেংথ দ্রুত বুঝতে পারা এবং দেওয়ার পিছনে খাটা খাটনির মিশেলে এই দুরন্ত ইনিংস তৈরি হয়েছে। ফলাফল: ৩৮ বলে ১০১। দারুণ খেলেছ। টিম ইন্ডিয়ার বিশ ওভারের দলের নেতা সূর্যকুমার স্টোরিতে লেখেন, এই তরুণের সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে দেওয়া এক ইনিংসের সাক্ষী থাকলাম। যুবরাজ সিংহ আবার বৈভবের বয়সের কথা মনে করিয়ে দেন। তিনি লেখেন, ১৪ বছর বয়সে আপনারা কী করছিলেন? এই বাচ্চাটা চোখের পাতা না ফেলে বিশ্বের সেরা ফাস্ট বোলারদের বিরুদ্ধে ব্যাট করছে। বৈভব সূর্যবংশীর নামটা মনে রাখবেন। ভয়ডরহীন মনোভাব নিয়ে ব্যাট করছে। পরবর্তী প্রজন্মকে সাফল্য পেতে দেখে বেশ গর্ববোধ করছি।

বাগান নির্বাচনে দুই ছেলে দুই শিবিরে, মহাফাঁপড়ে কি টুটু বসু?

নিজস্ব প্রতিনিধি : মোহনতরীর হাল কে ধরবে? দেবাশিস দত্ত নাকি সৃঞ্জয় বসু! এই নিয়েই বাগানে দ্বন্দ্ব চরমে। সম্মুখসমরে দত্ত ভার্সেস বোস। আসন্ন মোহনবাগান নির্বাচনে দু'জনই নাকি সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।দুই গোষ্ঠীই আত্মবিশ্বাসী। নেমে পড়েছে ভোট প্রচারেও। একসময় দেবাশিস দত্ত–সৃঞ্জয় বসু একসঙ্গে লড়াই করেছেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এখন তারা দুই বিপরীত মেরুতে যেন অবস্থান করছেন। এরইমধ্যে কমন ম্যান হয়ে রয়ে গেছেন স্বপন সাধন (টুটু) বসু। উপায় না দেখে তিনি মোহনবাগান সভাপতি পদে ইস্তফা দিয়ে দিলেন। কারণ, তাঁকে যে কোনও একপক্ষের হয়ে প্রচারে নামতেই হবে। নিজের সন্তান সৃঞ্জয় বসু যখন পদে ফিরতে মরিয়া, বাগানের সদস্য–সমর্থক থেকে কর্তারা প্রত্যেকেই বিশ্বাস করেন ছেলের হয়েই প্রচার করবেন তিনি। এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু দেবাশিস দত্ত শিবির যে মহাচমক দিয়ে বসে আছে

প্রচারের শুরুতেই। আর সেখানেই ফাঁপড়ে পড়তে পারেন টুটু বসু। সম্প্রতি মোহনবাগানের কার্যকরী কমিটির অন্যতম কর্তা দেবাশিস রায় কাশীপুর বরানগর মেম্বার্স ফোরামের হয়ে বিজয়োৎসব করেন বরানগরেই। নামেই আইএসএল জয়ের বিজয়োৎসব, আসলে তা দেবাশিস দত্তের ভোটের প্রচারই। সেখানেই হাজির হন টুটু বসুর ছোট ছেলে সৌমিক বসু। যাকে সকলেই টুবলাই নামেই চেনেন। সৌমিক সেই বিজয়োৎসবেই দরাজ প্রশংসা করেন দেবাশিস দত্তের কাজের। বুঝিয়ে দেন, সৃঞ্জয় বসু আলাদা লড়তেই পারেন, কিন্তু মোহনবাগানের উন্নতির জন্য তিনি দেবাশিস দত্তকেই সমর্থন করেন। ফলে, টুটু বসুর দুই ছেলে ভোটের শুরুতেই দুই শিবিরে। কাকে সমর্থন করবেন টুটু, এটাই কৌতূহল। সৃঞ্জয় বসু এতদিন ক্লাবমুখো না হলেও, দেবাশিস দত্তের কমিটি নির্দ্বিধায় টুটু বসুকেই সভাপতি করে রেখেছিলেন। অঞ্জন মিত্র বেঁচে থাকাকালীন যখন মিত্র–বোস–দত্তরা একজোট ছিলেন, তখনও টুটু বসুকে একাধিকবার বলতে শোনা গেছে, দেবাশিস দত্ত সন্তানসম। টুটু বসুও মান অভিমান ভুলে দেবাশিস দত্তদের প্রস্তাবে সায় দিয়ে থেকে গিয়েছিলেন সভাপতি পদ অলঙ্কৃত করে। এমনকি টুটু বসুর ছোট ছেলে সৌমিক বসুকেও সহ সভাপতির পদে রাখা হয়। সৃঞ্জয় মোহনবাগান এসজির ডিরেক্টর পদ ছাড়লেও বোস পরিবার কিন্তু ছাড়েনি। তাঁর পরিবর্তে ডিরেক্টর হিসেবে যোগ দেন সৌমিক বসু। কে না জানে, টুটু বসুর দুই ছেলেই দুই কোম্পানি চালায়। সৃঞ্জয় বসু যেমন প্রতিদিন–এর দায়িত্বে, তেমনই সৌমিক বসুও রিপ্লে কোম্পানির দায়িত্বে। ফলে, দোটানাতেই পড়েছেন টুটু। সৃঞ্জয় বসু হারলেও বোস পরিবারের হার আর দেবাশিস দত্তরা হারলেও তা বোস পরিবারেরই হার। কোন ছেলের পক্ষ নেবেন বা কীভাবে জোয়ার ভাটায় মোহন তরীতে ব্যালেন্সড করে থেকে যাবেন টুটু বসু, এখন তাই দেখার।

পদ্মশ্রী পুরস্কার নিলেন শ্রীজেশ–অশ্বিন

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর হাত থেকে পদ্মশ্রী পুরস্কার গ্রহণ করলেন কিংবদন্তি হকি খেলোয়াড় পিআর শ্রীজেশ ও ক্রিকেটার রবিচন্দ্রন অশ্বিন। এবারে পদ্মভূষণ সম্মানে ভূষিত হন শ্রীজেশ। রাষ্ট্রপতি ভবনে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও। উল্লেখ্য, গত বছর হকি থেকে অবসর গ্রহণ করেন শ্রীজেশ। অলিম্পিক্স–সহ অসংখ্য আন্তর্জাতিক পুরস্কার রয়েছে তাঁর ক্যাবিনেটে। তবে তিনি তাঁর স্টিক পুরোপুরি তুলে রেখেছেন প্যারিস অলিম্পিক্সে ব্রোঞ্জ জয়ের পর। এর আগে তিনি টোকিও অলিম্পিক্সেও ব্রোঞ্জ জয়ী ভারতীয় দলের সদস্য ছিলেন। রবিচন্দ্রন অশ্বিন পদ্মশ্রী পুরস্কারে সম্মানিত হন। উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের শেষের দিকে বর্ডার–গাভাসকর ট্রফি চলাকালীন অবসর নেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। চলতি বছরের শুরুতেই প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন কেন্দ্র পদ্ম পুরস্কার প্রাপকদের নাম ঘোষণা করেছিল। পদ্মশ্রী পুরস্কারের তালিকায় নাম ছিল রবিচন্দ্রন অশ্বিনের। ভারতীয় ক্রিকেটে তাঁর অবদানের জন্য তাঁকে এই সম্মান দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এদিন অশ্বিনের পরনে ছিল নীল রঙের কোট। এই অনুষ্ঠানে অশ্বিনের পরিবারের সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন। ভারতীয় ফুটবলের কালো হরিণ

বলে পরিচিত আইএম বিজয়নও পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হন। ফুটবলকে বিদায় জানিয়েছিলেন ২২ বছর আগে। এরপর বিজয়নকে পদ্মশ্রী সম্মানে সম্মানিত করা হল। প্যারালিম্পিয়ান হরবিন্দর সিং প্যারিস প্যারালিম্পিকসে সোনা জেতেন। তাঁর হাতেও এদিন পদ্মশ্রী সম্মান তুলে দেওয়া হয়। পুরস্কার পান প্যার অ্যাথলেটিক্স কোচ ও প্রাক্তন কুস্তিগীর সত্যপাল সিংও। প্রজাতন্ত্র দিবসের আগের দিন নিয়মমাফিকভাবে ঘোষিত হয়েছিল পদ্ম সম্মান প্রাপকদের নাম। সেই তালিকায় ছিলেন মোট ১৩৯ জন। ক্রীড়া, বিনোদন, শিক্ষা, সংস্কৃতি সব বিভাগ থেকেই বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের সম্মানিত করা হয়।

সিন্ধুদের বিদায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : চীনের ইয়ামেনে বিডব্লুএফ সুদিরমান ব্যাডমিন্টন কাপে গ্রুপ পর্বে ভারত ইন্দোনেশিয়ার কাছে ১–৪ ব্যবধানে পরাজিত হয়েছে। মহিলাদের সিঙ্গলসে পি ভি সিন্ধু , পুত্রি কুসুমা ওয়ারদানির কাছে ১২ –২১, ১৩–২১ ব্যবধানে পরাজিত হয়েছেন। পুরুষদের সিঙ্গলসে এইচ এস প্রণয় ২১–১৯, ১৪–২১, ১২–২১ ব্যবধানে ইন্দোনেশিয়ার জনাথন ক্রিস্টির কাছে পরাজিত হয়েছেন। পুরুষদের ডাবলস ও মহিলাদের ডাবলসেও ভারত পরাজিত হয়েছে । শুধু মিক্সড ডাবলসে ভারত জয়ী হয়েছে। ভারতের ধ্রুব কাপিলা ও তানিশা ক্রাস্টো ১০ –২১, ২১–১৮, ২১–১৯ ব্যবধানে ইন্দোনেশিয়ার রেহান নাউফাল ও গ্লোরিয়া উইডজালার কাছে ১০–২১, ২১–১৮, ২১–১৯ ব্যবধানে হারিয়ে।

রবসনকে নিয়ে টানাটানি মোহনবাগান–ইস্টবেঙ্গলের

নিজস্ব প্রতিনিধি : রবসন রবিনহোকে নিয়ে জোর চর্চা এদেশের সোশ্যাল মিডিয়ায়। ক্লেটন সিলভার সঙ্গে ইস্টবেঙ্গলের সম্পর্কচ্ছেদ হওয়ার পরে শোনা যাচ্ছিল রবসনের পরবর্তী গন্তব্য হতে চলেছে লেসলি ক্লডিয়াস সরণীর ক্লাব। কিন্তু সূত্রের খবর যে বলছে অন্য কথা। সব ঠিকঠাক থাকলে রবসন রবিনহো যাচ্ছেন ইস্টবেঙ্গলের পড়শি ক্লাবে। মোহনবাগানের সঙ্গে ব্রাজিলীয় ফুটবলারের কথাবার্তা চলছে। সূত্রের খবর, কথাবার্তা অনেকটাই পাকা হয়ে গিয়েছে। তাঁর আর্থিক চাহিদার সঙ্গে মিলে গেলে রবসন মোহনবাগানের জার্সি পরেই নেমে পড়বেন কলকাতার মাঠে। বসুন্ধরা কিংসের হয়ে রবসন বাংলাদেশ মাতিয়েছেন। মোহনবাগানের বিরুদ্ধেও খেলেছেন তিনি। বসুন্ধরা ছেড়ে রবসন এখন ব্রাজিলের ক্লাব আগুয়া সান্তার খেলোয়াড়। নেইমারের বিরুদ্ধেও খেলেছেন রবসন। ফ্লুমিনেন্স থেকে বাংলাদেশে গিয়েছিলেন ব্রাজিলীয় তারকা।

প্রতিভার খোঁজে

রামকৃষ্ণ ব্যায়াম শিক্ষা সংঘের সফল কিকবক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপ

সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি : রামকৃষ্ণ ক্লাবের দুর্দান্ত সাফল্য কিক বক্সিংয়ে। কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ২৬ ও ২৭ এপ্রিল কিকবক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপ–২০২৫। এই প্রতিযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দলের হয়ে অংশগ্রহণ করে শিলিগুড়ির রামকৃষ্ণ ব্যায়াম শিক্ষা সংঘের মার্শাল আর্ট বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা। এক কথা দুর্দান্ত সাফল্য। বিভিন্ন বিভাগে সোনা, রুপো ও ব্রোঞ্জ মিলিয়ে মোট ৯টি পদক অর্জন করেন তারা। এদিন রামকৃষ্ণ ব্যায়াম শিক্ষা সংঘের কক্ষে সাংবাদিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। রামকৃষ্ণ ব্যায়াম শিক্ষা সংঘের

মার্শাল আর্টের কোচ কর্তৃপক্ষ। তারা এই বিষয়ে জানান তাদের ছাত্রছাত্রীরা দুর্দান্ত সাফল্য পেয়েছে কিক বক্সিং ২০২৫ এ । এইজন্য তারা অত্যন্ত খুশি।

মেডেল তালিকা নিম্নরূপ

মধুসূদন বর্মন – ১১–১২ বছর বয়সী বালক পয়েন্ট ফাইট বিভাগে সোনার পদক। **ঈশা রায় চৌধুরী:** ১৮ বছরের উর্ধ্বে –৫৫ কেজি সিনিয়র গার্লস কেএ১ ফাইট এবং কাতা বিভাগে জোড়া সোনার পদক। **সোমা বর্মন:** ১৮ বছরের উর্ধ্বে –৭০ কেজি সিনিয়র গার্লস কেএ১ ফাইট বিভাগে সোনা। **নিকিতা দে:** ১৫ বছরের উর্ধ্বে –৬০ কেজি জুনিয়র গার্লস পয়েন্ট ফাইট বিভাগে সোনা। **আয়ুষ কুমার হেলা:** ১৭ বছরের উর্ধ্বে –৫০ কেজি জুনিয়র বয়েজ পয়েন্ট ফাইট বিভাগে সোনার পদক এবং কাতা বিভাগে রুপোর পদক। **সুরজ শাহ:** ৫০ কেজি সিনিয়র বয়েজ কাতা বিভাগে রুপোর পদক। **উৎস বাপারী:** ১৬ বছরের উর্ধ্বে –৭৫ কেজি জুনিয়র বয়েজ পয়েন্ট ফাইট বিভাগে রুপো। **জিত নস্কর :** ১৫ বছরের উর্ধ্বে –৫০ কেজি বালক পয়েন্ট ফাইট বিভাগে রুপো। **মেঘনা দাস:** ১৮ বছরের উর্ধ্বে –৫৫ কেজি সিনিয়র গার্লস কেএ১ ফাইট বিভাগে ব্রোঞ্জ পদক।

সৌরভ গাঙ্গুলির উপস্থিতিতে বাঁকুড়ায় এমপি কাপ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৭ এপ্রিল বিকালে বাঁকুড়ার তামলিবাঁধ ময়দানে এক বিশেষ মুহূর্তের সাক্ষী থাকলো এলাকার মানুষ। বাঁকুড়া তৃণমূল সাংসদ অরূপ চক্রবর্তীর উদ্যোগে আয়োজিত এমপি কাপ বাঁকুড়া উপলক্ষে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেট অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলি। সৌরভের উপস্থিতিতে গোটা ময়দান যেন উৎসবে মেতে ওঠে। তাকে এক নজর দেখতে ভিড় জমান জেলার নানা প্রান্ত থেকে আসা অসংখ্য ভক্তরা। উপস্থিত ছিলেন বাঁকুড়ার জেলাশাসক সিয়াদ এন, পুলিশ সুপার বৈভব তেওয়ারি, রাজ্যের খাদ্য প্রতিমন্ত্রী জ্যোৎস্না মান্ডি, সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী সহ তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক জেলা নেতৃত্ব। এদিন সৌরভ গাঙ্গুলি বলেন, 'খেলা মানুষকে এক করে। যুব সমাজের উন্নয়নে এ ধরনের টুর্নামেন্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বাঁকুড়ার প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের এগিয়ে নিয়ে যেতে আমি সবসময় পাশে আছি।

বক্তৃতা শেষে দাদা মাঠের চারপাশে হেঁটে মাঠ পরিদর্শন করেন এবং প্রতিযোগীদের সঙ্গে কথাও বলেন।' স্থানীয় মানুষের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন ক্লাবের প্রতিনিধি এবং স্কুল–কলেজের পড়ুয়ারাও। সৌরভ গাঙ্গুলির হাতে এমপি কাপ বাঁকুড়ার পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। আয়োজক সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী জানান, 'খেলার মাধ্যমে যুব সমাজকে সুস্থ ও সচেতন রাখাই আমাদের মূল লক্ষ্য। সৌরভ গাঙ্গুলির উপস্থিতি আমাদের সম্মানিত করেছে।'

দেহসৌষ্ঠব প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলদা গঙ্গাধর একাডেমীতে জেলা ভিত্তিক এক আমন্ত্রণী দেহসৌষ্ঠব প্রতিযোগিতার অয়োজন করা হয়েছিল। পাঁচটি বিভাগে প্রায় ৬০ জন অংশ নিয়েছিলেন। প্রতি বিভাগের সেরাদের নিয়ে প্রতিযোগিতায় পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দন জানা দেহসৌষ্ঠব প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন অফ চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। রানার্স আপ হয়েছেন ওই জেলারই অনুভব বেরা। প্রাক্তন ভারতশ্রী দামোদর চ্যাটার্জি বিজয়ীদের হাতে ট্রফি ও আর্থিক পুরস্কার তুলে দেন।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9088703044 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com